প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমত কোনও বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হয়ে চলেছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধীতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ। সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বপ্রথম রাজ্য সরকারি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ন্যাক (NAAC) মূল্যায়নে 'এ'-গ্রেড প্রাপ্ত হয়েছে।

দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এই সব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার সুবিধা পেয়ে যাবেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

Netaji Subhas Open University

Post Graduate Degree Programme

Subject: সমাজকর্ম

সমাজকর্মের ইতিহাস এবং দর্শন

Course Code: PGSW-I

(History & Philosophy of Social Work)

প্রথম মুদ্রণ : মে, 2022

First Print : May, 2022

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।

Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

Netaji Subhas Open University

Post Graduate Degree Programme

Subject: সমাজকর্ম

সমাজকর্মের ইতিহাস এবং দর্শন

Course Code: PGSW-I

(History & Philosophy of Social Work)

: বিষয় সমিতি :

: সদস্যবৃন্দ :

ড. অনির্বাণ ঘোষ
(Chairperson)
Director SPS i/c, NSOU

শ্রী জয়দেব মজুমদার
Director
Jayprakash Institue of Social Change Kolkata

ড. প্রশান্ত কুমার ঘোষ
Professor in Social Work
Visva-Bharati University

শ্রী অমিতাভ দত্ত
Assistant Prof. in IRDM
RIKMVU, Ranchi

ড. অশোক কুমার সরকার
Professor in Social Work
Visva-Bharati University

শ্রী কল্যাণ কুমার সান্যাল
Associate Prof. in Social Work
NSOU

শ্রী মনোজিৎ গড়াই
Assistant Prof. in Social Work
NSOU

শ্রীমতী কৈস্তুরী সিনহা ঘোষ
Assistant Prof. in Social Work
NSOU

: রচনা :

একক 1-4 & 9-12: শ্রীমতী সোমদত্তা নিয়োগী
Research Scholar
Visva-Bharati University

একক 5-8: শ্রীমতী দেবারতী সরকার
Research Scholar
Visva-Bharati University

: সম্পাদনা :

একক 1-12: ড. প্রশান্ত কুমার ঘোষ
Professor in Social Work
Visva-Bharati University

: বিন্যাস সম্পাদনা :

শ্রী মনোজিৎ গড়াই

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনোও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

কিশোর সেনগুপ্ত
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ
মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

স্নাতকোত্তর : সমাজ কর্ম
(নতুন পাঠক্রম)

সমাজকর্মের ইতিহাস এবং দর্শন

Course Code: PGSW-I

পর্যায়-1 সমাজকর্মের ধারণা ও দর্শন

একক	1	❐	সমাজকর্মের ধারণা	7-18
একক	2	❐	সামাজিক কাজের সাধারণ নীতি, মূল্য এবং নৈতিকতা	19-33
একক	3	❐	পেশাগত সামাজিক কাজের নীতিমালা	34-41
একক	4	❐	প্রাসঙ্গিক ধারণা সমূহ	42-56

পর্যায়-2 বিদেশ ও ভারতে সমাজকর্মের ইতিহাস ও বিকাশ

একক	5	❐	যুক্তরাষ্ট্র সমাজ কর্মের ঐতিহাসিক বিকাশ	57-63
একক	6	❐	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমাজ কর্মের ঐতিহাসিক বিকাশ	64-71
একক	7	❐	ভারতে প্রাচীন, মধ্যযুগে ও আধুনিক যুগে সমাজ কর্মের বিকাশ	72-78
একক	8	❐	ভারতে পেশা এবং শিক্ষা হিসাবে সমাজকর্মের বিকার্শ	79-87

পর্যায়-3 ভারতে সমাজকর্ম অনুশীলনের দৃষ্টিভঙ্গি

একক	9	❐	ভারতে ১৮ এবং ১৯ শতকে সামাজিক সংস্কার আন্দোলন	88-98
একক	10	❐	সামাজিক আন্দোলন এবং উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ	99-118
একক	11	❐	মানবাধিকার এবং সমাজ কার্য	119-125
একক	12	❐	সুশীল সমাজ: উন্নয়নমূলক বেসরকারী সংস্থার ভূমিকা	126-138

একক 1 □ সমাজকর্মের ধারণা

গঠন

1.1 উদ্দেশ্য

1.2 প্রস্তাবনা

1.3 সংজ্ঞায় ব্যবহৃত মূল ধারণার ব্যাখ্যা

1.4 অন্যান্য সংজ্ঞা

1.5 বিভিন্ন লেখক দ্বারা সমাজ কর্মের সংজ্ঞা

1.6 সমাজ কর্মের পরিধি

1.7 উপসংহার

1.8 প্রশ্নাবলী

1.9 তথ্যসূত্র

1.1 উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীরা সমাজ কর্মের ধারণা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা পাবে এবং সমাজ কর্মের কার্যকারিতা, সুযোগ এবং দর্শন সম্পর্কে একটি বোঝার বিকাশ ঘটাবে।

1.2 প্রস্তাবনা

সমাজ কর্ম হল একটি একাডেমিক শৃঙ্খলা এবং অনুশীলন-ভিত্তিক পেশা যা ব্যক্তি, পরিবার, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় এবং সমাজকে এর প্রাঙ্গনের মধ্যে একটি সামগ্রিক উপায়ে অন্তর্ভুক্ত করে যাতে মৌলিক চাহিদা মেটাতে এবং সামাজিক কার্যকারিতা, আত্ম-সংকল্প, সম্মিলিত দায়িত্ব এবং সামগ্রিকভাবে ভালভাবে উন্নত করা যায়। সমাজ কর্ম সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, জনস্বাস্থ্য, আইন, সম্প্রদায়ের উন্নয়ন এবং অর্থনীতি ইত্যাদির মত বিভিন্ন শাখার তত্ত্ব ও নীতির সাথে সম্পর্কিত এবং ক্লায়েন্ট সিস্টেম, আচরণ মূল্যায়ন এবং উন্নয়নমূলক হস্তক্ষেপের সাথে জড়িত কারণ এই নির্দিষ্ট শৃঙ্খলা সামাজিক এবং ব্যক্তিগত সমস্যা এবং সামাজিক পরিবর্তন ত্বরান্বিত করে।

সমাজ কর্ম একটি পেশা হিসাবে স্বীকৃত হতে পারে যা সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন, সংহতি এবং মানুষ ও সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়নের জন্য এর জ্ঞান প্রয়োগ করে। সমাজকর্মের অনুশীলন মানব উন্নয়ন, আচরণ এবং সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং মিথস্ক্রিয়া সম্পর্কে এর দৃষ্টিভঙ্গি অনুশীলন করে। সমাজকর্মকে একটি পেশা হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে যা সামাজিক, অর্থনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক, শিক্ষাগত, রাজনৈতিক পরিবেশগত সমস্যা তিনটি পর্যায়ে সমাধান করতে হস্তক্ষেপ করে যেমন: ব্যক্তি (মাইক্রো), গোষ্ঠী (মেসো) এবং সম্প্রদায় (ম্যাক্রো)।

সমাজ কর্ম ছিল প্রাথমিকভাবে একটি শৃঙ্খলা এবং ১৯ শতকে এটি একটি পেশা হিসাবে উপস্থিত হয়েছিল। পেশাদার সমাজকর্ম অনুশীলনের শিকড়গুলি মূলত তৃণমূল পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবী জনহিতকর কর্মকাণ্ডে চিহ্নিত করা

যেতে পারে। তবে এটা বলা যেতে পারে যে, ১৯ শতকের অনেক আগে থেকেই সামাজিক চাহিদার প্রতি সাড়া দেওয়ার জন্য সরকারি ভিক্ষাগৃহ, ব্যক্তিগত দাতব্য সংস্থা এবং ধর্মীয় সংগঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছিল। আরও বিশেষভাবে একটি নির্দিষ্ট শৃঙ্খলা হিসাবে সমাজকর্ম শিল্প বিপ্লব এবং ১৯৩০-এর মহামন্দার ফলাফল হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল। (ডরিয়েন, 2008)।

সমাজ কর্মের সংজ্ঞা:

সমাজকর্মের সংজ্ঞাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। সমাজকর্ম পেশার গতিপথের উপর সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আইনী সংস্থাগুলি বেশ কয়েকটি সংস্থার দ্বারা কিছু সংজ্ঞা দেওয়া হয়। অন্যান্য সংজ্ঞাগুলি বিভিন্ন বিশিষ্ট লেখক দ্বারা লিখিত হয়েছে

নিম্নলিখিত সংজ্ঞাটি জুলাই ২০১৪-এ IFSW (ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ সোশ্যাল ওয়ার্ক) সাধারণ সভা এবং IASSW (ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ স্কুল অফ সোশ্যাল ওয়ার্ক) সাধারণ পরিষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন, সামাজিক সংহতি এবং মানুষের ক্ষমতায়ন ও মুক্তি, সামাজিক ন্যায়বিচারের নীতি, মানবাধিকার, সম্মিলিত দায়িত্ব এবং বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা সমাজ কর্মের কেন্দ্রবিন্দু। সমাজকর্ম সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিকতা এবং আদিবাসী জ্ঞানের তত্ত্ব দ্বারা আবদ্ধ, সমাজ কর্মের জীবন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং সুস্থতা বৃদ্ধির জন্য মানুষ এবং কাঠামোকে নিযুক্ত করে।য় -আন্তর্জাতিক ফেডারেশন অফ সোশ্যাল ওয়ার্কার্স।

1.3 সংজ্ঞায় ব্যবহৃত মূল ধারণার ব্যাখ্যা

এই সংজ্ঞায় ব্যবহৃত মূল ধারণাগুলি সমাজ কর্ম পেশার মূল আদেশ, নীতি, জ্ঞান এবং অনুশীলনের পরিপ্রেক্ষিতে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

মূল আদেশ: সমাজ কর্ম পেশার মূল আদেশগুলি সামাজিক পরিবর্তন, সামাজিক উন্নয়ন, সামাজিক সংহতি এবং মানুষের মুক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে। সমাজ কর্ম এই সত্যটিকে বিবেচনা করে যে ঐতিহাসিক, আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, স্থানিক, রাজনৈতিক এবং ব্যক্তিগত কারণগুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং মানুষের বিকাশের সুযোগ বা বাধা হিসাবে কাজ করতে পারে। সামাজিক পরিবর্তনের আদেশটি এই ভিত্তির উপর ভিত্তি করে যে সমাজ কর্মের হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় যখন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় বা সমাজের স্তরে সমসাময়িক পরিস্থিতি পরিবর্তন এবং বিকাশের প্রয়োজন হয়। সামাজিক উন্নয়নের আদেশ হস্তক্ষেপের কৌশল, কাঙ্ক্ষিত শেষ রাষ্ট্র এবং একটি নীতি কাঠামো নিয়ে গঠিত।

নীতিগুলি: সমাজকর্মের ব্যাপক নীতিগুলি মানুষের মর্যাদার সম্মান, ক্ষতি না করা, বৈচিত্র্যের প্রতি সম্মান এবং মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য দাঁড়ানোর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

জ্ঞান: সমাজকর্ম একই সাথে আন্তঃবিষয়ক এবং ট্রান্সডিসিপ্লিনারি উভয়ই এবং এটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং তত্ত্বের বিস্তৃত ভাণ্ডারের উপর ভিত্তি করে। সামাজিক কর্ম তার নিজস্ব জ্ঞানের উপর ক্রমাগত তাত্ত্বিক ভিত্তি এবং গবেষণার পাশাপাশি অন্যান্য মানব বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলিকে আঁকে, যার মধ্যে রয়েছে কিন্তু সীমাবদ্ধ নয় সম্প্রদায়ের উন্নয়ন, সামাজিক শিক্ষাবিদ্যা, প্রশাসন, নৃবিজ্ঞান, বাস্তুবিদ্যা, অর্থনীতি, শিক্ষা, ব্যবস্থাপনা, নার্সিং, মনোরোগবিদ্যা, মনোবিজ্ঞান, জনস্বাস্থ্য, এবং সমাজবিজ্ঞান। তত্ত্ব এবং গবেষণা প্রয়োগ এবং পরীক্ষামূলক হওয়ায় সমাজ কর্ম নিজেই অনন্য।

অনুশীলন: সমাজ কর্মের অনুশীলনকে বৈধতা দেওয়া হয় কারণ এটি এমন স্থানে হস্তক্ষেপ করে যেখানে

লোকেরা পরিবেশের সাথে যোগাযোগ করে। সামাজিক কর্মকাণ্ডে সমর্থনকারী অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি প্রতিফলিত হয় 'জীবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে এবং সুস্থতা বাড়াতে মানুষ এবং কাঠামোকে নিযুক্ত করে।' যতদূর সম্ভব সমাজ কর্ম মানুষের জন্য না হয়ে কাজ করা সমর্থন করে। (কাজ, ২০১৪)।

1.4 অন্যান্য সংজ্ঞা

'সমাজ কর্ম হল এমন একটি পেশা যা ব্যক্তি, পরিবার, গোষ্ঠী এবং সম্প্রদায়কে তাদের ব্যক্তিগত এবং সামষ্টিক মঙ্গল বাড়াতে সহায়তা করে। এটির লক্ষ্য হল লোকেদের তাদের দক্ষতা এবং তাদের সম্পদ এবং সম্প্রদায়ের সমস্যাগুলি সমাধান করার জন্য তাদের ব্যবহার করার ক্ষমতা বিকাশে সহায়তা করা। সমাজকর্ম ব্যক্তি এবং ব্যক্তিগত সমস্যাগুলির সাথে সম্পর্কিত তবে দারিদ্র্য, বেকারত্ব এবং গার্হস্থ্য সহিংসতার মতো বৃহত্তর সামাজিক সমস্যাগুলির সাথে সম্পর্কিত।' —কানাডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ সোশ্যাল ওয়ার্কার্স সমাজকর্মের অনুশীলনে নিম্নলিখিত এক বা একাধিক প্রান্তে সমাজকর্মের মূল্যবোধ, নীতি এবং কৌশলগুলির পেশাদার প্রয়োগ রয়েছে: লোকেদের বাস্তব পরিষেবা পেতে সহায়তা করা; ব্যক্তি, পরিবার এবং গোষ্ঠীর সাথে কাউন্সেলিং এবং সাইকোথেরাপি; সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীগুলিকে সামাজিক এবং স্বাস্থ্য পরিষেবাগুলি প্রদান বা উন্নত করতে এবং আইনী প্রক্রিয়াগুলিতে অংশগ্রহণ করতে সহায়তা করা। সমাজকর্মের অনুশীলনের জন্য মানুষের বিকাশ এবং আচরণ সম্পর্কে জ্ঞান প্রয়োজন; সামাজিক এবং অর্থনৈতিক, এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের; এবং এই সমস্ত কারণের মিথস্ক্রিয়া।' - সামাজিক কর্মীদের জাতীয় সমিতি

'সমাজকর্মীরা তাদের জীবনে ফলাফলের উন্নতিতে সাহায্য করার জন্য ব্যক্তি এবং পরিবারের সাথে কাজ করে। এটি দুর্বল লোকেদের ক্ষতি বা অপব্যবহার থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করতে পারে বা মানুষকে স্বাধীনভাবে বাঁচতে সহায়তা করতে পারে। সমাজকর্মীরা প্রায়ই স্বাস্থ্য ও শিক্ষা পেশাদারদের পাশাপাশি বহু-শৃঙ্খলা দলে কাজ করে। ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন অফ সোশ্যাল ওয়ার্কার্স নিম্নোক্ত সংজ্ঞাটি দিল্লিতে ৬ষ্ঠ ভারতীয় সামাজিক কর্ম কংগ্রেস ২০১৮-এ NAPSWI (ভারতে পেশাদার সমাজকর্মীদের জাতীয় সমিতি) দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে।

'পেশাদার সমাজকর্ম গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে, মানবিক সম্পর্ক এবং মানবিক মর্যাদাকে কেন্দ্র করে মানবিক দর্শন। ভারতে, সমাজকর্মের পেশা দেশীয় প্রজ্ঞা, সাম্যের জন্য সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং মানবাধিকার এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তি থেকে এর শক্তি অর্জন করে। এর পেশাদার অনুশীলন ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং সম্প্রদায়ের স্তরে লোকেদের উপর ফোকাস করার সাথে সাথে ম্যাক্রো স্তরের বোঝাপড়া এবং নীতি পরিবর্তনে অবদান রাখে। একটি অনুশীলন-ভিত্তিক পেশা হিসাবে এর মিথস্ক্রিয়া সাংস্কৃতিকভাবে প্রতিক্রিয়াশীল হস্তক্ষেপের মাধ্যমে সমস্ত স্তরে প্রতিষ্ঠান এবং সিস্টেমকে সমৃদ্ধ করে যার লক্ষ্য ব্যক্তি এবং সামাজিক সুস্থতা। এর কেন্দ্রীয় উদ্বেগগুলি হল আমাদের সম্প্রদায়ের দুর্বল, নিপীড়িত এবং প্রান্তিক অংশগুলির ক্ষমতায়ন এবং একটি অনুশীলন হিসাবে এটি প্রয়োজনীয় ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্রের সাথে অংশগ্রহণমূলক এবং সহযোগী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন, টেকসই উন্নয়নে অংশ নেওয়ার চেষ্টা করে।'

1.5 বিভিন্ন লেখক দ্বারা সমাজ কর্মের সংজ্ঞা

অ্যান্ডারসন (১৯৪৩) বলেছেন, 'সমাজ কর্ম হল একটি পেশাদার পরিষেবা যা মানুষকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে, ব্যক্তি বা গোষ্ঠী হিসাবে তাদের বিশেষ ইচ্ছা এবং সামর্থ্য অনুসারে এবং তাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনযাপনের

সন্তোষজনক সম্পর্ক এবং মান অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়।'

ফ্রাইডল্যান্ডার (১৯৫১) সংজ্ঞায়িত করেছেন, 'সমাজ কর্ম হল একটি পেশাদার পরিষেবা, যা মানব সম্পর্কের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং দক্ষতার উপর ভিত্তি করে, যা ব্যক্তিকে, একা বা গোষ্ঠীতে, সামাজিক এবং ব্যক্তিগত সন্তুষ্টি এবং স্বাধীনতা পেতে সহায়তা করে'।

ইন্ডিয়ান কনফারেন্স অফ সোশ্যাল ওয়ার্ক (১৯৫৭) অনুসারে 'সমাজকর্ম হল মানবিক দর্শন, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে একটি সমৃদ্ধ এবং পূর্ণ জীবন যাপন করতে সাহায্য করার জন্য প্রযুক্তিগত দক্ষতার উপর ভিত্তি করে একটি কল্যাণমূলক কার্যকলাপ।'

মির্জা আর. আহমাদ (১৯৬৯) বলেন, 'সমাজকর্ম হল পেশাদার পরিষেবা যা মানুষের সম্পর্কের জ্ঞান এবং সম্পর্কের দক্ষতার উপর ভিত্তি করে এবং অসম্পূর্ণ ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের চাহিদার ফলে আন্তঃ-ব্যক্তিগত এবং আন্তঃ-ব্যক্তিগত সমন্বয়ের সাথে সম্পর্কিত। এই সংজ্ঞাটি আন্তঃ-ব্যক্তিগত (ব্যক্তির মধ্যে) সমন্বয় আনতে পেশাদার অনুশীলন হিসাবে ভূমিকা সমাজ কর্মের উপর জোর দিয়েছে।

পিঙ্কাস এবং মিনাহান (১৯৭৮) সম্মিলিতভাবে সমাজ কর্মের একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন যে, 'সমাজ কর্ম হল মানুষ এবং তাদের পরিবেশের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া যা তাদের জীবনের কাজগুলি সম্পন্ন করার, দুর্দশা দূর করতে এবং তাদের আকাঙ্খা ও মূল্যবোধকে উপলব্ধি করার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে'।

সোশ্যাল ওয়ার্ক ডিকশনারী (১৯৯৫) সমাজ কর্মকে সংজ্ঞায়িত করে 'মানুষের একটি কার্যকর স্তরের মনোসামাজিক কার্যকারিতা অর্জন করতে এবং সমস্ত মানুষের মঙ্গল বাড়াতে সামাজিক পরিবর্তনগুলিকে প্রভাবিত করতে সাহায্য করার ফলিত বিজ্ঞান।' (নপাল, ২০২০)।

উদ্দেশ্য:

প্রফেসর ক্লার্কের ভাষায় সমাজকর্মের উদ্দেশ্য

- মানুষকে সাহায্য করার জন্য, তাদের নিজস্ব ক্ষমতা এবং পরিবেশগত সম্পদের এমন ব্যবহার করুন যার ফলে ব্যক্তিগত সন্তুষ্টি এবং সামঞ্জস্য হয়।
- পরিবেশের পরিবর্তনে সাহায্য করা যাতে মানুষের কিছু ব্যক্তিগত ও সামাজিক সমস্যা হয়।

অধ্যাপক ফ্রাইড ল্যান্ডারের মতে, 'সমাজ কর্ম ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং সম্প্রদায়কে জীবনের সর্বোচ্চ সম্ভাব্য সামাজিক, মানসিক এবং শারীরিক সুস্থতা অর্জনে সহায়তা করার চেষ্টা করে।'

গর্ডন বত্যাউন সমাজকর্মের চারটি উদ্দেশ্য দিয়েছেন যেমন:

- শারীরিক বা বস্তুগত সহায়তা প্রদান করা
- সামাজিক সমন্বয়ে সাহায্য করা
- মানসিক সমস্যা সমাধানে সাহায্য করা এবং
- সমস্যায় থাকা ব্যক্তিদের জীবনযাত্রার মান বাড়ানোর জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ তৈরি করা যা সমস্যাগুলিকে অনুপ্রবেশ করা থেকে বাধা দিতে পারে।

সমাজকর্মের উদীয়মান উদ্দেশ্য:

- বস্তুগত নিরাপত্তা: অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে যা প্রত্যেক ব্যক্তি এবং প্রতিটি পরিবারকে মৌলিক উপাদান চাহিদা পূরণের উপায় নিশ্চিত করবে।
- মানসিক নিরাপত্তা: ব্যক্তিগত এবং সামাজিক সমন্বয়ের মাধ্যমে।
- সামাজিক অর্জন: সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে।
- আধ্যাত্মিক শক্তি: দার্শনিক এবং ধর্মীয় চিন্তাধারার মাধ্যমে।

সাধারণত সমাজকর্মের নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য থাকে:

- মানসিক-সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য।
- মানবিক চাহিদা পূরণ করতে।
- মানসিক সমস্যার সমাধান করতে।
- স্বয়ংসম্পূর্ণতা তৈরি করা।

  সৌহার্দ্যপূর্ণ সামাজিক সম্পর্ক তৈরি ও শক্তিশালী করা।
- সংশোধনমূলক এবং বিনোদনমূলক পরিষেবার ব্যবস্থা করা।
- গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিকাশ করা।
- উন্নয়ন এবং সামাজিক কর্মসূচির সুযোগ প্রদান করা।
- ব্যক্তি বৃদ্ধি এবং বিকাশের অনুকূলে পরিবেশ পরিবর্তন করা।
- সামাজিক উন্নয়নের জন্য সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা।

  যদি আমরা উপরে উল্লিখিত সমস্ত উদ্দেশ্যগুলি বিশ্লেষণ করি এবং সেগুলিকে একত্রিত করার চেষ্টা করি, আমরা দুটি বিবৃতি নিয়ে আসতে পারি যা সমাজ কর্মের উদ্দেশ্যগুলির মূল সারমর্ম প্রদান করবে, যেমন:
- ব্যক্তি এবং তার প্রতিবন্ধী সত্তাকে সক্ষম করা যাতে তাকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সন্তুষ্ট জীবনযাপনের জন্য উপযুক্ত করে তোলে এবং
- তার জন্য তার সামাজিক পরিবেশকে পরিবর্তন করা যাতে এটি তার জন্য সুখী এবং পর্যাপ্ত জীবনযাপনের জন্য উপযোগী হয়। (সাহরওয়ার্দী, ২০১৪)।

1.6 সমাজকর্মের পরিধি

সমাজকর্মের পরিধি কতটা অন্তর্ভুক্ত করে এবং এর পদ্ধতি, সরঞ্জাম এবং কৌশলগুলির মাধ্যমে সমাজ কর্মের হস্তক্ষেপের নির্দিষ্ট ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রগুলি সম্পর্কেও কথা বলে। সমাজকর্মের পরিধি সমসাময়িক পরিস্থিতির সাথে পরিবর্তিত হয়েছে এবং দিনে দিনে তা প্রসারিত হচ্ছে। ফলস্বরূপ, সমাজ কর্মের হস্তক্ষেপের পরিসরকে তিনটি বিস্তৃত শ্রেণীতে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে এবং সেগুলি হল ১) সংস্থাগুলি-বেসরকারি, আধা-সরকারি বা সরকারী যা সমাজ কর্ম পরিষেবা প্রদান করে; ২) যে উপায়গুলি (পদ্ধতি) যার মাধ্যমে তারা পরিষেবাগুলি প্রদান করে যেমন কেস ওয়ার্ক, গ্রুপ ওয়ার্ক, কমিউনিটি অর্গানাইজেশন, সোশ্যাল অ্যাকশন, সোশ্যাল রিসার্চ, সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইত্যাদি এবং ৩) বিভিন্ন ধরণের পরিষেবা (সমাজকর্মের ক্ষেত্র) যেগুলি তারা প্রদান

করে সমাজ কর্মের উদ্দেশ্য, দর্শন এবং মূল্যবোধের কথা মাথায় রেখে ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য করা। সমাজ কর্মকে সাম্প্রতিকতম শৃঙ্খলাগুলির মধ্যে একটি হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং এটি ধীরে ধীরে মানুষের জীবনের প্রতিটি দিককে এর প্রাঙ্গনে অন্তর্ভুক্ত করে এবং এইভাবে এটি আজকাল সমাজের সমস্ত ক্ষেত্রের সাথে নিম্নলিখিত উপায়ে কাজ করে;

- জনসাধারণের সহায়তা: এটি ক্লায়েন্টের অর্থনৈতিক ও সামাজিক চাহিদা মেটাতে প্রদত্ত সহায়তাকে বোঝায়। ভারতে এই ধরনের হস্তক্ষেপের মধ্যে রয়েছে বয়স্ক, অন্ধ, অক্ষম এবং সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তিদের দেওয়া পরিষেবা।
- সামাজিক বীমা: সামাজিক বীমা বলতে বোঝায় কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতি যেমন বার্ধক্য, বেকারত্ব, শিল্প দুর্ঘটনা এবং পেশাগত রোগ ইত্যাদি পূরণ করা।
- পরিবার কল্যাণ পরিষেবা: পরিবারকে প্রাচীনতম এবং সবচেয়ে স্থায়ী সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং একটি সমিতি হিসাবে এটি মানব উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমাজ কর্ম বিবাহ, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক সমস্যা এবং ভাইবোন লালন-পালন সম্পর্কিত পরিবারকে উপাদান সহায়তা এবং পরামর্শ পরিষেবার মতো এই সেক্টরে উল্লেখযোগ্য পরিষেবা প্রদান করে।
- শিশু কল্যাণ পরিষেবা: সমাজ কর্মের হস্তক্ষেপের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হল শিশু কল্যাণ যেখানে এটি আবাসিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের যত্ন এবং সুরক্ষা, শিক্ষা এবং সামাজিকভাবে প্রতিবন্ধী শিশুদের পুনর্বাসনের জন্য সাহায্য প্রদান করে যেমন, অবিবাহিত মায়েদের অনাথ অসহায় শিশুদের স্নেহ করা, বিনোদনমূলক এবং সাংস্কৃতিক সুবিধা, ছুটির দিন নিম্ন আয়ের পরিবারের শিশুদের জন্য ঘর ইত্যাদি।
- কমিউনিটি ওয়েলফেয়ার সার্ভিস: কমিউনিটি হল একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা যেখানে বস্তির উন্নতির কল্যাণমূলক দিকগুলি যেমন বস্তি ছাড়পত্র, স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং যত্ন, মহিলাদের জন্য কর্মসংস্থান খোঁজার জন্য শহুরে সম্প্রদায় উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে সমাজ কর্মের হস্তক্ষেপ ঘটে। অভিবাসী গৃহহীন মানুষদের জন্য ডরমেটরি এবং রাতের আশ্রয়কেন্দ্র, শিশুদের জন্য হলিডে হোম এবং গ্রামীণ এলাকায় সম্প্রদায় কল্যাণ পরিষেবা ইত্যাদি
- নারী কল্যাণ সেবা: একটি উন্নত জাতির জন্য নারী কল্যাণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই নিরাপদ মাতৃত্ব, নারী সুরক্ষা, পারিবারিক কাউন্সেলিং, বিবাহ পরামর্শ, এবং মহিলাদের জন্য আয় বৃদ্ধি কার্যক্রম ইত্যাদির মতো নারীদের নির্দিষ্ট কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজ কর্মও এই সেক্টরে হস্তক্ষেপ করে।
- শ্রম কল্যাণ পরিষেবা: সমাজ কর্মের পরিধি শ্রম কল্যাণেও প্রসারিত এবং এর হস্তক্ষেপের মধ্যে রয়েছে পরিবার ব্যবস্থাপনা পরামর্শ, নিরাপত্তা রক্ষণাবেক্ষণের পরামর্শ, শ্রম অধিকারের পক্ষে ওকালতি, স্বাস্থ্য শিক্ষা, মূল্যবোধ শিক্ষা ইত্যাদি কার্যক্রম।
- প্রতিবন্ধী, বয়স্ক এবং দুর্বলদের জন্য কল্যাণ পরিষেবা: এর অন্তর্ভুক্ত হল প্রতিবন্ধীদের জন্য কল্যাণ পরিষেবা, শারীরিক এবং মানসিকভাবে অসুস্থদের যত্ন ও পুনর্বাসনের জন্য প্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষম প্রতিবন্ধীদের জন্য হোস্টেল, ভিন্নভাবে সক্ষমদের জন্য ছোট উৎপাদন ইউনিট, মানসিকভাবে অসুসধ শিশুদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয়। এবং শারিরীক প্রতিবন্ধী এবং মানসিকভাবে অসুস্থদের জন্য কাউন্সেলিং পরিষেবা। বয়স্ক এবং অসুস্থদের জন্য সমাজ কর্মের কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে বৃদ্ধাশ্রম চালানো, বিনোদনের সুবিধা, শারীরিক সহায়তা, মানসিক সহায়তা ইত্যাদি।

বিদ্যালয় কেন্দ্রীক সমাজ কর্ম:

সমসাময়িক সমাজে, স্কুল একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাঙ্গনে পরিণত হয়েছে যেখানে জরুরীভাবে হস্তক্ষেপ প্রয়োজন কারণ এখনকার দিনে উচ্চ প্রতিযোগিতা, ভাঙা ঘর, ইলেকট্রনিক গ্যাজেটের আসক্তি, ছাত্র এবং শিক্ষকদের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বেশ কিছু সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। স্কুলগুলিতে সমাজ কর্মের হস্তক্ষেপের কার্যক্রমগুলি শিশুদের এবং তাদের পিতামাতাদের পরামর্শ পরিষেবা থেকে শুরু করে উদ্ভূত সমস্যাগুলির দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে শিক্ষকের পরামর্শ পর্যন্ত বিস্তৃত।

সংশোধনমূলক পরিষেবা: জেল, প্রবেশন হোম, প্যারোল হোম, কিশোর আশ্রয়কেন্দ্র ইত্যাদির মতো সংশোধনমূলক ব্যবস্থাতেও সমাজ কর্ম তার পরিষেবাগুলিকে প্রসারিত করেছে। এতে বিনোদনমূলক কার্যক্রম, কাউন্সেলিং, বেকার অপরাধীদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, পরিচর্যার পরে, পুনর্বাসন ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

যুব কল্যাণ পরিষেবা: যুব কল্যাণের ক্ষেত্রে সমাজ কর্মের একটি বিশাল সুযোগ রয়েছে কারণ যুবকেরা সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসাবে বিবেচিত হয়। যুব কাউন্সেলিং পরিষেবা, যুব স্বাস্থ্য পরিষেবা, ন্যাশনাল ফিটনেস কর্পস, দরিদ্র ছাত্রদের পরিষেবার মতো বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে তা করা হয়। জাতীয় শারীরিক কার্যকারিতা ড্রাইভ, ন্যাশনাল এমপ্লয়মেন্ট স্কিম সমাজকর্মের লক্ষ্য যুবকদের কল্যাণ নিশ্চিত করা।

দুর্বল অংশের কল্যাণ: সমসাময়িক সমাজে সমাজকর্মগুলিও বিভিন্ন অনাবিষ্কৃত এলাকায় হস্তক্ষেপ করে এবং সমাজের দুর্বল বা প্রান্তিক অংশগুলিকে পরিষেবার মতো অনন্য পরিষেবা প্রদানের প্রবণতা রাখে (NAPSWIV, ২০১৬)।

সমাজকর্মের ফাংশন হস্তক্ষেপের সময় গৃহীত কার্যক্রম বোঝায়। প্রফেসর পি.ডি মিশ্র মনে করেন যে "সমাজ কর্ম কাজ সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর কাজের সাথে সামঞ্জস্য করতে ব্যক্তিদের সহায়তা করার জন্য কাজ করে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর কাজ নিজেই সংশোধন করার চেষ্টা করে।

তিনি নিম্নলিখিত ৪টি প্রধান বিভাগে সমাজকর্মের কাজগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন:

১) নিরাময় কার্য্য: নিরাময়মূলক কাজগুলির অধীনে তালিকাভুক্ত পরিষেবাগুলি হল, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা, মনোরোগ সংক্রান্ত পরিষেবা, শিশু নির্দেশিকা, শিশু কল্যাণ পরিষেবা, সুরক্ষা এবং পুনর্বাসনের আকারে প্রতিবন্ধী বা অক্ষমদের জন্য পরিষেবা—এই ধরনের পরিষেবাগুলি সমাজের ব্যক্তিদের শারীরিক, সামাজিক, বস্তুগত, মানসিক অসুস্থতার সমাধান করে।

২) সংশোধনমূলক কার্য্য: সমাজ কর্মের সংশোধনমূলক কাজের মধ্যে তিনটি বিস্তৃত ক্ষেত্র রয়েছে যেমন ব্যক্তি সংস্কার পরিষেবা, সামাজিক সম্পর্কের উন্নতির জন্য পরিষেবা এবং সামাজিক সংস্কারের পরিষেবা।

৩) প্রতিরোধমূলক কার্য্য: প্রতিরোধমূলক কাজের লক্ষ্য হল নিরাপত্তাহীনতা, আইনভঙ্গ, অজ্ঞতা, অসুস্থতা ইত্যাদি সমস্যা প্রতিরোধ করা এবং এতে জীবন বীমা পরিষেবা, জনসাধারণের সহায়তা, সামাজিক আইন, বয়স্ক শিক্ষা এবং রোগ প্রতিরোধ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৪) উন্নয়নমূলক কার্য্য: উন্নয়নমূলক পরিষেবা বলতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য পরিচালিত কার্যকলাপগুলিকে বোঝায় যেমন শিক্ষা, বিনোদনমূলক পরিষেবা, নগর ও গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচি এবং একীকরণের কর্মসূচি ইত্যাদি যা প্রাথমিকভাবে ব্যক্তি, পরিবার, গোষ্ঠী এবং সম্প্রদায়ের উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত। (SNAPSWIV, ২০১৬)

সমাজকর্মের মৌলিক কাজগুলিকে ৩টি বিস্তৃত আন্তঃনির্ভর এবং আন্তঃসম্পর্কিত বিভাগে ভাগ করা যায়, যেমন:

- সামাজিক কার্যকারিতা পুনরুদ্ধার
- সম্পদের বিধান এবং
- সামাজিক কর্মহীনতা প্রতিরোধ

সমাজকর্মের দর্শন:

দর্শনকে জ্ঞানের যেকোনো বিভাগের অন্তর্নিহিত বিশ্বাস এবং নীতি হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। (অক্সফোর্ড অভিধান)। একটি নির্দিষ্ট শৃঙ্খলা হিসাবে সমাজ কর্মও কিছু বিশ্বাস এবং মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে যা একটি পেশা হিসাবে জ্ঞানের প্রয়োগ এবং এর কার্যক্রম পরিচালনা করে। সমাজকর্মের দর্শন মূলত এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে যে প্রতিটি মানুষের নিজস্ব মূল্য এবং মর্যাদা রয়েছে। সামাজকর্ম সামাজিক ন্যায়বিচার, সমতা এবং ক্ষমতায়নের দিকনির্দেশক নীতি হিসাবে মনোনিবেশ করে। সংক্ষেপে এটি মানবতাবাদী দর্শনে বিশ্বাসী। (S. Nayre, ২০১৬)।

দাতব্য এবং পরোপকারের ধারণা:

দাতব্যক্ষ দাতব্য একটি মানবিক কাজ হিসাবে বিবেচিত হয় এবং এটি অভাবী লোকদের সাহায্য প্রদানকে বোঝায়। দাতব্য একটি স্বেচ্ছাসেবী কাজ। দাতব্য শব্দটি পুরানো ইংরেজিতে 'একজন সহকর্মীর খ্রিস্টান প্রেম' বোঝাতে উদ্ভূত হয়েছে এবং ২০ শতকের শুরু পর্যন্ত, এই অর্থটি দাতব্যের সমার্থক ছিল। বাস্তবে দাতব্য ব্যুৎপত্তিগতভাবে খ্রিস্টধর্মের সাথে যুক্ত। কিন্তু মূলত এই শব্দটি এসেছে ফরাসি শব্দ charité থেকে, যেটি ল্যাটিন "caritas" থেকে এসেছে, একটি শব্দ যা সাধারণত ভালগেট নিউ টেস্টামেন্টে গ্রীক শব্দ agape uattn অনুবাদ করতে ব্যবহৃত হয়, যা 'প্রেম'-এর একটি স্বতন্ত্র রূপ (অনলাইন ব্যুৎপত্তিবিদ্যা) অভিধান কিন্তু সময়ের সাথে সাথে দাতব্য অর্থ একটি 'খ্রিস্টান প্রেম' থেকে 'যাদের প্রয়োজন, উদারতা এবং দান'-এ রূপান্তরিত হয়েছে।

দাতব্য দান বলতে বোঝায় অর্থ, খাদ্য, জিনিসপত্র বা সময় দেওয়া সমাজের সুবিধাবঞ্চিত অংশকে যারা সাধারণত দরিদ্র বলে অভিহিত করা হয়। এই কাজটি হয় সরাসরি বা কোনও দাতব্য ট্রাস্টের মাধ্যমে কিছু মহৎ কারণে করা যেতে পারে। দাতব্য দানকে ভিক্ষা বা ভিক্ষা দেওয়াও বলা হয় কারণ এটি একটি ধর্মীয় কাজ বলে বিবেচিত হয়। দাতব্য প্রাপকের মধ্যে বেশিরভাগই বিধবা, এতিম, অসুস্থ বা অক্ষম ইত্যাদি নিঃস্ব ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত। বিখ্যাত প্রবাদ 'চ্যারিটি শুরু হয় বাড়িতে' বোঝায় যে কিছু গোষ্ঠী সেই নির্দিষ্ট দলের সদস্যদের দান করে দাতব্য অনুশীলন করে। কিন্তু সাধারণত দাতব্য বলতে বোঝায় যারা সম্পর্কিত নয় তাদের সেবা প্রদান করা।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দাতব্য করার অর্থ খাদ্য, জল, আশ্রয় এবং স্বাস্থ্য যত্নের মতো বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক প্রয়োজনীয়তাগুলি সরবরাহ করা কিন্তু দাতব্য বন্দী বা গৃহবন্দিদের সাথে দেখা করা, বন্দীদের মুক্তিপণ, এতিমদের শিক্ষিত করা, এমনকি সামাজিক আন্দোলনের মতো কার্যক্রমও অন্তর্ভুক্ত করে। পরোক্ষভাবে দুর্ভাগ্যবানদের উপকার করে এমন কারণগুলির জন্য দান, যেমন ক্যান্সার গবেষণার জন্য অর্থদান, ইত্যাদিও দাতব্য হিসাবে বিবেচিত হয়।

যদি দানের ধর্মীয় দিকটি বিবেচনা করা হয়, তবে এটি বলা হয়েছে যে দাতব্য প্রাপক পৃষ্ঠপোষকের জন্য প্রার্থনা করতে পারেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় গরীবদের খাওয়ানোর মতো এটি একটি পরিচিত রীতি যাতে তারা মৃত

আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করতে পারে। প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের নাম প্রদর্শন করে, ভবনের নামকরণ পর্যন্ত বা এমনকি উপকারকারীদের পরে প্রতিষ্ঠানের নাম প্রদর্শন করে স্মরণ করতে পারে। (ডান, ২০০০)

অতীতে, দাতব্য সংস্থার কার্যক্রমগুলি একটি দাতব্য মডেলের ভিত্তিতে পরিচালিত হত যেখানে দাতারা সংস্থাকে দান করতেন এবং সংস্থা তা উপকারভোগীদের মধ্যে বিতরণ করেছিল, যেমন 'মেক এ উইশ ফাউন্ডেশন' এবং 'ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ডলাইফ ফান্ড'। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে দাতব্য সংস্থাগুলি ভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, যেখানে লোকেরা জাস্ট গিভিং-এর মতো ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে অনুদান দেওয়ার অনুমতি দেয়। কিন্তু মূলত দাতব্য অর্থ প্রাপকের কাছে সরাসরি পণ্য বিতরণ করা। এখন বেশিরভাগ দাতব্য প্রতিষ্ঠান দাতব্য মডেল অনুসরণ করছে না এবং গেবাল গিভিং (উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সম্প্রদায়ের উন্নয়ন প্রকল্পগুলির সরাসরি অর্থায়ন), দাতাদের বেছে নেওয়া (মার্কিন ভিত্তিক প্রকল্পগুলির জন্য), বিশুদ্ধ দাতব্য, কিভা-এর মতো প্রাপকের কাছে আরও সরাসরি দাতাকে গ্রহণ করেছে। (উন্নয়নশীল দেশে ক্ষুদ্রঋণ সংস্থার দ্বারা পরিচালিত অর্থায়ন ঋণ) এবং জিদিশা (ব্যক্তিগত ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাদের সরাসরি অর্থায়ন)।

সময়ের সাথে সাথে অনেক প্রতিষ্ঠান বিকশিত হয়েছে যা দরিদ্রদের সহায়তা করার আকাঙ্খা করে এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে দাতব্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচিত করা হয় যা আজ মনিটরি মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে বেশিরভাগ দাতব্য প্রদান করে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি অনাথ আশ্রম, খাদ্য ব্যাঙ্ক, দরিদ্রদের যত্নের জন্য নিবেদিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, গৃহবন্দী এবং কারাবন্দীদের পরিদর্শনকারী সংস্থা এবং আরও অনেককে অন্তর্ভুক্ত করে। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলি দাতব্য কাজের জন্য সময় এবং প্রবণতা আছে এমন ব্যক্তিদের সমাজের নিঃস্ব অংশগুলির প্রতি তাদের সাহায্যের হাত ধার দেওয়ার অনুমতি দান করে নজরদারি সহায়তা প্রদান করে বা এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের দাতব্য কার্যক্রমে সহায়তা করে। যারা প্রতারণামূলকভাবে দাতব্য দাবি করে তাদের কাছ থেকে এই প্রতিষ্ঠানগুলি কার্যকরভাবে মূল অভাবীদের ফিল্টার করতে পারে। ধর্ম এবং দাতব্যের মধ্যে একটি শক্তিশালী সংযোগ রয়েছে কারণ গবেষণায় দেখা গেছে যে 'ধর্মীয় ব্যক্তিরা দাতব্য সংস্থাকে অর্থ দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি'। যারা ধার্মিক নয় তাদের চেয়ে বেশি অর্থ দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।' (মনসমা, ২০০৭)

জনহিতৈষী: জনহিতৈষী 'ব্যক্তিগত উদ্যোগ, জনকল্যাণের জন্য, জীবনযাত্রার মানের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে' নিয়ে গঠিত। জনহিতৈষী ব্যবসায়িক উদ্যোগের সাথে বৈপরীৎ, যা ব্যক্তিগত ভালোর জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগ, বস্তুগত লাভের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং সরকারী প্রচেষ্টার সাথে, যা জনসাধারণের ভালোর জন্য সরকারী উদ্যোগ, যেমন, জনসেবা প্রদানের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। যে ব্যক্তি পরোপকার চর্চা করেন তিনি একজন পরোপকারী।

দানশীলতা বৃহৎ পরিসরে কিছু মহৎ কাজের জন্য দাতব্য দানকে নিমগ্ন করে তবে এটি এমন কিছু হিসাবে বিবেচিত হতে পারে যা কেবল দাতব্য দানের চেয়ে বেশি। এটি মানুষের দুর্ভোগ হ্রাস এবং মানব কল্যাণ বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে যে কোনও ব্যক্তি বা নির্দিষ্ট সংস্থার প্রচেষ্টা হিসাবে স্বীকৃত হতে পারে। কখনও কখনও ধনী ব্যক্তিরা তাদের জনহিতকর প্রচেষ্টার সুবিধার্থে কিছু ব্যক্তিগত ফাউন্ডেশন স্থাপন করে।

পরোপকারী সমাজকর্ম হল পরোপকারের ক্ষেত্রে একটি পেশাদার সমাজকর্মের হস্তক্ষেপ। ভারতে পেশাদার সমাজকর্মের প্রধান ক্ষেত্র হল পরোপকার।

ফিলানথ্রপি শব্দটি এসেছে প্রাচীন গ্রীক শব্দ 'ফিলানথেত্যাপিয়া' থেকে। যদি আমরা এই শব্দটি ব্যবচ্ছেদ করি তাহলে আমরা ফিল পাই যার অর্থ ভালবাসা বা অনুরাগী এবং আর্থ্রোপস যার অর্থ মানবজাতি বা মানবজাতি। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে, প্লুটার্ক মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করতে এই ধারণাটি ব্যবহার করেছিলেন। রোমান ক্যাথলিক

মধ্যযুগে 'পরোপকারী' ধারণাটি কারিতাস দাতব্য ধারণার দ্বারা পুরানো হয়ে গিয়েছিল যা নিঃস্বার্থ প্রেম, পরিত্রাণের মূল্য এবং শুদ্ধি থেকে অব্যাহতি বোঝায়। এবং তারপর ১৬০০ এর দশকে এই নির্দিষ্ট ধারণাটি স্যার ফ্রান্সিস বেকন দ্বারা আধুনিকীকরণ করা হয়েছিল। বেকনের মতে ফিলানথেত্যাপিয়া শব্দটি ছিল মঙ্গলের সমার্থক এবং এরিস্টটলীয় ধার্মিকতার সাথে যুক্ত ছিল। স্যামুয়েল জনসন সাধারণত পরোপকারকে 'মানবজাতির ভালবাসা বা ভাল প্রকৃতি' হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন।

প্রাচীন গ্রীক সমাজে দর্শনের মূল খুঁজে পাওয়া যায়। দার্শনিক প্লেটো ৩৪৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, তার ভাগ্নে তার ইচ্ছাশক্তি খামারিদের সক্রিয় নেতাকর্মী প্রতিষ্ঠাকারী একাডেমির অর্থায়নের জন্য ব্যবহার করার নির্দেশ দেন। একাডেমিকে সাহায্য করতে ছাত্র এবং ছাত্রদের সাহায্য করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। প্রায় ১৫০ বছর পর পর ইয়্যাগরি তরুণ ছেলেদের জন্য একটি রোমান স্কুল শিক্ষার এক তৃতীয় অংশ অংশের লক্ষ্যে দেশের মধ্যে তরুণ রোমানদের অধিকার শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে। (হাইস, ২০২১)

পরোপকারের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ:

- জনহিতৈষী দাতব্য অন্যান্য কাজগুলিকে সমাজকে অন্যদের বা সমগ্রকে সাহায্য করে।
- পরোপকারের মধ্যে একটি যোগ্য অর্থ দান করা বা স্বেচ্ছায় সময়, প্রচেষ্টা বা পরোপকারের অন্যান্য রূপ অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।
- গ্রীক দার্শনিক প্লেটো একজন জনহিতৈষী ছিলেন, তিনি তা পালন করতে সাহায্য করতে তার ইচ্ছায় তহবিল পাঠাতেন।
- অ্যান্ড্রু কার্নেগি আমেরিকার বিখ্যাত জনহিতৈষী, তার দাত লাইব ফুটবলের জন্য ফাস্ট, যার মধ্যে বিশ্ব ইউরোপের ২,৫০০টিও বেশি ব্রের নির্মাণের অন্তর্ভুক্ত।
- একই সময়ে, ভালো করা এবং তাদের সাহায্য করার পাশাপাশি তাদের ট্যাক্সটি চাচ্ছেন তাদের দ্বারা প্রায়ই জনহিতকর কাজ করা হয়। (হাইস, ২০২১)

দাতব্য এবং পরোপকারের মধ্যে পার্থক্য

যদিও দাতব্য এবং পরোপকার বেশ ভিন্ন, কিন্তু কিছু ওভারল্যাপ আছে। এই দুটি ধারণা কখনও কখনও বিনিময়যোগ্যভাবে ব্যবহৃত হয়, তবে পার্থক্যগুলি নিম্নরূপ:

দাতব্য একটি তাৎক্ষণিক পরিস্থিতির জন্য একটি স্বাভাবিক এবং মর্মস্পর্শী প্রতিক্রিয়া এবং এটি প্রধানত স্বল্পমেয়াদী। দাতব্য আর্থিক অনুদান বা স্বেচ্ছাসেবী আকারে ঘটতে পারে। দাতব্যের মূল উদ্দেশ্য হল একটি বিশেষ সামাজিক সমস্যার বিরূপ প্রভাব দূর করা। কিন্তু ফিলানথ্রপি প্রধানত একটি নির্দিষ্ট সামাজিক সমস্যার মূল কারণকে সম্বোধন করে এবং আরও কৌশলগত এবং দীর্ঘমেয়াদী সমাধান প্রদান করে। অর্থ প্রদান বা স্বেচ্ছাসেবী ছাড়াও, কিছু জনহিতৈষী ওকালতি কাজে অংশগ্রহণ করে।

দুর্যোগ ত্রাণ একটি ক্ষেত্র যেখানে দাতব্য এবং পরোপকারী উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যখন কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা কোনো দুর্যোগ মানবতাকে প্রভাবিত করে, তখন দাতব্য সংস্থা এবং কিছু ব্যক্তি তাৎক্ষণিক আর্থিক সাহায্য বা মৌলিক প্রয়োজনের জন্য সহায়তা প্রদানের জন্য ঝুঁকে পড়ে। অন্যদিকে জনহিতৈষী প্রতিরোধ থেকে শুরু করে পুনরুদ্ধারের প্রস্তুতি পর্যন্ত সম্পূর্ণ দুর্যোগের জীবনচক্রকে সম্বোধন করেছে। দাতারা তাদের কৌশলের অংশ হিসাবে নির্দিষ্ট জনসংখ্যা যেমন বয়স্ক বা দরিদ্রদের উপর ফোকাস করতে পারে বা সিস্টেমের উন্নতির জন্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে সরাসরি কাজ করতে পারে।

দাতব্যের আসল অর্থ—"একজন সহকর্মীর খ্রিস্টান প্রেম," এর মূল রয়েছে দেরী ওল্ড ইংরেজিতে যখন পরোপকার, বা "মানবতার প্রেম" গ্রীক ভাষায় উদ্ভূত হয়েছে।

দাতব্য দান, দাতব্য প্রদান, শিশু, দাতব্য রেটিং এবং সংস্থাগুলির প্রক্রিয়ার সাথে দৃঢ়ভাবে সম্পর্কিত। যেখানে পরোপকার ব্যবস্থাপনা, তৈরি, জ্ঞান, গবেষণা এবং সংস্থার মতো প্রক্রিয়াগুলির সাথে সম্পর্কযুক্ত।

সমস্যা ক্ষেত্র নির্বিশেষে, দুটি পদ—এবং অনুশীলন—একটি প্রধান জিনিস সাধারণভাবে ভাগ করে: এগুলি ভালবাসা ছড়িয়ে দেওয়া এবং মানুষের দুঃখকষ্ট কমানোর বিষয়ে। (জোপ, ২০১৯)।

1.7 উপসংহার

এই অধ্যায় থেকে, আমরা সমাজ কর্মের মূল ধারণা সম্পর্কে একটি বোঝার বিকাশ করেছি। এই বোঝাপড়া আমাদের এই মহৎ পেশার আসল সারমর্ম জানতে সাহায্য করবে, এবং আমরা এখন আমাদের পেশাদারকে আরও দক্ষতার সাথে পরিচালনা করতে পারি।

1.8 প্রশ্নাবলী

সমাজকর্ম কি?

সমাজকর্মের উদ্দেশ্য কি?

সমাজকর্মের পরিধি ও কার্যাবলী সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর

দাতব্য আর পরোপকার বলতে কি বুঝ?

1.9 তথ্যসূত্র

· CASW. (n.d.). *What is Social Work*. Retrieved June 26, 2021, from Canadian Associations of Social Workers: www.casw-acts.ca.

· Dorrien, G. (2008). *Social Ethics in The Making* . New York : John Wiley & Sons .

· Dunn, A. (2000). As Cold as Charity:Poverty, Equity and The Charitable Trust. *Legal Studies* , 222-240.

· Hayes, A. (2021, May 17). *Philanthrophy* . Retrieved June 26, 2021, from Investopedia: https://www.investopedia.com/terms/p/philanthropy.asp

· Jope, J. (2019, December 19). *Charity vs. Philanthropy: How Are They Different?* Retrieved June 26, 2021, from Givingcompass: https://givingcompass.org/article/charity-versus-philanthropy/

· Monsma, S. (2007). Religion and Philanthropic Giving and Volunteering: Building Blocks for Civic Responsibility. *Interdeciplinary Journal of Research and Religion* , 1-28.

· NAPSWI. (2016). Code of Ethics for Professional Social Workers in India. In N. A. India, *Code of Ethics for Professional Social Workers in India* (pp. 3-35). New Delhi: National Association of Professional Social Workers in India.

· Nepal, S. W. (2020, September 12). *What is Social Work*. Retrieved June 26, 2021, from Social Work Nepal: https://swnepal.blogspot.com/2020/09/what-is-social-work_12.html

· S.Nayre, R. (2016, August 18). *Describe the Philosaphical Base of Social Work, Core values and Ethics.* Retrieved June 26, 2021, from Slideshare: https://www.slideshare.net/ruffynayre1/philosophical-base-of-social-work-core-values-and-ethics

· Sahrwardi, M. A. (2014, April 14). *Objective and Functions of Social Work.* Retrieved June 26, 2021, from Slide Share: https://www.slideshare.net/mdaaquib/objectives-functions-of-social-work

· Work, I. F. (2014, July). *International Federation of Social Work* . Retrieved July 26, 2021 , from International Federation of Social Woek : https://www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-social-work/

একক 2 □ সামাজিক কাজের সাধারণ নীতি, মূল্য এবং নৈতিকতা

গঠন

2.1 উদ্দেশ্য
2.2 প্রস্তাবনা
2.3 ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ সোশ্যাল ওয়ার্কার দ্বারা নৈতিকতার কোড
2.4 NASW কোড অফ এথিক্সের উদ্দেশ্য
2.5 ভারতে পেশাদার সমাজকর্মীদের জন্য নীতিশাস্ত্রের কোড
2.6 নৈতিকতার কোডের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য
2.7 নৈতিক নীতি
2.8 পেশাগত আচরণ
2.9 নৈতিক দায়িত্ব
2.10 পেশাদার সহকর্মীদের প্রতি
2.11 অনুশীলন সেটিংয়ের দিকে
2.12 স্ব-কর্মসংস্থানের দিকে
2.13 শিক্ষা এবং তত্ত্বাবধান/নির্দেশের দিকে
2.14 গবেষণা এর ফলাফল বিতরণের দিকে
2.15 প্রশাসন/সমাজকর্ম পরিষেবার ব্যবস্থাপনার দিকে
2.16 নিজে পেশাদার হওয়ার দিকে
2.17 সমাজকর্ম পেশার দিকে
2.18 সমাজের দিকে
2.19 উপসংহার
2.20 প্রশ্নাবলী
2.21 তথ্যসূত্র

2.1 উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীরা সমাজকর্ম পেশার নীতি, মূল্যবোধ, নৈতিকতা এবং মূল্যবোধ বোঝার মাধ্যমে মানবতাবাদের প্রতি অঙ্গীকার বিকাশ করতে শিখবে।

2.2 প্রস্তাবনা

নৈতিকতার একটি কোড হল নির্দেশিত নীতিগুলির একটি সেট যা পেশাদারদের জন্য একটি নীলনকশা হিসাবে কাজ করে যাতে তারা সম্পূর্ণ সততা এবং সততার সাথে তাদের ব্যবসা পরিচালনা করতে পারে। নীতিশাস্ত্রের একটি কোড একটি পেশা বা প্রতিষ্ঠানের মিশন বা মূল্যবোধ নির্ধারণ করতে এবং পেশাদাররা কীভাবে সংকট মোকাবেলা করতে পারে, সংস্থার মূল মূল্য এবং পেশাদারকে যে মানদণ্ডে রাখা হয় তার উপর ভিত্তি করে নৈতিক নীতিগুলি বর্ণনা করতে আকাঙ্ক্ষা করে।

নীতিশাস্ত্রের একটি কোডকে 'নৈতিক কোড' হিসাবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে যা ব্যবসায়িক নীতিশাস্ত্র, পেশাদার অনুশীলনের একটি কোড এবং একটি কর্মচারী আচরণবিধির মতো বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে।

নীতিশাস্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য:

- নীতিশাস্ত্রের একটি কোড একটি পেশার নৈতিক নির্দেশিকা লিখে রাখে এবং সততা, সততা এবং পেশাদারিত্ব বজায় রাখার সর্বোত্তম অনুশীলন সম্পর্কে বর্ণনা করে।
- যদি প্রতিষ্ঠানের পেশাদার বা সদস্যরা নৈতিকতার কোড লঙ্ঘন করে তবে এটি স্থগিত বা কিছু সময়ের জন্য সমাপ্তির কারণ হতে পারে।

  ব্যাঙ্কিং এবং ফিনান্স সহ কিছু শিল্পে, নির্দিষ্ট আইন ব্যবসায়িক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যদের মধ্যে, নীতিশাস্ত্রের একটি কোড স্বেচ্ছায় গৃহীত হতে পারে।
- প্রধানত তিন ধরনের নীতিশাস্ত্রের কোড রয়েছে যার মধ্যে রয়েছে কমপ্লায়েন্স-ভিত্তিক নৈতিকতার কোড, একটি মূল্য-ভিত্তিক নৈতিকতার কোড, এবং পেশাদারদের মধ্যে নীতিশাস্ত্রের কোড।

2.3 ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ সোশ্যাল ওয়ার্কার দ্বারা নৈকিতার কোড

ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ সোশ্যাল ওয়ার্কার দ্বারা নৈতিকতার কোড

একইভাবে একটি পেশা হিসাবে সমাজকর্মেরও নৈতিক নির্দেশিকাগুলির একটি সেট রয়েছে যা সমস্ত পেশাদার সমাজকর্মীকে তাদের পড়াশোনার সময় দেখা যায় এবং তাদের কর্মজীবন জুড়ে এর মান এবং নীতিগুলি মেনে চলার শপথ নিতে হয়। এগুলিকে নৈতিকতার সামাজিক কর্মবিধি বা অন্যথায় ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ সোশ্যাল ওয়ার্কারস (NASW) কোড অফ এথিক্স বলা হয়। সমাজকর্মের একটি মনোনীত কর্তৃপক্ষ হিসাবে NASW ১৯৬০ সালের অক্টোবর মাসে নৈতিকতার কোডের প্রথম খসড়া তৈরি করে। পরে এটি বেশ কয়েকবার সংশোধন করা হয়েছে তবে এটি অনেকগুলি মূল নীতি বজায় রাখে। (NASW)

2.4 NASW কোড অফ এথিক্সের উদ্দেশ্য

পেশাগত নৈতিকতা সমাজকর্ম এবং সমাজকর্মের মূলে রয়েছে কারণ একটি পেশার মৌলিক মূল্যবোধ, নৈতিক নীতি এবং নৈতিক মান প্রচার ও অনুশীলন করার দায়িত্ব রয়েছে। কোডটি সমস্ত সামাজিক কর্মী এবং সমাজকর্মের ছাত্রদের জন্য প্রাসঙ্গিক, তাদের পেশাগত কার্যাবলী, তারা যে সেটিংসে কাজ করে, বা তারা যে জনসংখ্যাকে পরিবেশন করে তা নির্বিশেষে। নীতিশাস্ত্রের এই নির্দিষ্ট কোডের ছয়টি উদ্দেশ্য রয়েছে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে:

- মূল মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা যার উপর ভিত্তি করে সমাজকর্ম পেশা।
- সুনির্দিষ্ট নৈতিক মান তৈরি করা যা সমাজকর্মের অনুশীলনকে গাইড করবে এবং মূল মূল্যবোধগুলিকে প্রতিফলিত করবে।
- নৈতিক অনিশ্চয়তা দেখা দিলে সমাজকর্মীদের পেশাদার বিবেচনা এবং বাধ্যবাধকতা নেভিগেট করতে সহায়তা করা।
- নৈতিক মান প্রদান করা যাতে সমাজকর্ম পেশাকে দায়বদ্ধ করা যায়।
- পেশার মিশন, মূল্যবোধ, এবং নৈতিক নীতি ও মানগুলিতে নতুন সমাজকর্মীদের সূচনা করা।
- এমন মান তৈরি করা যার দ্বারা সমাজকর্ম পেশা মূল্যায়ন করতে পারে যদি একজন সমাজকর্মী অনৈতিক আচরণে নিয়োজিত থাকে। সামাজিক কর্মীরা যারা এই কোড মেনে চলার অঙ্গীকার করেন তাদের অবশ্যই এর বাস্তবায়ন এবং এর উপর ভিত্তি করে শাস্তিমূলক বিধিতে সহযোগিতা করতে হবে।

নৈতিকতার কোডটি সমাজকর্মের ছয়টি প্রধান মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে যা সমাজকর্মের মিশনকে প্রতিফলিত করে এবং সেগুলি নিম্নরূপ:

- পরিষেবা
- সামাজিক বিচার
- ব্যক্তির মর্যাদা এবং মূল্য
- মানব সম্পর্কের গুরুত্ব এবং কেন্দ্রীয়তা
- অখণ্ডতা
- কর্মদক্ষতা

NASW নৈতিকতা কোড অনুসারে প্রধান নৈতিক মান:

কোডটি ছয়টি বিষয়ভিত্তিক ক্ষেত্র নিয়ে গঠিত যা ক্লায়েন্ট, সহকর্মী, নিয়োগকর্তা এবং সাধারণভাবে পেশার প্রতি একজন সমাজকর্মীর দায়িত্বের রূপরেখা দেয়। নিম্নলিখিত নৈতিক মানগুলি সমস্ত সামাজিক কর্মীদের পেশাগত ক্রিয়াকলাপের সাথে যুক্ত।

(১) ক্লায়েন্টদের প্রতি সামাজিক কর্মীদের নৈতিক দায়িত্ব,

(২) সহকর্মীদের প্রতি সামাজিক কর্মীদের নৈতিক দায়িত্ব,

(৩) অনুশীলন সেটিংসে সামাজিক কর্মীদের নৈতিক দায়িত্ব,

(৪) পেশাদার হিসাবে সমাজকর্মীদের নৈতিক দায়িত্ব

(৫) সমাজকর্মীর সমাজকর্ম পেশার নৈতিক দায়িত্ব

(৬) বৃহত্তর সমাজের প্রতি সমাজকর্মীদের নৈতিক দায়িত্ব। (NASW)

2.5 ভারতে পেশাদার সমাজকর্মীদের জন্য নীতিশাস্ত্রের কোড

ভারতে সমাজকর্ম পেশার মান উন্নয়ন এবং স্থিতি বৃদ্ধির জন্য নিবেদিত শীর্ষ সংস্থা হল ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ প্রফেশনাল সোশ্যাল ওয়ার্কার্স যা NAPSWI নামেও পরিচিত। এটি একটি জাতীয় স্তরের পেশাদার সংস্থা এবং ভারতের পেশাদার সমাজকর্মীদের দ্বারা অনুসরণ করার জন্য নৈতিকতার কোড নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

NAPSWI-এর খসড়া হিসাবে কোড অফ নৈতিকতার প্রস্তাবনা অনুসারে "নৈতিকতার কোড হল একটি বিবৃতি যা পেশার প্রাথমিক নৈতিক মূল্যবোধ, বাধ্যবাধকতা এবং লক্ষ্যগুলিকে প্রকাশ করে—এটি একটি প্রতিশ্রুতি যা কোডে প্রকাশিত মূল্যবোধ এবং নৈতিক বাধ্যবাধকতাগুলিকে সমুন্নত রাখার জন্য একটি পেশা হিসাবে আমাদের প্রতিশ্রুতির সাক্ষ্য বহন করে। এটি নৈতিক পদে অনুশীলন করার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতির সংজ্ঞা দেয়। নীতিশাস্ত্রের একটি কোড স্পষ্টভাবে পেশার মূল্যবোধগুলিকে ব্যাখ্যা করে এবং জনসাধারণের মঙ্গল রক্ষা ও প্রচার করার জন্য আমাদের কী করা উচিত এবং জনসাধারণের ক্ষতি রোধ করার জন্য আমাদের কী করা উচিত সেগুলির পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলি কী তা ব্যাখ্যা করে:

নীতিশাস্ত্রের একটি কোডকে একটি ব্লুপ্রিন্ট বা নির্দেশিকাগুলির সেট হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে যা একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী, সমিতি বা একটি পেশার সদস্যদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত আচরণের একটি মান সেট করার জন্য স্ক্রিপ্ট করা হয়। একদিকে নৈতিকতার এই কোডটি একটি পেশাদার মান নির্ধারণ করে এবং অন্যদিকে এটি পেশাদারদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করতে চায় কারণ এটি কর্মশক্তির প্রতিশ্রুতি এবং উৎসাহ নিশ্চিত করে। (NAPSWI, ২০১৫)।

2.6 নৈতিকতার কোডের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য

এই নীতিশাস্ত্রের মূল লক্ষ্য হল সমাজকর্মের পেশাদারদের পরিচালনার জন্য মৌলিক মূল্যবোধ, নৈতিক নীতি এবং সমাজকর্মের নৈতিক মানগুলিকে স্পষ্ট করা। নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

১. সমাজকর্মীদের পেশাদার আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নৈতিক নির্দেশিকা নির্ধারণ করে;

২. নৈতিক মান প্রদান করুন যাতে লোকেরা সমাজকর্ম পেশাকে জবাবদিহি করতে পারে;

৩. নৈতিকভাবে ভিত্তিক পেশাদার আচরণের বিকাশের জন্য একটি নির্দেশিকা হিসাবে কাজ করে এবং সমাজকর্মের পেশাদারদের, বিশেষ করে নতুনদের বিভিন্ন সমস্যা এবং পরিস্থিতিতে অবস্থান নিতে সহায়তা করে;

৪. সমাজকর্ম এবং সামাজিক সংগঠন, প্রশিক্ষণ এবং পেশাদার উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, অন্যান্য শৃঙ্খলা এবং পেশাদার সংস্থার পেশাদারদের মধ্যে নৈতিক বক্তৃতা উদ্দীপিত করুন।

৫. পেশাদারদের পেশাগত পরিচয় এবং আত্ম-ধারণাকে শক্তিশালী করুন, তাদের নেটওয়ার্ক এবং সংগঠন যেখানে সমাজকর্ম অনুশীলন করা হয়।

সুযোগ এবং কভারেজ

এই সুনির্দিষ্ট নীতিশাস্ত্র ভারতে সমাজকর্মের সমগ্র ভ্রাতৃত্বের জন্য প্রযোজ্য যা শিক্ষাবিদ, অনুশীলনকারী, নিয়োগকর্তা এবং ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত করে। এটি সমস্ত পেশাদার সমাজকর্মী (আন্ডার-গ্র্যাজুয়েট এবং স্নাতকোত্তর) এবং সমাজকর্ম অনুশীলনকারী পেশাদার সংস্থাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) দ্বারা স্বীকৃত

বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সাথে অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি বা সমাজকর্মের বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত বিভাগগুলির মাধ্যমে কাজ করে। বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থার অংশ, প্রশিক্ষণ এবং পেশাদার উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, অন্যান্য পেশা এবং শৃঙ্খলার পেশাদার যাদের সাথে সমাজকর্ম পেশাদাররা সহযোগিতা করে এবং যাদের মধ্যে সমাজকর্ম পেশাদাররা তাদের কাজগুলি সম্পন্ন করে।

2.7 নৈতিক নীতি

মানবাধিকার এবং মানবিক মর্যাদা: সমাজকর্মের মূল মূল্য হল প্রতিটি মানুষের অন্তর্নিহিত মূল্য এবং মর্যাদাকে তাদের জাতি এবং ধর্ম নির্বিশেষে সম্মান করা এবং প্রতিটি ব্যক্তির অধিকার রক্ষা করা। একজন পেশাদার সমাজকর্মীকে পরিষেবা প্রদানের প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সচেতন পছন্দ করতে উৎসাহিত করা উচিত এবং ক্লায়েন্টের দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের মূল্যবোধ এবং সিদ্ধান্তকে সম্মান করা উচিত। প্রতিটি ব্যক্তির শারীরিক, মনস্তাত্ত্বিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক সততা এবং সুস্থতাকে উন্নত করা এবং রক্ষা করা সমাজকর্মীর দায়িত্ব।

- আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে সম্মান করা
- অংশগ্রহণের অধিকার প্রচার করা
- প্রতিটি ব্যক্তির সাথে সামগ্রিকভাবে আচরণ করা
- শক্তি সনাক্তকরণ এবং বিকাশ করা

সামাজিক ন্যায়বিচার: একজন পেশাদার সমাজকর্মী সমাজের জন্য এবং সেইসাথে তারা যে লোকেদের জন্য কাজ করছেন তাদের জন্য সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার দায়িত্ব বহন করে। সমাজকর্মীদের সর্বদা ক্ষমতার মতো বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে যেকোনো ধরনের নেতিবাচক বৈষম্যের বিরুদ্ধে তাদের আওয়াজ তুলতে হবে, বয়স, সংস্কৃতি, লিঙ্গ, বৈবাহিক অবস্থা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, রাজনৈতিক মতামত, ত্বকের রঙ, জাতিগত বা অন্যান্য শারীরিক বৈশিষ্ট্য, যৌন অভিমুখীতা বা আধ্যাত্মিক বিশ্বাস। তাদের সর্বদা সামাজিক বর্জন, কলঙ্ক ও দমনকে চ্যালেঞ্জ করতে এবং এর মাধ্যমে একটি সর্বসমষ্টিমূলক সমাজ গঠনের আকাঙ্ক্ষা করা উচিত।

- নেতিবাচক বৈষম্যকে চ্যালেঞ্জ করা
- বৈচিত্র্যকে স্বীকৃতি দেওয়া
- সম্পদ সমানভাবে বিতরণ করা
- অন্যায় নীতি এবং অনুশীলনকে চ্যালেঞ্জ করা
- সংহতি কাজ।

সততা এবং সম্পৃক্ততা: সমাজকর্মীদের তাদের পেশাদার হস্তক্ষেপের মাধ্যমে সর্বদা সততা, নির্ভরযোগ্যতা, নিরপেক্ষতা, পরিশ্রম এবং স্বচ্ছতা ইত্যাদি গুণাবলী প্রদর্শন এবং সমর্থন করা উচিত। তাদের সর্বদা তাদের বিশ্বস্ততা, জবাবদিহিতা এবং পেশাদার মূল্যবোধের প্রচারের মাধ্যমে উচ্চ স্তরের পেশাদার আচরণ অনুসরণ করা উচিত। তাদের সর্বদা তাদের পেশাগত জীবনে খোলামেলা এবং স্বচ্ছতার দিকে মনোনিবেশ করা উচিত এবং এমন কোনও পরিস্থিতি বা সম্পর্ক এড়ানো উচিত যা এর মাধ্যমে সততা এবং নিরপেক্ষতার জন্য বাধা হতে পারে,

- বিশ্বস্ত এবং বিশ্বস্ত হওয়া
- পেশাগতভাবে দায়বদ্ধ এবং দায়িত্বশীল হওয়া
- স্বচ্ছতার সাথে কাজ করা

সুস্থায়ীত্ব: একটি প্রকল্পের সাফল্য, যার লক্ষ্য যে কোনও বৈচিত্র্যময় পরিস্থিতিতে পরিবর্তন আনা, তার স্থায়িত্বের উপর নির্ভর করে এবং একজন পেশাদার সমাজকর্মীর দায়িত্ব দাতাদের সহায়তা প্রত্যাহারের পরেও এটিকে সুস্থায়ী করে তোলা। তাদের উচিৎ সেবা প্রদানের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা, স্থানীয় পর্যায়ে কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উত্তরাধিকারী সেবা বিকাশ করা উচিত। তাদের মাধ্যমে আগামীতে কর্মসূচির ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করতে হবে

- জনগণের অংশগ্রহণ কামনা করা
- নেতৃত্বের বিকাশ
- বিল্ডিং ক্ষমতা

পরিষেবাগুলি: পেশাদার সমাজকর্মীদের অবিরাম পরিষেবা প্রদান করা উচিত শুধুমাত্র মানুষকে সাহায্য করার জন্য নয় বরং তাদের সমস্যা এবং অন্যান্য সামাজিক সমস্যাগুলি সঠিকভাবে সমাধান করা হয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য। ব্যক্তি এবং তার অধিকার এবং স্বাধীনতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য তাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা উচিত যাতে দুর্দশাগ্রস্ত মানবতার সম্মিলিত স্বার্থ আরও ভালভাবে পরিবেশন করা যায়। একজন পেশাদার সমাজকর্মী ব্যক্তি-উন্নয়ন এবং সমগ্র সমাজের সেবা করার সময় তার ব্যক্তিগত স্বার্থকে একপাশে রাখতে বাধ্য।

মানবিক সম্পর্ক: সমাজকর্মী হিসেবে মূলত মানুষের সাথে কাজ করে, তাই তাদের মধ্যে এবং মানুষের মধ্যে সম্পর্কের প্রতিটি গতিশীলতার সাথে ভালভাবে পারদর্শী হওয়া উচিত কারণ এটি সামাজিক পরিবর্তনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারকগুলির মধ্যে একটি। সমাজকর্মীরা একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষ এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ককে শক্তিশালী করতে চায় এবং তা হল ব্যক্তি, পরিবার, সামাজিক গোষ্ঠী এবং সম্প্রদায়ের মঙ্গল প্রচার, পুনরুদ্ধার, বজায় রাখা এবং উন্নত করা।

2.8 পেশাগত আচরণ

IFSW এবং IASSW-এর সদস্য সংস্থা হিসাবে NAPSWI নৈতিকতার কোড তৈরি এবং আপডেট করার দায়িত্ব বহন করে যা IFSW এবং IASS-এর নির্দেশিকাগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত। একটি জাতীয় স্তরের সংস্থা হিসাবে, এই কোড বা নির্দেশিকা সম্পর্কে সমস্ত পেশাদার সমাজকর্মী এবং সমাজকর্মের স্কুলগুলিকে অবহিত করা NAPSWI-এর প্রতিশ্রুতি। ভারতে সমাজকর্মী অনুশীলন করার সময় সমস্ত পেশাদার সমাজকর্মীকে এই কোডগুলি মেনে চলতে হবে। পেশাদার আচরণের সাধারণ নির্দেশিকা নিম্নরূপ:

- সমাজ কর্মীরা তাদের কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং যোগ্যতা বিকাশ এবং বজায় রাখার আশা করা হয়।
- সমাজকর্মীদের তাদের দক্ষতা অমানবিক উদ্দেশ্যে যেমন নির্যাতন বা সন্ত্রাসের জন্য ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়।
- সমাজকর্মীদের সততার সাথে কাজ করা উচিত। এর মধ্যে রয়েছে তাদের পরিষেবাগুলি ব্যবহার করে

মানুষের সাথে বিশ্বাসের সম্পর্কের অপব্যবহার না করা, ব্যক্তিগত এবং পেশাগত জীবনের মধ্যে সীমানা স্বীকৃতি দেওয়া এবং ব্যক্তিগত সুবিধা বা লাভের জন্য তাদের অবস্থানের অপব্যবহার না করা।

- সমাজ কর্মীদের সহানুভূতি এবং যত্ন সহকারে তাদের পরিষেবাগুলি ব্যবহার করে লোকেদের সম্পর্কে কাজ করা উচিত।
- সমাজ কর্মীদের তাদের চাহিদা বা স্বার্থের অধীনস্থ করা উচিত নয় যারা তাদের পরিষেবাগুলি তাদের নিজস্ব প্রয়োজন বা স্বার্থে ব্যবহার করে।
- সমাজ কর্মীদের দায়িত্ব রয়েছে যে তারা যথাযথ পরিষেবা প্রদান করতে সক্ষম তা নিশ্চিত করার জন্য কর্মক্ষেত্রে এবং সমাজে পেশাগতভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে নিজেদের যত্ন নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া।
- যারা তাদের পরিষেবা ব্যবহার করেন তাদের সম্পর্কে তথ্যের বিষয়ে সামাজিক কর্মীদের গোপনীয়তা বজায় রাখা উচিত। এর ব্যতিক্রম শুধুমাত্র একটি বৃহত্তর নৈতিক প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে (যেমন জীবন সংরক্ষণ) ন্যায়সঙ্গত হতে পারে।
- সমাজ কর্মীদের স্বীকার করতে হবে যে তারা তাদের পরিষেবার ব্যবহারকারীদের, তারা যাদের সাথে কাজ করে, তাদের সহকর্মী, তাদের নিয়োগকর্তা, পেশাদার সমিতি এবং আইনের কাছে তাদের ক্রিয়াকলাপের জন্য দায়বদ্ধ এবং এই জবাবদিহিতা বিরোধপূর্ণ হতে পারে।

সামাজিক কর্মকাণ্ডের শিক্ষার্থীদের ভালো মানের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ এবং আপ টু ডেট ব্যবহারিক জ্ঞান পেতে সহায়তা করার জন্য সমাজকর্মীদের সমাজকর্মের স্কুলগুলির সাথে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক হওয়া উচিত।

- সমাজ কর্মীদের তাদের সহকর্মী এবং নিয়োগকর্তাদের সাথে নৈতিক বিতর্ককে উৎসাহিত করা এবং জড়িত করা উচিত এবং নৈতিকভাবে অবহিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব নেওয়া উচিত।
- সমাজ কর্মীদের নৈতিক বিবেচনার ভিত্তিতে তাদের সিদ্ধান্তের কারণ জানাতে এবং তাদের পছন্দ ও কর্মের জন্য দায়বদ্ধ হতে হবে।
- সমাজ কর্মীদের নিয়োগকারী সংস্থায় এবং তাদের দেশে এমন পরিস্থিতি তৈরি করতে কাজ করা উচিত যেখানে এই বিবৃতি এবং তাদের নিজস্ব জাতীয় কোডের নীতিগুলি (যদি প্রযোজ্য হয়) আলোচনা, মূল্যায়ন এবং সমর্থন করা হয়।

2.9 নৈতিক দায়িত্ব

এই দেশের সমস্ত পেশাদার সমাজকর্মী শিক্ষা এবং অনুশীলন উভয়ের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের পরিষেবা প্রদানের সময় নৈতিক দায়িত্বগুলি মেনে চলবেন বলে আশা করা হচ্ছে। এই দায়িত্বগুলিকে বিভিন্ন বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে যা নীচে উল্লেখ করা হল:

ক্লায়েন্টের দিকে

- সমাজ কর্মীদের ক্লায়েন্টদের মঙ্গল প্রচার করা উচিত এবং অন্যান্য ব্যক্তির নিজ নিজ স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে গ্রাহকদের সর্বোত্তম স্বার্থ বজায় রাখা উচিত। ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে, ক্লায়েন্টদের স্বার্থের অগ্রাধিকার অন্য ব্যক্তির স্বার্থ বা আইনি প্রয়োজনীয়তার দ্বারা ছাপিয়ে যেতে পারে।

- সমাজকর্মীদের উচিত ক্লায়েন্টদের স্ব-নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকারকে সম্মান করা এবং প্রচার করা এবং তাদের লক্ষ্য চিহ্নিত করার প্রচেষ্টায় তাদের সহায়তা করা এবং সক্ষম করা। তাদের ক্লায়েন্টদের সাথে তাদের অধিকার এবং দায়িত্ব নিয়ে আলোচনা করা উচিত এবং তাদের এই সম্পর্কিত সৎ এবং সঠিক উপলব্ধতথ্য সরবরাহ করা উচিত: (ক) সমাজকর্মের পরিষেবার প্রকৃতি অফার করা হচ্ছে; (খ) তথ্যের রেকর্ডিং এবং কার এই ধরনের তথ্যে অ্যাক্সেস থাকবে; (গ) প্রস্তাবিত পদক্ষেপের সম্ভাব্য ঝুঁকি এবং সুবিধাগুলি; (ঘ) তাদের দ্বিতীয় মতামত প্রাপ্ত করার বা পরিষেবা প্রত্যাখ্যান বা বন্ধ করার অধিকার: এবং (ঙ) রেকর্ড এবং অভিযোগের উপায়গুলিতে তাদের অ্যাক্সেসের অধিকার।

সামাজিক কর্মীদের নিশ্চিত করা উচিত যে ক্লায়েন্টরা অবহিত সম্মতির অনুভূতি এবং যে পরিস্থিতিতে এটির প্রয়োজন হতে পারে তা বুঝতে পারে। দৃষ্টান্তে যখন ক্লায়েন্টদের অবহিত সম্মতি প্রদানের ক্ষমতার অভাব হয়, তখন সামাজিক কর্মীদের উচিত ক্লায়েন্টদের বোঝার স্তরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ক্লায়েন্টদের জানিয়ে উপযুক্ত তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে অনুমতি চাওয়ার মাধ্যমে ক্লায়েন্টদের স্বার্থ রক্ষা করা।

- সামাজিক কর্মীদের তাদের নিজের জীবন নিয়ন্ত্রণ করার এবং নিজের পছন্দ ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার মানুষের অধিকারের উপর ভিত্তি করে পেশাদার সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং বজায় রাখা উচিত। এই ধরনের সম্পর্ক মানুষের সম্মানের অধিকারের উপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত।
- সামাজিক কর্মীদের পরিষেবা প্রদান করা উচিত এবং শুধুমাত্র তাদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং প্রাসঙ্গিক পেশাগত অভিজ্ঞতার সীমার মধ্যে নিজেদেরকে যোগ্য হিসাবে উপস্থাপন করা উচিত।
- সামাজিক কর্মীদের তাদের ক্লায়েন্টদের সংস্কৃতির জ্ঞানের ভিত্তি থাকা উচিত এবং মানব আচরণ ও সমাজে এর কার্যকারিতা করতে সক্ষম হওয়া উচিত। এই উদ্দেশ্যে, তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত এবং জাতি, জাতি, জাতীয় উৎস, বর্ণ, লিঙ্গ পরিচয় বা অভিব্যক্তি, বয়স, বৈবাহিক অবস্থা, রাজনৈতিক বিশ্বাস, ধর্ম, অভিবাসন স্থিতি এবং সাপেক্ষে সামাজিক বৈচিত্র্য এবং নিপীড়নের প্রকৃতি বোঝার চেষ্টা করা উচিত। মানসিক বা শারীরিক অক্ষমতা।
- পেশাদার সিদ্ধান্ত এবং নিরপেক্ষ রায়ের অনুশীলনে হস্তক্ষেপ করে এমন স্বার্থের দ্বন্দ্ব সম্পর্কে সামাজিক কর্মীদের সতর্ক থাকা উচিত এবং এড়ানো উচিত। তাদের উচিত ক্লায়েন্টদের জানানো উচিত যখন স্বার্থের প্রকৃত বা সম্ভাব্য দ্বন্দ্ব দেখা দেয় এবং ক্লায়েন্টদের স্বার্থকে প্রাথমিক করে তোলে এবং ক্লায়েন্টদের স্বার্থ যতটা সম্ভব রক্ষা করে এমনভাবে সমস্যাটির সমাধান করার জন্য যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।
- সামাজিক কর্মীদের ক্লায়েন্টদের গোপনীয়তার অধিকারকে সম্মান করা উচিত। পরিষেবা প্রদানের জন্য অপরিহার্য না হলে তাদের গ্রাহকদের কাছ থেকে ব্যক্তিগত তথ্য চাওয়া উচিত নয়। ক্লায়েন্ট বা ক্লায়েন্টের পক্ষে সম্মতি দেওয়ার জন্য অনুমোদিত ব্যক্তির কাছ থেকে বৈধ সম্মতির সাথে উপযুক্ত হলে তারা গোপনীয় তথ্য প্রকাশ করতে পারে। এইভাবে, সমাজকর্মীদের সমাজকর্মের সহায়তার সময় প্রাপ্ত সমস্ত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা উচিত।
- সামাজিক কর্মীদের ক্লায়েন্টদের তাদের সম্পর্কিত রেকর্ডগুলিতে যুক্তিসঙ্গত অ্যাক্সেস সরবরাহ করা উচিত। যারা মনে করেন যে ক্লায়েন্টদের তাদের রেকর্ডে অ্যাক্সেস গুরুতর ভুল বোঝাবুঝি বা ক্লায়েন্টের ক্ষতির কারণ হতে পারে তাদের রেকর্ড ব্যাখ্যা করতে সহায়তা প্রদান করা উচিত। তাদের ক্লায়েন্টদের তাদের রেকর্ড বা তাদের রেকর্ডের অংশগুলিতে অ্যাক্সেস সীমিত করা উচিত, শুধুমাত্র ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে যখন এই ধরনের অ্যাক্সেস ক্লায়েন্টের জন্য গুরুতর ক্ষতির কারণ হতে পারে এমন বাধ্যতামূলক প্রমাণ রয়েছে।

সমাজকর্মীদের দায়িত্বশীল, জবাবদিহিমূলক এবং সম্মানজনকভাবে তাদের ভূমিকার কর্তৃত্ব ব্যবহার করা উচিত। তারা যাদের সাথে কাজ করে তাদের সুরক্ষার জন্য এবং অন্যদের অধিকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তাদের জীবনের উপর মানুষের যতটা নিয়ন্ত্রণ আছে তা নিশ্চিত করার জন্য তাদের যথাযথভাবে এই ধরনের কর্তৃত্ব প্রয়োগ করা উচিত।

- সমাজকর্মীদের ক্লায়েন্টদের প্রতি তাদের পরিষেবা এবং তাদের সাথে পেশাদার সম্পর্ক বন্ধ করা উচিত যখন এই ধরনের পরিষেবা এবং সম্পর্কগুলির আর প্রয়োজন হয় না। ক্লায়েন্টদের পরিত্যাগ করা এড়াতে তাদের যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ নেওয়া উচিত যারা এখনও পরিষেবার প্রয়োজন রয়েছে।

2.10 পেশাদার সহকর্মীদের প্রতি

- সমাজকর্মীদের উচিত তাদের পেশাদার সহকর্মীদের সম্মানের সাথে আচরণ করা এবং যখনই প্রয়োজন হয় তাদের যোগ্যতা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং বাধ্যবাধকতা সঠিকভাবে এবং ন্যায্যভাবে প্রশংসা করা। তাদের অন্যান্য পেশাদারদের সাথে এবং বিশেষ করে ক্লায়েন্টদের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সহকর্মীদের সমালোচনা এড়ানো উচিত। তাদের সহকর্মীদের সাথে এবং অন্যান্য পেশার সহকর্মীদের সাথে সহযোগিতা করা উচিত যখন ক্লায়েন্টদের সুস্থতার জন্য এই ধরনের সহযোগিতা অপরিহার্য।
- সমাজ কর্মীদের তাদের পেশাগত সম্পর্ক এবং লেনদেনের সময় সহকর্মীদের দ্বারা ভাগ করা গোপনীয় তথ্যকে সম্মান করা উচিত। তাদের নিশ্চিত করা উচিত যে এই ধরনের সহকর্মীরা গোপনীয়তা এবং এর সাথে সম্পর্কিত যে কোনও ব্যতিক্রমকে সম্মান করার জন্য সামাজিক কর্মীদের বাধ্যবাধকতা বোঝেন।
- সমাজ কর্মীরা যারা পেশাদারদের দলের সদস্য যারা প্রকৃতির আন্তঃবিভাগীয়, তাদের উচিত সামাজিক কর্ম পেশার দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ এবং অভিজ্ঞতার উপর অঙ্কন করে ক্লায়েন্টদের সুস্থতাকে প্রভাবিত করে এমন সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণ করা এবং অবদান রাখা।
- সমাজ কর্মীদের একটি পদ পেতে বা অন্যথায় সমাজকর্মীদের নিজস্ব স্বার্থ অগ্রসর করার জন্য সহকর্মী এবং নিয়োগকর্তার মধ্যে বিবাদের কোনও সুবিধা নেওয়া উচিত নয়। তাদের ক্লায়েন্টদের সহকর্মীদের সাথে বিবাদে টেনে আনা উচিত নয় বা ক্লায়েন্টদের সামাজিক কর্মীদের এবং তাদের সহকর্মীদের মধ্যে দ্বন্দ্বের কোন অনুপযুক্ত আলোচনায় জড়িত করা উচিত নয়।
- সমাজকর্মীদের সহকর্মীদের সহযোগিতা চাওয়া উচিত এবং যখনই এটি গ্রাহকদের সর্বোত্তম স্বার্থে হয় তাদের সাথে পরামর্শ করা উচিত। সহকর্মীদের দক্ষতা এবং দক্ষতার ক্ষেত্রগুলি সম্পর্কে তাদের নিজেদেরকে ভালভাবে অবহিত রাখতে হবে।
- সমাজ কর্মীদের ক্লায়েন্টদের অন্য পেশাদারদের কাছে রেফার করা উচিত যখন ক্লায়েন্টদের সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পরিষেবা দেওয়ার জন্য তাদের বিশেষ জ্ঞান বা দক্ষতার প্রয়োজন হয়, যখন বিশ্বাস করা হয় যে তারা কার্যকর হচ্ছে না বা ক্লায়েন্টদের সাথে যুক্তিসঙ্গত অগ্রগতি করছে এবং রেফারেল পরিষেবা প্রয়োজন। সামাজিক কর্মীরা যারা ক্লায়েন্টদের অন্য পেশাদারদের কাছে রেফার করে তাদের উচিত যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া উচিত যাতে দায়িত্বের সুশৃঙ্খল স্থানান্তর করা যায়।
- যে সমাজ কর্মীরা একজন পেশাদার সহকর্মীর প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে সরাসরি জ্ঞান রাখেন যা ব্যক্তিগত সমস্যা, মানসিক যন্ত্রণা, পদার্থের অপব্যবহার, বা মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যাগুলির কারণে হয় এবং যা অনুশীলনের

কার্যকারিতায় হস্তক্ষেপ করে তাদের সেই সহকর্মীর সাথে পরামর্শ করা উচিত যখন সম্ভব হয় এবং প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ নিতে সহকর্মীকে সহায়তা করা উচিত। .

- সহকর্মীদের অনৈতিক আচরণকে নিরুৎসাহিত, প্রতিরোধ, প্রকাশ এবং সংশোধন করার জন্য সমাজকর্মীদের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। তাদের সহকর্মীদের অনৈতিক আচরণ সম্পর্কে উদ্বেগগুলি পরিচালনা করার জন্য প্রতিষ্ঠিত নীতি এবং পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা উচিত।

সমাজকর্মীদের উচিত জ্ঞান ভাগ করে নেওয়া এবং প্রজ্ঞার অনুশীলন করে সহকর্মীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে অবদান রাখা। তাদের উচিত জ্ঞান, তত্ত্ব এবং অনুশীলন সনাক্ত করা, বিকাশ করা, ব্যবহার করা এবং প্রচার করা।

2.11 অনুশীলন সেটিংয়ের দিকে

- সমাজ কর্মীদের নৈতিকতার কোডের মান অনুযায়ী তাদের দায়িত্ব অধ্যবসায়ের সাথে পালন করতে হবে এবং তারা যে সংস্থাগুলির জন্য কাজ করে তাদের দ্বারা এগুলি সমুন্নত, সম্মানিত এবং মেনে চলা নিশ্চিত করার চেষ্টা করা উচিত।
- সমাজ কর্মীদের নিজেদের এবং যে সংস্থার জন্য তারা কাজ করে তাদের মধ্যে সম্ভাব্য বিরোধপূর্ণ লক্ষ্য বা নৈতিক পার্থক্যগুলি সমাধান করা উচিত এবং নৈতিকতার কোড অনুসারে এই জাতীয় সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করা উচিত।
- সমাজ কর্মীদের তাদের সংস্থার মধ্যে কাজের পরিবেশের জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত যা সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য সন্তোষজনক হয় যা অখণ্ডতা প্রচার করে এবং স্বাস্থ্য রক্ষা করে, এবং ক্রমাগত উন্নয়ন এবং মানের উন্নতির জন্য।
- তত্ত্বাবধান বা পরামর্শ প্রদানকারী সামাজিক কর্মীরা যথাযথভাবে প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং দক্ষতা থাকা উচিত এবং তা শুধুমাত্র তাদের জ্ঞান এবং দক্ষতার ক্ষেত্রে করা উচিত। যারা তত্ত্বাবধান বা পরামর্শ প্রদান করেন তারা স্পষ্ট, উপযুক্ত এবং সাংস্কৃতিকভাবে সংবেদনশীল সীমানা নির্ধারণের জন্য দায়ী।
- সমাজকর্মীকে পরিষেবা প্রদানে সম্মত হওয়ার আগে ক্লায়েন্টের প্রয়োজনীয়তাগুলি সাবধানে বিবেচনা করা উচিত, বিশেষ করে, যখন সে অন্য সংস্থা বা সহকর্মীর কাছ থেকে পরিষেবা গ্রহণ করে এবং তার পরিষেবার জন্য তার সাথে যোগাযোগ করে। তাদের সম্ভাব্য ক্লায়েন্টদের সাথে অন্যান্য পরিষেবা প্রদানকারীদের সাথে ক্লায়েন্টদের বর্তমান সম্পর্কের প্রকৃতি এবং সম্ভাব্য বিভ্রান্তি এবং দ্বন্দ্ব কমানোর জন্য একটি নতুন পরিষেবা প্রদানকারীর সাথে একটি সম্পর্কে প্রবেশের সম্ভাব্য সুবিধা বা ঝুঁকি সহ প্রভাবগুলি নিয়ে আলোচনা করা উচিত।
- রেকর্ডের ডকুমেন্টেশন সঠিক এবং প্রদত্ত পরিষেবাগুলিকে প্রতিফলিত করে তা নিশ্চিত করার জন্য সামাজিক কর্মীদের যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। পরিষেবাগুলি সরবরাহের সুবিধার্থে এবং ভবিষ্যতে ক্লায়েন্টদের দেওয়া পরিষেবাগুলির ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করার জন্য তাদের রেকর্ডে পর্যাপ্ত এবং সময়োপযোগী ডকুমেন্টেশন অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।
- সমাজ কর্মীদের নিয়োগকর্তা এবং নিয়োগকারী সংস্থার প্রতি দেওয়া প্রতিশ্রুতি মেনে চলতে হবে। তাদের নিয়োগকারী সংস্থার নীতি ও পদ্ধতি এবং তাদের পরিষেবার দক্ষতা ও কার্যকারিতা উন্নত করতে কাজ করা উচিত। নিয়োগকর্তারা যাতে সমাজকর্মের অনুশীলনের জন্য নৈতিকতার কোডে বর্ণিত সামাজিক কর্মীদের

নৈতিক বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে সচেতন তা নিশ্চিত করার জন্য তাদের যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

- সমাজ কর্মীদের একটি নিয়োগকারী সংস্থার নীতি, পদ্ধতি, প্রবিধান বা প্রশাসনিক আদেশগুলিকে তাদের সমাজকর্মের নৈতিক অনুশীলনে হস্তক্ষেপ করার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়।
- সমাজ কর্মীদের নিয়োগকারী সংস্থার কাজের অ্যাসাইনমেন্ট এবং এর কর্মসংস্থান নীতি এবং অনুশীলনে বৈষম্য প্রতিরোধ ও দূর করার জন্য কাজ করা উচিত।

2.12 স্ব-কর্মসংস্থানের দিকে

সমাজকর্মী যারা স্ব-নিযুক্ত তাদের উচিত:

- পেশাদার পরিষেবা শুরু করার আগে তাদের ক্লায়েন্টদের আর্থিক চার্জ এবং অন্য কোনও খরচ সম্পর্কে অবহিত করুন এবং শুধুমাত্র তাদের সাথে চুক্তিকৃত ঘন্টা এবং পরিষেবাগুলির জন্য চার্জ করুন;
- অনুপলব্ধ বা অনুশীলন চালিয়ে যেতে অক্ষম হলে গ্রাহকদের জন্য উপযুক্ত অস্থায়ী বা বিকল্প পরিষেবার ব্যবস্থা করুন।
- ক্লায়েন্টদের অবহিত করুন এবং উপযুক্ত রেফারেল অফার করুন যখন তাদের প্রয়োজনগুলি অনুশীলনকারীর দক্ষতা বা পরিষেবা বা সংস্থান সরবরাহ করার ক্ষমতার বাইরে পড়ে।
- তাদের সহকর্মীদের বা তাদের স্ব-কর্মসংস্থানের জায়গার ক্লায়েন্টদের অনুরোধ করবেন না।
- সমস্ত প্রাসঙ্গিক সংবিধিবদ্ধ প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী অনুশীলন রেকর্ড বজায় রাখুন।
- ক্লায়েন্টদের জন্য সুরক্ষা হিসাবে পর্যাপ্ত পেশাদার ক্ষতিপূরণ এবং পাবলিক দায় বীমা কভারেজ বজায় রাখুন।
- নিশ্চিত করুন যে যখন তাদের প্রদত্ত পরিষেবাগুলি তৃতীয় পক্ষ দ্বারা অর্থায়ন করা হয়, তখন তাদের ক্লায়েন্টদের কল্যাণের জন্য তাদের একটি প্রধান দায়িত্ব রয়েছে;
- কোনো এজেন্সি বা তহবিল উৎসের পক্ষে ক্লায়েন্টদের পরিষেবা প্রদানের জন্য আলোচনা করার সময় তারা যে পরিষেবাগুলি প্রদান করে তা নৈতিকভাবে এবং পেশাগতভাবে উপযুক্ত তা নিশ্চিত করুন;

2.13 শিক্ষা এবং তত্ত্বাবধান/নির্দেশের দিকে

সমাজকর্মী যারা শিক্ষাবিদ বা মাঠের কাজের তত্ত্বাবধায়কঙ্গশিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষক হিসাবে কাজ করেন তাদের উচিত:

- পেশায় উপলব্ধ সবচেয়ে আপডেট করা তথ্য এবং জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে শুধুমাত্র তাদের জ্ঞান এবং দক্ষতার ক্ষেত্রে নির্দেশনা প্রদান করুন।
- বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে এবং প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম ও প্রবিধান অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন ও মূল্যায়ন করুন।
- ছাত্রদের দ্বারা পরিষেবা প্রদানের সময় গ্রাহকদের নিয়মিতভাবে জানানো হয় তা নিশ্চিত করার জন্য যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ নিন।

- ছাত্রদের সাথে দ্বৈত বা একাধিক সম্পর্কে জড়াবেন না যাতে ছাত্রদের শোষণ বা সম্ভাব্য ক্ষতির ঝুঁকি থাকে। সমাজ কর্মের শিক্ষক এবং ছাত্রদের ক্ষেত্রের কাজের সুপারভাইজাররা স্পষ্ট, উপযুক্ত এবং সাংস্কৃতিকভাবে সংবেদনশীল সীমানা নির্ধারণের জন্য দায়ী।
- শুধুমাত্র সেই সংস্থাগুলিতে ছাত্রদের ক্ষেত্রের কাজের প্লেসমেন্টের ব্যবস্থা করুন যেগুলি ন্যায্য কর্মীদের অনুশীলনগুলি অনুশীলন করে।

2.14 গবেষণা এর ফলাফল বিতরণের দিকে

সমাজকর্মী যারা গবেষণায় নিয়োজিত তাদের উচিত

- সুনির্দিষ্ট নৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ করুন এবং নীতিসম্মত অনুসন্ধানের নিয়মাবলী পালন করুন।
- নীতি নিরীক্ষণ এবং মূল্যায়ন, প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন, এবং অনুশীলন হস্তক্ষেপ।
- জ্ঞানের বিকাশে অবদান রাখার জন্য মূল্যায়ন এবং গবেষণার প্রচার এবং সুবিধা প্রদান।
- সমাজ কর্মের সাথে প্রাসঙ্গিক উদীয়মান জ্ঞানের সাথে সমালোচনামূলকভাবে পরীক্ষা করুন এবং বর্তমান রাখুন এবং তাদের পেশাদার অনুশীলনে মূল্যায়ন এবং গবেষণার প্রমাণ সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করুন।
- সম্ভাব্য পরিণতিগুলি সাবধানতার সাথে বিবেচনা করুন এবং মূল্যায়ন এবং গবেষণা অংশগ্রহণকারীদের সুরক্ষার জন্য তৈরি নির্দেশিকাগুলি অনুসরণ করা উচিত।
- অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে স্বেচ্ছাসেবী এবং লিখিত অবহিত সম্মতি প্রাপ্ত করুন, যখন উপযুক্ত, অংশগ্রহণ করতে অস্বীকার করার জন্য কোন অন্তর্নিহিত বা প্রকৃত বঞ্চনা বা জরিমানা ছাড়াই; অংশগ্রহণের জন্য অযথা প্রলোভন ছাড়াই; এবং অংশগ্রহণকারীদের সুস্থতা, গোপনীয়তা এবং মর্যাদার প্রতি যথাযথ সম্মানের সাথে।
- গবেষণায় উপযুক্ত ব্যক্তি এবং সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের প্রচার করুন।
- গবেষণার সম্ভাব্য সুবিধা প্রদর্শন করে, উপযুক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করে এবং সাহিত্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনার উপর ভিত্তি করে গবেষণার যোগ্যতা ও সততা রয়েছে তা নিশ্চিত করুন।
- সঠিকভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে গবেষণা ফলাফল প্রচার।
- গবেষণার ফলাফল আনুন যা প্রাসঙ্গিক সংস্থার মনোযোগের জন্য সামাজিক অসমতা বা অবিচার নির্দেশ করে বা প্রদর্শন করে।
- অন্যান্য সমস্ত লেখক এবং অবদানকারীদের কাজকে সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করুন এবং গুণান্বিত করুন।
- লেখকত্বের সাধারণ নীতিগুলি মেনে চলুন এবং প্রকৃতপক্ষে সম্পাদিত কাজের জন্যই ক্রেডিট নেওয়া উচিত।
- নিজেদেরকে, তাদের ছাত্রদের এবং তাদের সহকর্মীদের দায়িত্বশীল গবেষণা অনুশীলন সম্পর্কে শিক্ষিত করুন।

2.15 প্রশাসন/সমাজ কর্ম পরিষেবা ব্যবস্থাপনার দিকে

- সোশ্যাল ওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের উচিত ক্লায়েন্টদের চাহিদা মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত সম্পদের জন্য তাদের এজেন্সিগুলির মধ্যে এবং বাইরে সমর্থন করা।
- সমাজ কর্ম প্রশাসকদের উন্মুক্ত এবং ন্যায্য সম্পদ বরাদ্দ পদ্ধতির পক্ষে সমর্থন করা উচিত। যখন সমস্ত ক্লায়েন্টের চাহিদা পূরণ করা যায় না, তখন একটি বরাদ্দ পদ্ধতি তৈরি করা উচিত যা বৈষম্যহীন এবং উপযুক্ত এবং ধারাবাহিকভাবে প্রয়োগ করা নীতির উপর ভিত্তি করে।
- সমাজ কর্ম প্রশাসকদের যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া উচিত যাতে তারা যে কাজের পরিবেশের জন্য দায়ী তা নৈতিকতার কোডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং মেনে চলতে উৎসাহিত করে।
- সমাজ কর্ম প্রশাসকদের উচিত তাদের প্রতিষ্ঠানের যেকোন শর্ত দূর করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া উচিত যা নীতিবিধির সাথে সম্মতি লঙ্ঘন করে, হস্তক্ষেপ করে বা নিরুৎসাহিত করে।
- সমাজ কর্ম প্রশাসকদের উচিত সমস্ত কর্মীদের জন্য ক্রমাগত উন্নয়ন প্রদান বা ব্যবস্থা করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত যাদের জন্য তারা দায়ী যা সমাজকর্মের অনুশীলনের সাথে সম্পর্কিত আপডেট জ্ঞান এবং উদীয়মান প্রবণতাগুলিকে সম্বোধন করবে।

2.16 নিজেকে পেশাদার হওয়ার দিকে

- সমাজ কর্মীদের তাদের নিজস্ব অনুশীলনের সমালোচনামূলক মূল্যায়ন করা উচিত এবং অন্যদের উপর তাদের প্রভাব সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত। তাদের অনুশীলনের সীমাগুলিকে চিনতে হবে এবং তারা আরও কার্যকরভাবে কাজ করে তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনে অন্যান্য পেশাদারদের পরামর্শ নেওয়া উচিত।
- সমাজকর্মীদের পেশাদার অনুশীলন এবং পেশাদার ফাংশন সম্পাদনে দক্ষ হয়ে ওঠার চেষ্টা করা উচিত। তাদের উচিত সমালোচনামূলকভাবে পরীক্ষা করা এবং সমাজকর্মের সাথে প্রাসঙ্গিক উদীয়মান জ্ঞানের সাথে বর্তমান রাখা। তাদের নিয়মিতভাবে পেশাদার সাহিত্য পর্যালোচনা করা উচিত এবং সমাজকর্মের অনুশীলন এবং সমাজকর্মের নৈতিকতার সাথে প্রাসঙ্গিক শিক্ষা অব্যাহত রাখতে অংশগ্রহণ করা উচিত।
- সমাজ কর্মীদের তাদের অনুশীলনের ভিত্তি স্বীকৃত জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে করা উচিত, যার মধ্যে অভিজ্ঞতাভিত্তিক জ্ঞান, সমাজকর্ম এবং সমাজকর্মের নৈতিকতার সাথে প্রাসঙ্গিক।

2.17 সমাজকর্ম পেশার দিকে

- সমাজকর্মীদের শিক্ষা এবং/অথবা অনুশীলনের উচ্চ মানের প্রচার ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কাজ করতে হবে।
- সমাজকর্মীদের অবশ্যই মূল্যবোধ, নৈতিকতা, জ্ঞান, মিশন এবং পেশার লক্ষ্যগুলিকে সমুন্নত রাখতে হবে এবং এগিয়ে নিতে হবে। তাদের উচিত যথাযথ ব্যবস্থা-অধ্যয়ন, সক্রিয় আলোচনা ও আলোচনা এবং পেশার দায়িত্বশীল সমালোচনার মাধ্যমে পেশার অখণ্ডতা রক্ষা, বৃদ্ধি এবং উন্নতি করা।
- সমাজকর্মীদের সময় দিতে হবে এবং এমন কর্মকাণ্ডে পেশাগত দক্ষতার অবদান রাখতে হবে যা সমাজকর্ম

পেশার মূল্য, সততা, যোগ্যতা এবং স্বীকৃতির প্রতি সম্মান বৃদ্ধি করে। এই ক্রিয়াকলাপগুলির মধ্যে অ্যাডভোকেসি, শিক্ষাদান, গবেষণা, পরামর্শ, পরিষেবা, আইনী সাক্ষ্য, সম্প্রদায়ে উপস্থাপনা এবং তাদের পেশাদার সংস্থায় অংশগ্রহণ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

- সমাজকর্মীদের সমাজকর্মের জ্ঞানের অংশে অবদান রাখা উচিত এবং অনুশীলন, গবেষণা এবং নীতিশাস্ত্র সম্পর্কিত তাদের নিজস্ব জ্ঞান সহকর্মীদের সাথে ভাগ করা উচিত।
- সমাজকর্মীদের পেশার সাহিত্যে অবদান রাখতে এবং সম্মেলন, সেমিনার, কর্মশালা এবং পেশাদার মিটিংয়ে তাদের জ্ঞান ভাগ করে নেওয়ার চেষ্টা করা উচিত।
- সমাজ কর্মীরা অবশ্যই সমাজকর্মের অন্যায্য এবং অ-পেশাদার অভ্যাস প্রতিরোধ করতে লিপ্ত হবেন না এবং কাজ করবেন না

2.18 সমাজের দিকে

- সমাজ কর্মীদের অবশ্যই সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য কাজ করতে হবে, স্থানীয় থেকে জাতীয় স্তর পর্যন্ত, এবং মানুষ, সম্প্রদায় এবং পরিবেশের উন্নয়ন। তাদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাস রাখতে হবে এবং দেশের সংবিধানের প্রতি অঙ্গীকার বজায় রাখতে হবে।
- সমাজ কর্মীদের মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের জন্য সুবিধাজনক শর্তগুলির পক্ষে ওকালতি করতে হবে এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং প্রতিষ্ঠানগুলিকে উন্নীত করতে হবে যা সামাজিক ন্যায়বিচারের উপলব্ধির সাথে উপযুক্ত।
- সমাজ কর্মীদের সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়া উচিত যা নিশ্চিত করতে চায় যে সমস্ত লোক তাদের মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ, কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং পরিষেবাগুলিতে সমান অ্যাক্সেস পাবে।
- সমাজ কর্মীদের অবশ্যই সর্বজনীন জরুরী পরিস্থিতিতে উপযুক্ত পেশাদার পরিষেবা প্রদান করতে হবে যেমন—প্রাকৃতিক এবং মানবসৃষ্ট দুর্যোগ যতটা সম্ভব।
- সমাজ কর্মীদের অবশ্যই সকলের জন্য পছন্দ এবং সুযোগ সম্প্রসারণে সাড়া দিতে হবে, দুর্বল, সুবিধাবঞ্চিত, নিপীড়িত, এবং শোষিত ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর প্রতি বিশেষ উল্লেখ সহ তাদের ক্ষমতায়নের জন্য জনগণের অংশগ্রহণের প্রচার করতে হবে।
- সমাজ কর্মীদের তাদের সামর্থ্যের মধ্যে যেকোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা শ্রেণীর বিরুদ্ধে যেকোনো ধরনের অবিচার, শোষণ এবং বৈষম্য প্রতিরোধ ও নির্মূল করতে হবে। তাদের উচিত সামাজিক নীতি ও প্রতিষ্ঠান গঠনে জনমতের জন্য জনগণের অংশগ্রহণ ত্বরান্বিত করা।

শৃঙ্খলামূলক পদক্ষেপ: পেশাদার আচরণবিধি স্বেচ্ছায় দত্তক নেওয়ার জন্য হলেও, NAPSWI-এর সমস্ত সদস্যদের জন্য শৃঙ্খলাবিধি সমানভাবে প্রযোজ্য। এর সংবিধানে আরও বলা হয়েছে যে সদস্যদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত থাকতে হবে এবং NAPSWI-এর নিয়ম ও প্রবিধানের সাথে নিজেকে জমা দিতে ইচ্ছুক। এটা বোঝানো হয় যে যারা এর সংবিধানের প্রতি আস্থা ও আনুগত রাখেন না, তারা সংগঠন ছেড়ে যেতে পারেন বা জেনেশুনে লঙ্ঘন করলে সংশোধনমূলক ব্যবস্থার জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সম্মুখীন হতে পারেন।

যেকোন নৈতিকতার শৃঙ্খলা বিধির স্পিরিট ন্যূনতম আচরণের স্তরের উপর ভিত্তি করে যার নিচে কোন পেশাদার সমাজকর্মী শাস্তিমূলক ব্যবস্থার অধীন না হয়ে পড়ে যেতে পারে না। শৃঙ্খলামূলক নিয়মগুলি তাদের পেশাদার কার্যকলাপের প্রকৃতি নির্বিশেষে সকল সদস্যের জন্য অভিন্নভাবে প্রয়োগ করা উচিত। এই কোড অফ এথিক্সের বিধানটি প্রতিরোধমূলক শিক্ষার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে এবং এর ফলে উদ্ভূত দ্বন্দ্ব সমাধানের জন্য ব্যাখ্যামূলক নির্দেশিকা ব্যবহার করা যেতে পারে।

অঙ্গীকার: একটি অঙ্গীকার মূলত একটি আনুষ্ঠানিক প্রতিশ্রুতি যা আমরা যেকোনো মূল্যে পালন করতে গ্রহণ করি। এই অঙ্গীকার একজন পেশাদার সমাজকর্মীর যাত্রায় একটি নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করবে। NAPSWI যে কোনো সামাজিক কর্ম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সামাজিক কর্ম পেশায় আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণে যোগদানকারী ব্যক্তিদের সহ সকল পেশাজীবীদের পরিচালনার অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে। পেশাগত আচার-আচরণ এবং আচরণে অঙ্গীকারকে অভ্যন্তরীণ করার জন্য এবং সম্ভাব্য সকল জায়গায় শেয়ার, প্রচার এবং প্রচার করার জন্য প্রতিটি পেশাদার সমাজকর্মীর প্রচেষ্টা থাকবে।

ক্রমাগত আপডেট করা: পেশাদার সমাজ কর্মীদের জন্য নীতিশাস্ত্রের কোড ভারতে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং সমাজকর্মের পেশাদার সংস্থাগুলি সহ সমগ্র সমাজকর্মের ভ্রাতৃত্বের জন্য ইচ্ছুক। NAPSWI-এর সকল সদস্য শিক্ষা, গবেষণা এবং অনুশীলন সম্পর্কিত তাদের কাজ সম্পাদন করার সময় এটি অনুসরণ করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। সমাজের মূল্যবোধ এবং অনুশীলনগুলি ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে তা বিবেচনায় রেখে, NAPSWI-এর দায়িত্ব রয়েছে যথাযথ বিরতিতে এবং আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় আদেশ অনুসারে এই নীতিশাস্ত্র সংশোধন করার এবং ভারতে সমাজ কর্ম পেশার জন্য এর প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখার। আরও উন্নতির জন্য NAPSWI সর্বদা মন্তব্য এবং পরামর্শগুলিকে স্বাগত জানাই।

2.19 উপসংহার

নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের সাথে সাধারণ নীতির জ্ঞান আমাদের শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিক এবং পেশাদার পদ্ধতিতে কাজ করতে সাহায্য করবে।

2.20 প্রশ্নাবলী

সমাজকর্মের নীতিগুলো উপযুক্ত উদাহরণসহ লিখ। সমাজকর্মের মূল্যবোধ কি? সমাজকর্মের নৈতিক নীতিগুলো আলোচনা কর।

2.21 তথ্যসূত্র

- NAPSWI. (2015). *Code of Ethics for Professional Social Workers in India.* Ahmednagar: NAPSWI.
- NASW. (n.d.). *Read the Code of Ehics.* Retrieved June 26, 2021, from NASW: https://www.socialworkers.org/About/Ethics/Code-of-Ethics/Code-of-Ethics-English

একক 3 ❐ পেশাগত সামাজিক কাজের নীতিমালা

3.1 উদ্দেশ্য

3.2 ভূমিকা

3.3 সমাজকর্মের সংজ্ঞা

3.4 সমাজকর্মের সাধারণ নীতি

3.5 গ্রহণের নীতি

3.6 সমাজকর্মের মূল্যবোধ

3.7 ব্যক্তির মর্যাদা এবং মূল্য

3.8 নৈতিক নীতি

3.9 উপসংহার

3.10 প্রশ্নাবলী

3.11 তথ্যসূত্র

3.1 উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীরা নৈতিকতার কোড সম্পর্কে একটি বিস্তৃত জ্ঞান পাবে, এইভাবে এই জ্ঞান তাদের পেশাদার দক্ষতা বৃদ্ধি করবে।

3.2 ভূমিকা

সমাজকর্ম হল একটি একাডেমিক শৃঙ্খলা এবং অনুশীলন-ভিত্তিক পেশা যা ব্যক্তি, পরিবার, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় এবং সমাজকে এর প্রাঙ্গনের মধ্যে একটি সামগ্রিক উপায়ে অন্তর্ভুক্ত করে যাতে মৌলিক চাহিদা মেটাতে এবং সামাজিক কার্যকারিতা, আত্ম-সংকল্প, সম্মিলিত দায়িত্ব এবং সামগ্রিকভাবে ভালভাবে উন্নত করা যায়। - হচ্ছে সমাজকর্ম সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, জনস্বাস্থ্য, আইন, সম্প্রদায়ের উন্নয়ন এবং অর্থনীতি ইত্যাদির মত বিভিন্ন শাখার তত্ত্ব ও নীতির সাথে সম্পর্কিত এবং ক্লায়েন্ট সিস্টেম, আচরণ মূল্যায়ন এবং উন্নয়নমূলক হস্তক্ষেপের সাথে জড়িত কারণ এই নির্দিষ্ট শৃঙ্খলা সামাজিক এবং ব্যক্তিগত সমস্যা এবং সামাজিক পরিবর্তন ত্বরান্বিত।

3.3 সমাজকর্মের সংজ্ঞা

সমাজকর্মের সংজ্ঞাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। সমাজকর্ম পেশার গতিপথের উপর সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বেশ কয়েকটি সংস্থার দ্বারা কিছু সংজ্ঞা দেওয়া হয়। অন্যান্য সংজ্ঞাগুলি বিভিন্ন বিশিষ্ট লেখক দ্বারা লেখা হয়েছে:

নিম্নলিখিত সংজ্ঞাটি জুলাই ২০১৪-এ IFSW (ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ সোশ্যাল ওয়ার্ক) সাধারণ সভা

এবং IASSW (ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ স্কুল অফ সোশ্যাল ওয়ার্ক) সাধারণ পরিষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন, সামাজিক সংহতি এবং মানুষের ক্ষমতায়ন ও মুক্তি এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের নীতি, মানবাধিকার, সম্মিলিত দায়িত্ব এবং বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা সমাজকর্মের কেন্দ্রবিন্দু। সমাজকর্ম, সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিকতা এবং দেশীয় জ্ঞানের তত্ত্ব দ্বারা আবদ্ধ। সমাজকর্ম মানুষের এবং কাঠামোকে জীবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে এবং সুস্থতা বাড়াতে নিযুক্ত করে।

3.4 সমাজকর্মের সাধারণ নীতি

সমাজের অভ্যন্তরে সামাজিক পরিবর্তন এবং সমাজ কল্যাণ প্রচারের জন্য বৃহত্তর জ্ঞানের প্রয়োগ হিসাবে সমাজকর্মকে স্বীকৃত করা যেতে পারে। সমাজকর্মের পেশা বিভিন্ন বঞ্চনা এবং সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে সচেতনতা জাগানোর জন্য, প্রমাণ-ভিত্তিক তত্ত্ব এবং ক্রিয়াকলাপগুলি সনাক্তকরণ এবং অনুশীলন করার জন্য, ব্যক্তিকে ক্ষমতায়ন করা এবং সমগ্র সমাজ ব্যবস্থা জুড়ে অবিচার সংস্কারে সহায়তা করার জন্য জনগণের প্রয়োজনীয়তার জন্য লবিং করার জন্য দায়ী। সমাজকর্মের সমগ্র পেশা নির্দিষ্ট কিছু নীতির উপর ভিত্তি করে যা একজন পেশাদার সমাজকর্মীকে সমগ্র সমাজের ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় এবং ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করতে চালিত করে।

নীতিগুলি বিশ্বাস এবং করণীয় এবং না করার পথ নির্দেশ করে। সমাজকর্মের নীতিগুলি অভিজ্ঞতা এবং গবেষণা থেকে উদ্ভূত বিবৃতির ঘোষণার নির্দেশিকা। সমাজকর্মের সর্বাধিক আলোচিত নীতিগুলি নিম্নরূপ:

3.5 গ্রহণের নীতি

এই সুনির্দিষ্ট নীতি সমাজকর্মীকে স্বতন্ত্র ক্লায়েন্টকে গ্রহণ করতে সক্ষম করে কারণ সে তার সমস্ত সীমাবদ্ধতার সাথে আছে। সমাজকর্ম বিশ্বাস করে যে গ্রহণই সমস্ত সাহায্যের মূল। সমাজকর্মীর একজন ক্লায়েন্টের প্রতি শত্রুতা বোধ করা উচিত নয় কারণ তার আচরণ অনুমোদিত ব্যক্তি থেকে বিচ্যুত হয়। গ্রহণযোগ্যতার নীতির মধ্যে রয়েছে যে সমাজকর্মীকে অবশ্যই স্বতন্ত্র ক্লায়েন্টকে বুঝতে হবে, স্বীকার করতে হবে, গ্রহণ করতে হবে এবং তার সাথে একটি সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে যেমন সে আসলে, সমাজকর্মী তাকে যেমন হতে চায় বা মনে করে যে সে হওয়া উচিত।

ব্যক্তিকরণের নীতি:

ব্যক্তিকরণের নীতি কার্যকর সমাজকর্ম অনুশীলনের জন্য মৌলিক। সমাজকর্ম বিশ্বাস করে যে প্রতিটি ব্যক্তি অনন্য। প্রতিটি ব্যক্তি প্রকৃতি এবং আচরণে অন্য প্রতিটি ব্যক্তির থেকে আলাদা। যেমন আমরা জানি যে ব্যক্তি তার থাম্ব প্রিন্ট হিসাবে অনন্য। সোশ্যাল ওয়ার্কার প্রতিটি ক্লায়েন্টের সমস্যাকে সুনির্দিষ্ট হিসাবে দেখেন এবং ক্লায়েন্টকে বিশেষ সমস্যা পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য ক্লায়েন্টের জন্য সবচেয়ে সন্তোষজনক উপায় এবং সংস্থান খুঁজে পেতে এগিয়ে যেতে সহায়তা করেন।

যোগাযোগের নীতি:

যোগাযোগ একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া যা বেশিরভাগ সমস্যা যা ব্যথা দেয় তা হল যোগাযোগের সমস্যা। যখন যোগাযোগ অপর্যাপ্ত হয় তখন সমস্যাগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বা ভুল বোঝাবুঝির কারণে ঘটে। সমাজকর্মীর যোগাযোগ ধরতে যথেষ্ট দক্ষতা থাকতে হবে। সমাজকর্মের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সঠিক যোগাযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ

ক্লায়েন্ট এবং কর্মীর পটভূমি ভিন্ন হতে পারে, ক্লায়েন্ট এবং কর্মীর মানসিক অবস্থা ভিন্ন হতে পারে। তাই সমাজকর্মীকে তার এবং ক্লায়েন্টের মধ্যে যোগাযোগ সঠিকভাবে দেখার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করা উচিত। ক্লায়েন্টকে তার চিন্তাভাবনা অনুভূতি এবং ঘটনাগুলি প্রকাশ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করা উচিত।

গোপনীয়তার নীতি:

সমাজকর্ম বিশ্বাস করে যে ক্লায়েন্টকে পেশাদার সহায়তা প্রদানের প্রক্রিয়া চলাকালীন, ক্লায়েন্টকে একটি সামাজিক সংস্থার সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদের সম্পর্কে ব্যক্তিগত তথ্য ভাগ করতে হতে পারে। কিন্তু এই বিশেষ নীতিটি সমাজকর্মীকে ক্লায়েন্টের ব্যক্তিগত তথ্য এবং অন্যান্য এজেন্সি এবং ব্যক্তির গোপনীয়তা বজায় রাখতে চালিত করে এবং শুধুমাত্র ক্লায়েন্টদের সম্মতিতে পরামর্শ করা উচিত।

আত্ম-সংকল্পের নীতি:

নীতিটি ক্লায়েন্টের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের উপর জোর দেয়। প্রতিটি স্বতন্ত্র ক্লায়েন্টের অধিকার রয়েছে তার জন্য কী উপযুক্ত তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার এবং এটি সম্পন্ন করার উপায় এবং কৌশলগুলি নির্ধারণ করে। অন্য কথায়, সমাজকর্মীর ক্লায়েন্টদের উপর সিদ্ধান্ত বা সমাধান প্রয়োগ করা উচিত নয় কারণ ক্লায়েন্ট তার কাছে সাহায্যের জন্য এসেছে। তাই, সমাজকর্মীর উচিত ক্লায়েন্টকে তার সামাজিক পরিস্থিতিতে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি তৈরি করতে সহায়তা করা এবং গাইড করা এবং তাকে ভালো এবং গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত পছন্দ করতে উৎসাহিত করা এবং জড়িত করা।

নিয়ন্ত্রিত মানসিক জড়িত থাকার নীতি:

এই নীতি সমাজকর্মের পেশাদারদেরকে ক্লায়েন্টের কঠিন পরিস্থিতিতে বা খুব বেশি উদ্দেশ্যমূলক হওয়ার জন্য ব্যক্তিগতভাবে খুব বেশি প্রশ্রয় না দেওয়ার জন্য গাইড করে। তাই সমাজকর্মীর উচিত যুক্তিসঙ্গত মানসিক দূরত্ব বজায় রাখা, এমনকি ক্লায়েন্টের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করার সময়ও সমাজকর্মীর উচিত ক্লায়েন্টের কঠিন পরিস্থিতি বোঝার জন্য করুণা বা উদাসীনতা না দেখানো। (.H, ২০২০)

3.6 সমাজকর্মের মূল্যবোধ

মূল্যবোধ হল মৌলিক এবং মৌলিক বিশ্বাস যা মনোভাব, আচরণ বা কর্মকে নির্দেশিত বা অনুপ্রাণিত করে। মূল্যবোধের মধ্যে রয়েছে নৈতিক ধারণা, সাধারণ ধারণা বা বিশ্ব বা পরিবেশের প্রতি অভিযোজন বা কখনও কখনও এর অর্থ কেবল আগ্রহ, মনোভাব, পছন্দ, চাহিদা, অনুভূতি এবং বক্তব্য। সমাজকর্মের ছয়টি প্রধান মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে নৈতিক নীতিগুলি যা প্রতিফলিত করে এবং সেগুলি নিম্নরূপ:

- পরিষেবা
- সামাজিক বিচার
- ব্যক্তির মর্যাদা এবং মূল্য
- মানব সম্পর্কের গুরুত্ব এবং কেন্দ্রীয়তা
- অখণ্ডতা
- কর্মদক্ষতা

পরিষেবা

- ব্যক্তি, পরিবার এবং সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়ন সকল সমাজকর্মীদের একটি প্রাথমিক লক্ষ্য। সেবা হল সেই মূল্য যেখান থেকে অন্যান্য সকল সমাজকর্মের মূল্যবোধ উদ্ভূত হয়। সমাজকর্মীরা নিয়মিতভাবে তাদের সম্প্রদায়ের চাহিদাকে তাদের নিজস্ব স্বার্থের ঊর্ধ্বে উন্নীত করে এবং তাদের দক্ষতা এবং জ্ঞান (শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা থেকে) ব্যবহার করে অন্যদের মঙ্গল বৃদ্ধি করে। উপরন্তু, সমাজকর্মীরা প্রায়ই তাদের পেশাগত প্রতিশ্রুতির উপরে এবং তার বাইরে তাদের সময় বা দক্ষতা ব্যবহার করে।
- উদাহরণস্বরূপ, COVID-১৯ মহামারী চলাকালীন, অনেক সমাজকর্মী পারস্পরিক সহায়তা, সম্প্রদায়ের খাবার এবং পিপিই ড্রাইভের সমন্বয় করেছিলেন।

সামাজিক বিচার

- সমাজকর্মীরা নিপীড়িত, প্রান্তিক এবং যারা তাদের কণ্ঠস্বর প্রসারিত করতে চান তাদের পক্ষে ওকালতি করেন। তারা প্রায়শই দারিদ্র্য, গৃহহীনতা, বৈষম্য, হয়রানি এবং অন্যান্য ধরনের অবিচারের মতো বিষয়গুলিতে ফোকাস করে। সমাজকর্মীরা সমতা খুঁজছেন এমন ব্যক্তিদের তথ্য, সহায়তা এবং অন্যান্য সংস্থান সরবরাহ করে এবং তারা এমন লোকেদের শিক্ষিত করে যারা আমাদের সমাজে একই স্তরের সুযোগ-সুবিধা নাও থাকতে পারে এমন অন্যদের সংগ্রাম সম্পর্কে সরাসরি বৈষম্য অনুভব করতে পারে না।
- অন্যায় মোকাবেলায় সমাজকর্মীদের প্রচেষ্টার মধ্যে রয়েছে তাদের নিজেদের পক্ষপাতিত্ব পরীক্ষা করা এবং অন্যদেরকে একই কাজ করতে উৎসাহিত করা। তারা আরও ন্যায়সঙ্গত সমর্থন ব্যবস্থা তৈরি করতে এবং ব্যক্তি এবং সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্য এবং মঙ্গলকে বৈষম্যের ক্ষেত্রে অবদান রাখে এমন কাঠামোগত অবস্থা সনাক্ত করতে কাজ করে।

3.7 ব্যক্তির মর্যাদা এবং মূল্য

- সমাজকর্মীরা চিন্তাভাবনা এবং আচরণে ব্যক্তিগত পার্থক্যের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক এবং জাতিগত বৈচিত্র্য সম্পর্কে সচেতন। শুধুমাত্র প্রতিটি ব্যক্তির সাথে মর্যাদা এবং সম্মানের সাথে আচরণ করার মাধ্যমেই সামাজিক কর্মীরা তাদের গ্রাহকদের তাদের নিজস্ব চাহিদা মোকাবেলা করার এবং তাদের ব্যক্তিগত পরিস্থিতির উন্নতি করার ক্ষমতা এবং সুযোগকে উন্নীত করতে পারে। সমাজকর্মীদের অবশ্যই পৃথক ক্লায়েন্ট এবং সামগ্রিকভাবে সমাজ উভয়ের প্রতি তাদের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং তাদের ক্লায়েন্টদের জন্য সমাধান খুঁজতে হবে যা সমাজের বৃহত্তর স্বার্থকে সমর্থন করে।
- সমাজকর্মীরা ব্যক্তিদের মর্যাদা এবং মূল্যকে হুমকির মুখে ফেলে এমন বিষয়গুলিকে দূর করতে চায়, কিন্তু তারা এমন একটি শালীন পদ্ধতির সাথে তা করে যা পার্থক্যকে সম্মান করে এবং স্ব-নিয়ন্ত্রণকে সম্মান করে। তাদের নিজস্ব মূল্যবোধ আরোপ করার পরিবর্তে, সমাজকর্মীরা তাদের ক্লায়েন্টদের মূল্যবোধ এবং তারা যে সম্প্রদায়গুলিকে পরিবেশন করে সেগুলিকে কাজে লাগান।

মানবিক সম্পর্কের গুরুত্ব

- সমাজকর্মীরা এমন ব্যক্তিদের সাথে সংযোগ স্থাপন করে যাদের সাহায্যের প্রয়োজন এবং এমন প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিদের সাথে যারা উপযুক্ত সাহায্য প্রদান করতে পারে। সমাজকর্মীরা স্বীকার করেন যে মানব সম্পর্ক সহজ করা পরিবর্তন তৈরির জন্য একটি কার্যকর বাহন হতে পারে এবং তারা সম্ভাব্য অংশীদারদের জড়িত করার ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করে যারা পরিবার, প্রতিবেশী এবং সমগ্র সম্প্রদায়ের মঙ্গল তৈরি করতে, বজায় রাখতে এবং উন্নত করতে পারে।
- চ্যালেঞ্জিং সামাজিক পরিস্থিতি, যেমন COVID-১৯ মহামারী দ্বারা সৃষ্ট, স্বাস্থ্য এবং নিরাময় সমর্থনে মানব সম্পর্কের অপরিহার্য ভূমিকা তুলে ধরে। সমাজকর্মীরা শুধুমাত্র ব্যক্তি এবং সম্প্রদায়ের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং বজায় রাখে না, তারা তাদের ক্লায়েন্টদের এমন সম্পর্ক সনাক্ত করতেও সাহায্য করে যা তাদের জন্য সহায়ক এবং এমন সম্পর্ক ত্যাগ করতে দেয় যা তাদের জন্য নয়।

অখণ্ডতা

- এই সম্পর্কগুলিকে সহজতর করতে এবং অন্যদেরকে তাদের জীবন উন্নত করতে ক্ষমতায়ন করতে, সমাজকর্মীদের অবশ্যই এমনভাবে কাজ করতে হবে যা বিশ্বাসের জন্ম দেয়। প্রতিটি সমাজকর্মীকে অবশ্যই পেশার মিশন, মূল্যবোধ এবং নৈতিক নীতি ও মান সম্পর্কে ক্রমাগত সচেতন থাকতে হবে এবং তাদের ক্লায়েন্টদের জন্য এই উপাদানগুলির একটি ভাল উদাহরণ স্থাপন করতে হবে। সততার সাথে আচরণ করে এবং ব্যক্তিগত সততা প্রদর্শনের মাধ্যমে, সামাজিক কর্মীরা যে সংস্থাগুলির সাথে তারা সম্পৃক্ত তাদের প্রচার করতে পারে এবং তারা যে জনসংখ্যার সেবা করে তাদের জন্য সর্বাধিক মূল্য তৈরি করতে পারে।
- সমাজকর্মের একটি প্রাসঙ্গিক প্রবণতা হল পেশার ব্যবহার এবং সোশ্যাল মিডিয়ার প্রতি আগ্রহ। ২০২০ সালে সোশ্যাল সায়েন্সেস অ্যান্ড হিউম্যানিটিজ ওপেন দ্বারা প্রকাশিত একটি সমীক্ষা রিপোর্ট করে যে সমাজকর্মের পেশা 'মানব ও নাগরিক অধিকারের সমস্যা হিসাবে ডেটা গোপনীয়তা সুরক্ষাকে বিবেচনা করে' এবং 'সমাজকর্ম সামাজিক মিডিয়া তথ্য অন্তর্ভুক্ত করার সমর্থন করে'।

কর্মদক্ষতা

- পেশাদার সমাজকর্মীরা প্রায়শই সমাজকর্ম স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রী ধারণ করে, তবে তাদের জ্ঞানের একটি ন্যায্য পরিমাণ আসে কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন থেকে। NASW কোড অফ এথিক্সে বর্ণিত সমাজকর্মের মূল্যবোধের অংশ হিসাবে, প্রতিটি সমাজকর্মীকে অবশ্যই তাদের যোগ্যতার সুযোগের মধ্যে অনুশীলন করতে হবে এবং সম্ভাব্য ক্লায়েন্টদের কাছে দক্ষতা বা অভিজ্ঞতাকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা এড়াতে হবে।
- সমাজকর্মীদের অবশ্যই তাদের জ্ঞানের ভিত্তি এবং দক্ষতা প্রসারিত করার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করতে হবে যাতে তারা যে পেশায় এবং তারা যে সেবা করে তাদের অর্থপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। সমাজকর্ম একটি আজীবন শেখার প্রতিশ্রুতি, এবং অব্যাহত শিক্ষা এমন যেকোন ক্রিয়াকলাপের রূপ নিতে পারে যা একজন সমাজকর্মীর জ্ঞান এবং দক্ষতার সেটকে প্রসারিত করে: ব্যক্তিগত অধ্যয়ন এবং গবেষণা পরিচালনা করা, ওয়েবিনার এবং সম্মেলনে যোগদান করা, বা অতিরিক্ত লাইসেন্স বা ডিগ্রি অর্জন করা। (বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২১)

3.8 নৈতিক নীতি

মানবাধিকার এবং মানবিক মর্যাদা: সমাজকর্মের মূল মূল্য হল প্রতিটি মানুষের অন্তর্নিহিত মূল্য এবং মর্যাদাকে তাদের জাতি ও ধর্ম নির্বিশেষে সম্মান করা এবং প্রতিটি ব্যক্তির অধিকার রক্ষা করা। একজন পেশাদার সমাজকর্মীকে পরিষেবা প্রদানের প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সচেতন পছন্দ করতে উৎসাহিত করা উচিত এবং ক্লায়েন্টের দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের মূল্যবোধ এবং সিদ্ধান্তকে সম্মান করা উচিত। প্রতিটি ব্যক্তির শারীরিক, মনস্তাত্ত্বিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক সততা এবং সুস্থতাকে উন্নত করা এবং রক্ষা করা সমাজকর্মীর দায়িত্ব।

- আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে সম্মান করা
- অংশগ্রহণের অধিকার প্রচার করা
- প্রতিটি ব্যক্তির সাথে সামগ্রিকভাবে আচরণ করা
- শক্তি সনাক্তকরণ এবং বিকাশ করা

সামাজিক ন্যায়বিচার: একজন পেশাদার সমাজকর্মী সমাজের জন্য এবং সেইসাথে তারা যে লোকেদের জন্য কাজ করছেন তাদের জন্য সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার দায়িত্ব বহন করে। সমাজকর্মীদের সর্বদা ক্ষমতার মতো বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে যেকোনো ধরনের নেতিবাচক বৈষম্যের বিরুদ্ধে তাদের আওয়াজ তুলতে হবে, বয়স, সংস্কৃতি, লিঙ্গ বা লিঙ্গ, বৈবাহিক অবস্থা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, রাজনৈতিক মতামত, ত্বকের রঙ, জাতিগত বা অন্যান্য শারীরিক বৈশিষ্ট্য, যৌন অভিমুখীতা বা আধ্যাত্মিক বিশ্বাস। তাদের সর্বদা সামাজিক বর্জন, কলঙ্ক ও দমনকে চ্যালেঞ্জ করতে এবং এর মাধ্যমে একটি সর্বসমষ্টিমূলক সমাজ গঠনের আকাঙ্ক্ষা করা উচিত।

- নেতিবাচক বৈষম্যকে চ্যালেঞ্জ করা
- বৈচিত্র্যকে স্বীকৃতি দেওয়া
- সম্পদ সমানভাবে বিতরণ করা
- অন্যায় নীতি এবং অনুশীলনকে চ্যালেঞ্জ করা
- সংহতি কাজ।

সততা এবং সম্পৃক্ততা: সমাজকর্মীদের তাদের পেশাদার হস্তক্ষেপের মাধ্যমে সর্বদা সততা, নির্ভরযোগ্যতা, নিরপেক্ষতা, পরিশ্রম এবং স্বচ্ছতা ইত্যাদি গুণাবলী প্রদর্শন এবং সমর্থন করা উচিত। তাদের সর্বদা তাদের বিশ্বস্ততা, জবাবদিহিতা এবং পেশাদার মূল্যবোধের প্রচারের মাধ্যমে উচ্চ স্তরের পেশাদার আচরণ অনুসরণ করা উচিত। তাদের সর্বদা তাদের পেশাগত জীবনে উন্মুক্ততা এবং স্বচ্ছতার দিকে মনোনিবেশ করা উচিত এবং এমন কোনও পরিস্থিতি বা সম্পর্ক এড়ানো উচিত যা এর মাধ্যমে সততা এবং নিরপেক্ষতার জন্য বাধা হতে পারে,

- বিশ্বস্ত এবং বিশ্বস্ত হওয়া
- পেশাগতভাবে দায়বদ্ধ এবং দায়িত্বশীল হওয়া
- স্বচ্ছতার সাথে কাজ করা

সুস্থায়িত্ব: একটি প্রকল্পের সাফল্য, যার লক্ষ্য যে কোনও বৈচিত্র্যময় পরিস্থিতিতে পরিবর্তন আনা তার স্থায়িত্বের উপর নির্ভর করে এবং একজন পেশাদার সমাজকর্মীর দায়িত্ব দাতাদের সহায়তা প্রত্যাহারের পরেও এটিকে টেকসই করে তোলা। তাদের উচিৎ সেবা প্রদানের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা, স্থানীয় পর্যায়ে কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া এবং নির্দিষ্ট

সময়ের মধ্যে উত্তরাধিকারী সেবা বিকাশ করা উচিত। তাদের মাধ্যমে আগামীতে কর্মসূচির ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করতে হবে

- জনগণের অংশগ্রহণ কামনা করা
- নেতৃত্বের বিকাশ
- ক্ষমতায়ন

পরিষেবা: পেশাদার সমাজকর্মীদের অবিরাম পরিষেবা প্রদান করা উচিত শুধুমাত্র মানুষকে সাহায্য করার জন্য নয় বরং তাদের সমস্যা এবং অন্যান্য সামাজিক সমস্যাগুলি সঠিকভাবে সমাধান করা হয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য। ব্যক্তি এবং তার অধিকার এবং স্বাধীনতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য তাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা উচিত যাতে দুর্দশাগ্রস্ত মানবতার সম্মিলিত স্বার্থ আরও ভালভাবে পরিবেশন করা যায়। একজন পেশাদার সমাজকর্মী ব্যক্তি-উন্নয়ন এবং সমগ্র সমাজের সেবা করার সময় তার ব্যক্তিগত স্বার্থকে একপাশে রাখতে বাধ্য।

মানবিক সম্পর্ক: সমাজকর্মী যেহেতু মূলত মানুষের সাথে কাজ করে, তাই তাদের মধ্যে এবং মানুষের মধ্যে সম্পর্কের প্রতিটি গতিশীলতার সাথে ভালভাবে পারদর্শী হওয়া উচিত কারণ এটি সামাজিক পরিবর্তনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারকগুলির মধ্যে একটি। সমাজকর্মীরা একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষ এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ককে দৃঢ় করতে চায় এবং তা হল ব্যক্তি, পরিবার, সামাজিক গোষ্ঠী এবং সম্প্রদায়ের (NASW) মঙ্গল প্রচার, পুনরুদ্ধার, বজায় রাখা এবং উন্নত করা।

3.9 উপসংহার

এই অধ্যায়ে আমাদের শিক্ষার্থীরা সামাজিক কর্ম পেশার নৈতিকতার কোড সম্পর্কে একটি বিশদ ধারণা পেয়েছে। এই নীতিশাস্ত্রের কোডগুলি আমাদের ক্লায়েন্ট, সহকর্মী, অনুশীলন সেটিংস এবং সমাজের প্রতি আমাদের দায়িত্বগুলি জানতে সাহায্য করবে।

3.10 প্রশ্নাবলী

পেশাদার সোশ্যাল ওয়ার্কারদের জন্য নৈতিকতার কোড কি?

ক্লায়েন্ট এবং সমাজকর্ম পেশার প্রতি একজন সমাজকর্মীদের নৈতিক দায়িত্ব আলোচনা করুন।

পেশাদার সহকর্মী এবং সমাজের প্রতি একজন সমাজকর্মীদের নৈতিক দায়িত্ব সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

3.11 তথ্যসূত্র

- CASW. (n.d.). *What is Social Work*. Retrieved June 26, 2021, from Canadian Associations of Social Workers: www.casw-acts.ca.
- H, J. (2020, August 18). *What are 7 principles of Social Work* . Retrieved August 5, 2021, from Careervillage.org : https://www.careervillage.org/questions/281232/what-

are-the-7-principles-of-social-work

- NASW. (n.d.). *Read the Code of Ethics*. Retrieved August 5, 2021, from NASW-National Association of Social Workerwebsite: https://www.socialworkers.org/About/Ethics/Code-of-Ethics/Code-of-Ethics-English
- University, T. (2021, May 16). *6 Core Social Work Values and Ethics*. Retrieved August 5, 2021, from Tulane University : https://socialwork.tulane.edu/blog/social-work-values

একক 4 ❐ প্রাসঙ্গিক ধারণা সমূহ

গঠন

4.1 উদ্দেশ্য

4.2 ভূমিকা

4.3 সমাজ সেবা

4.4 সমাজ কল্যাণ

4.5 সামজ উন্নয়ন

4.6 সামাজিক পরিবর্তন

4.7 সামাজিক সহায়তা

4.8 সামাজিক ন্যায়বিচার

4.9 সামাজিক নিরাপত্তা

4.10 উপসংহার

4.11 প্রশ্নাবলী

4.12 তথ্যসূত্র

4.1 উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীরা সমাজকর্মের সাথে সম্পর্কিত পরিভাষা এবং মূল ধারণাগুলির সাথে পরিচিত হবে।

4.2 ভূমিকা

সমাজকর্মের একজন ছাত্র হিসাবে আমাদের অবশ্যই কিছু প্রাসঙ্গিক পরিষাভার অর্থ সাবধানে বুঝতে হবে যা আমরা প্রায়শই আমাদের পেশাগত জীবনে দেখতে পাই। এই অধ্যায়ে আমরা নিম্নলিখিত ধারণাগুলির সাথে পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করব—

সমাজ সেবা

সমাজকল্যাণ / সামাজিক উন্নয়ন

সামাজিক পরিবর্তন

সামাজিক সহায়তা

সামাজিক ন্যায় বিচার

সামাজিক নিরাপত্তা

মানবাধিকার

4.3 সমাজ সেবা

সমাজকর্মের মধ্যে সমাজসেবা একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, যা অনগ্রসর, দুস্থ এবং দুর্বল ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে অসংখ্য সরকারী বা বেসরকারীভাবে প্রদত্ত পরিষেবাগুলির মধ্যে যেকোনো একটি। সমাজসেবার এই পরিভাষাটি সেই পেশাকেও বোঝায় যা সম্প্রদায়কে এই ধরনের সেবা প্রদানে নিযুক্ত থাকে। সামাজিক পরিষেবাগুলি হল জনসেবাগুলির একটি পরিসর যা প্রধানত বিশেষ গোষ্ঠীগুলির প্রতি সমর্থন এবং সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে করা হয়, যা সাধারণত সুবিধাবঞ্চিতদের অন্তর্ভুক্ত করে। এগুলি পৃথক পৃথকভাবে, ব্যক্তিগত এবং স্বাধীন সংস্থাগুলি দ্বারা সরবরাহ করা হতে পারে বা একটি সরকারী সংস্থা দ্বারা পরিচালিত হতে পারে। সামাজিক পরিষেবাগুলির একটি বিধিবদ্ধ বাধ্যবাধকতা রয়েছে দুর্বল শিশু এবং বয়স্কদের কল্যাণ করার এবং প্রচার করার এবং শিশুদের এবং তাদের পিতামাতাদের জন্য বিস্তৃত পরিসরে পরিষেবা প্রদান করার। তা করা যেতে পারে সাধারণত নিজের বাড়ির পরিবেশের মধ্যে এবং একজন সমাজকর্মীর মাধ্যমে। সামাজিক পরিষেবার হস্তক্ষেপের মধ্যে আয় সহায়তা বা উপাদান সহায়তা, প্রাতিষ্ঠানিক স্থান নির্ধারণ, মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবা, অভ্যন্তরীণ স্বাস্থ্য পরিষেবা, তত্ত্বাবধান, শিক্ষা, পরিবহন, আবাসন, চিকিৎসা পরিষেবা, আইনি পরিষেবা, অভ্যন্তরীণ সহায়তা, সামাজিকীকরণ, পুষ্টি, এবং শিশু যত্ন এবং অন্যান্য অনেক কিছু। একটি 'পরিষেবা'কে 'সামাজিক' বলে অভিহিত করা হয় যখন এটি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা বা সম্মিলিত কর্মের মাধ্যমে ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের কল্যাণের বর্ধনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। অতএব, মানব কল্যাণ প্রচারের জন্য তাদের সংগঠিত জনহিতকর কর্ম হিসাবে কল্পনা করা হয়। ভারতে, সামাজিক পরিষেবাগুলিকে সাধারণত সেই সমস্ত ক্রিয়াকলাপ হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয় যেগুলি জনগণের কল্যাণ এবং উন্নতির জন্য এবং এর মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য কার্যক্রম, সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা, সামাজিক বীমা, সামাজিক সহায়তা, শিশু কল্যাণ, সংশোধন, মানসিক স্বাস্থ্যবিধি, বিনোদন, শ্রম সুরক্ষা, আবাসন ইত্যাদি। সামাজিক পরিষেবাগুলি স্বাস্থ্যসেবা এবং শিক্ষার মতো প্রোগ্রামগুলিকেও নির্দেশ করে, যা সাধারণ জনগণকে পরিষেবা দেয়, প্রধানত 'কল্যাণ পরিষেবা' এর মতো, দরিদ্র, প্রতিবন্ধীদের মতো দুর্বল গোষ্ঠীর জন্য নির্দেশিত সহায়তা নির্দেশ করে। এছাড়াও কিছু প্রতিকারমূলক পরিষেবা রয়েছে যা ব্যক্তিদের মৌলিক চাহিদাগুলিকে সম্বোধন করে, যারা তীব্র বা দীর্ঘস্থায়ী সঙ্কটে রয়েছে; যেমন প্রতিষেধক পরিষেবা, যা চাপ এবং বাধা কমাতে চায় যা এই ধরনের দুর্দশার কারণ হয়; এবং সহায়তামূলক পরিষেবা, যা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান এবং অন্যান্য কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজে ব্যক্তিদের কার্যকারিতা বজায় রাখা এবং উন্নত করার চেষ্টা করে।

সমাজ কল্যাণ পরিষেবাগুলি জরুরী ব্যবস্থা হিসাবে উদ্ভূত হয়েছিল যা প্রয়োগ করা হয়েছিল যখন অন্যান্য সমস্ত ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছিল। এগুলি যে কোনও সমাজে একটি প্রয়োজনীয় কাজ হিসাবে বিবেচিত হয় এবং এটি কেবল বিপন্নদের উদ্ধার করার জন্য নয় বরং একটি সমাজের চলমান, সামাজিক মঙ্গলকে উৎসাহিত করার একটি উপায় হিসাবে বিবেচিত হয়। বেশিরভাগ ব্যক্তিগত সামাজিক পরিষেবাগুলি ব্যক্তিগত ভিত্তিতে এমন লোকদের দেওয়া হয় যারা সাময়িকভাবে বা স্থায়ীভাবে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সমস্যাগুলি মোকাবেলা করতে অক্ষম। এই পরিষেবাগুলির প্রাপকদের অন্তর্ভুক্ত পরিবারগুলি যা আয় হারানো, পরিত্যাগ বা অসুস্থতার সম্মুখীন হয়েছে; শিশু এবং যুবক যাদের শারীরিক বা নৈতিক কল্যাণ ঝুঁকিতে রয়েছে; অসুস্থ; অক্ষম; দুর্বল বয়স্ক; এবং বেকার। সামাজিক পরিষেবাগুলি সাধারণত তাদের স্থানীয় সম্প্রদায়গুলিতে পরিবারগুলিকে একত্রে রাখা, আত্মীয়তার বন্ধন দুর্বল হলে বন্ধু বা প্রতিবেশীদের কাছ থেকে সমর্থন সংগঠিত করার উপর একটি উচ্চ মূল্য রাখে। যেখানে প্রয়োজন, পরিষেবাগুলি ঘরোয়া জীবন বা আবাসিক যত্নের বিকল্প রূপ প্রদান করে এবং কিশোর অপরাধী এবং অন্যান্য সামাজিকভাবে বিচ্যুত গোষ্ঠীর যত্ন ও নিয়ন্ত্রণে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

4.4 সমাজ কল্যাণ

সমাজ কল্যাণ ব্যবস্থা স্বাস্থ্যসেবা, খাদ্য নিরাপত্তা, বেকারত্বের ক্ষতিপূরণ, আবাসন সহায়তা, এবং শিশু যত্ন সহায়তার মতো কর্মসূচির মাধ্যমে ব্যক্তি এবং সম্প্রদায়কে সহায়তা প্রদান করে। সমাজ কল্যাণ এবং সমাজকর্ম উভয়ই ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক ন্যায়বিচারকে উন্নীত করার জন্য সরকারী বা বেসরকারী সামাজিক পরিষেবাগুলির বিকাশ এবং বিধানকে নির্দেশ করে। সমাজ কল্যাণ শব্দটি সাধারণভাবে গোষ্ঠী এবং ব্যক্তির মঙ্গল এবং সেইসাথে সমাজসেবা প্রদানের ব্যবস্থাকে বোঝায়। সমাজ কল্যাণের বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নের উদ্দেশ্য হল শারীরিক বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটিয়ে সমাজকর্মের অনুশীলনকে সফল করা এবং মানুষের মঙ্গল সুনিশ্চিত করা। ফ্রিডল্যান্ডারের মতে: 'সমাজ কল্যাণ হল সামাজিক পরিষেবা এবং প্রতিষ্ঠানগুলির সংগঠিত ব্যবস্থা যা ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীকে জীবন ও স্বাস্থ্যের সন্তোষজনক মান অর্জনে এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্কগুলিকে সহায়তা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যা তাদের সম্পূর্ণ সক্ষমতা বিকাশ করতে এবং তাদের মঙ্গলকে উন্নীত করার অনুমতি দেয়। তাদের পরিবার এবং সম্প্রদায়ের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সমাজকল্যাণ একটি শর্ত; এটি সমাজের লোকেদের সাহায্য করার জন্য প্রোগ্রামগুলিকে বোঝায়। সমাজকল্যাণ পরিষেবাগুলি অভাবী ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং সম্প্রদায়কে দেওয়া হয় তবে জনগণের সমস্যাগুলি মোকাবেলা করার জন্য এটির কোনও নির্দিষ্ট পদ্ধতি নেই। এটি আইন, কর্মসূচি, সুবিধা এবং পরিষেবাগুলির একটি ব্যবস্থা যা ব্যক্তিদের সুস্থতার জন্য বিধানগুলিকে শক্তিশালী করে বা নিশ্চিত করে। একটি সমাজ কল্যাণ নীতি একটি সরকার বা একটি বেসরকারি সংস্থার স্পষ্ট পছন্দ এবং অবস্থান প্রতিফলিত করে। এই ধরনের পছন্দগুলি স্পনসরকারী গোষ্ঠী বা সত্তার মূল্যবোধ, বিশ্বাস এবং নীতিগুলির সাথে আবদ্ধ এবং তৈরি করা হয়। এই পছন্দগুলি ন্যূনতম বা সীমাবদ্ধ থেকে ব্যাপক এবং বিস্তৃত পরিসরের পরিষেবাগুলির সাথে প্রোগ্রামের ফর্ম এবং কার্যকারিতাকে সরাসরি প্রভাবিত করে।

4.5 সামাজিক উন্নয়ন

'উন্নয়ন' শব্দটি সাধারণভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু এটি বিশুদ্ধভাবে অর্থনৈতিক এবং শারীরিক এর চেয়ে বেশি। এটি সরাসরি সন্তুষ্টির সাথে সম্পর্কিত যার সাথে জিএনপি, জিডিপি বা মাথাপিছু আয়ের মতো বস্তুনিষ্ঠ পরিসংখ্যানগত ব্যবস্থার সাথে সম্পর্ক সামান্যই বা কিছুই নয়। 'সামাজিক উন্নয়ন হল পরিকল্পিত প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়া যা একদিকে মানুষের চাহিদা এবং আকাঙ্ক্ষা এবং অন্যদিকে সামাজিক নীতি ও কর্মসূচির মধ্যে আরও ভাল সমন্বয় আনয়ন করে' (আহুজা, ১৯৯৩)। এটি বিস্তৃত বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে—সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমতা, সর্বজনীন শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও খাদ্য নিরাপত্তা, আবাসন ও স্যানিটেশন পরিস্থিতির ব্যবস্থা, পরিবেশ রক্ষা, সমাজের দুর্বল অংশের উন্নতি, সম্পদের পুনর্বণ্টন, নৈতিক উন্নয়ন ইত্যাদি। বিচ্ছিন্নভাবে উন্নয়ন বোঝা যায় না। এটি সামাজিক রূপান্তরের আরও সাধারণ প্রক্রিয়ার অংশ। সেই প্রক্রিয়ার কোনো পর্যায়েই আমরা অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জন বা একটি নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তৈরির বিষয়ে উদ্বিগ্ন নই।

লক্ষ্য এবং অগ্রাধিকার, এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের পর্যায়ক্রম, সামগ্রিক সামাজিক রূপান্তর প্রয়োজনীয়তা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এটি মানুষের সার্বিক কল্যাণের সাথে সম্পর্কিত। এটা শুধু বর্ধিত উৎপাদনশীলতা ছাড়াও আরো কিছু এতে অন্তর্ভুক্ত; এটি তাদের জীবনযাত্রার স্তরের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি পাওয়ার জন্য মানুষের ক্ষমতার বৃদ্ধি সম্ভব করে। সামাজিক উন্নয়ন নিম্নলিখিতগুলি অর্জনের জন্য একবারে সবকিছুতে পরিবর্তন আনে:

১. দারিদ্র্য দূরীকরণ।

২. উচ্চ সাক্ষরতা।

৩. সামাজিক ন্যায়বিচার - সুযোগের সমান বন্টন।

৪. সমাজ কল্যাণ সুবিধার উন্নতি।

৫. একটি নিরাপদ পরিবেশ।

৬. ব্যক্তিগত বৃদ্ধির সুযোগ।

৭. সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি-বৃদ্ধ বয়সে নিরাপত্তা।

৮. সমাজের দুর্বল অংশের উন্নতি।

৯. জীবনের বিভিন্ন দুর্যোগের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা প্রদান।

১০. জীবন টিকিয়ে রাখার জন্য পরম ন্যূনতম সীমার বাইরে পণ্য এবং পরিষেবাগুলিতে সমৃদ্ধকরণ এবং অ্যাক্সেস।

১১. জন্মের সময় জীবনের উচ্চ প্রত্যাশা এবং কম উর্বরতা।

১২. কর্মসংস্থানের স্তর বৃদ্ধি-কৃষিতে নিয়োজিত শ্রমের কম অনুপাত।

সামাজিক উন্নয়ন মূলত জনগণের চাহিদা মূল্যায়ন, সমাজে কিছু কাঠামোগত পরিবর্তন প্রবর্তনের সাথে জড়িত যেমন কিছু পুরানো প্রতিষ্ঠানকে বাতিল করে কিছু নতুন প্রতিষ্ঠান তৈরি করা, বা কিছু বিদ্যমান প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন করা, প্রতিষ্ঠানকে জনগণের কাছে দায়বদ্ধ করা এবং সিদ্ধান্তের সাথে লোকেদের যুক্ত কর। সামাজিক উন্নয়ন হল সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির মঙ্গলকে উন্নত করা যাতে তারা তাদের পূর্ণ সম্ভাবনায় পৌঁছাতে পারে। সমাজের সাফল্য প্রতিটি নাগরিকের মঙ্গলের সাথে জড়িত। সমাজকর্মের কাজ হল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ব্যক্তি সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে পরিবর্তন করা। সামাজিক উন্নয়ন সমাজের প্রতিষ্ঠানের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এটিকে সমাজকর্মের একটি মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে বিবেচনা করা হয়, যা সামাজিক চিকিৎসার সাথে জড়িত। সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন স্ট্র্যান্ডের ধারণাগত একীকরণের কাজ, বা 'ম্যাক্রো স্ট্রাকচারাল' অনুশীলনের জন্য কমিউনিটি সংগঠন, নীতি বিশ্লেষণ, সামাজিক পরিকল্পনা এবং প্রশাসনের মূল উপাদানগুলির সনাক্তকরণ এবং আন্তঃসম্পর্ক প্রয়োজন। আরও, সামাজিক উন্নয়ন এবং সামাজিক চিকিৎসার মধ্যে পার্থক্য এবং সাদৃশ্যগুলিও চিহ্নিত করা প্রয়োজন, উদাহরণস্বরূপ, আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে, কর্মীর যোগ্যতা, 'সম্পর্কের ব্যবহার', বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে প্রভাবিত করে এবং সম্পদের জটিলতা এবং ধ্রুবক।

4.6 সামাজিক পরিবর্তন

পরিবর্তন একটি চির-বর্তমান ঘটনা। এটা প্রকৃতির নিয়ম। সমাজ মোটেও একটি স্থির ঘটনা নয়, তবে এটি একটি গতিশীল সত্তা। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। সামাজিক কাঠামো অবিরাম পরিবর্তন সাপেক্ষে। ব্যক্তিরা স্থিতিশীলতার জন্য চেষ্টা করতে পারে, তবুও সমাজ একটি পরিবর্তনশীল ঘটনা; ক্রমবর্ধমান, ক্ষয়প্রাপ্ত, পুনর্নবীকরণ এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিজেকে সামঞ্জস্য করা। সমাজের মানবিক গঠন সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়, প্রযুক্তি প্রসারিত হয়, আদর্শ ও মূল্যবোধ নতুন উপাদান গ্রহণ করে; প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাবলী এবং কাঠামো পুনর্নির্মাণের মধ্য দিয়ে যায়। তাই কোনো সমাজ সম্পূর্ণ স্থির থাকে না। অবিরাম পরিবর্তনশীলতা মানব সমাজের খুব সহজাত

প্রকৃতি। একটি সামাজিক কাঠামো বর্তমান সম্পর্কের একটি নেক্সাস। এটি বিদ্যমান কারণ সামাজিক প্রাণীরা এটি বজায় রাখতে চায়। এটি বিদ্যমান রয়েছে কারণ সকলেই এর ধারাবাহিকতা দাবি করে। কিন্তু বিদ্যমান সামাজিক কাঠামো অনেক কারণ এবং শক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয় যা অনিবার্যভাবে এটিকে পরিবর্তন করে। সমাজ এভাবে ক্রমাগত পরিবর্তনের বিষয়।

মানুষ এবং সমাজের পরিবর্তন সমাজবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় এবং বেশ প্রভাবশালী উদ্বেগের বিষয় ছিল যখন এটি শিক্ষার শাখা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল। সামাজিক পরিবর্তনের জন্য উদ্বেগ শুধুমাত্র অতীতের পরিবর্তনগুলি অধ্যয়ন করার ক্ষেত্রেই নয় বরং 'ভবিষ্যত' উন্নয়নের তদন্তের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবর্তন মানব সমাজের সমস্ত বৈচিত্র্যকে বোঝায়। যখন ব্যক্তির জীবনযাত্রার পদ্ধতিতে পরিবর্তন ঘটে এবং সামাজিক সম্পর্ক প্রভাবিত হয়, তখন এই পরিবর্তনগুলিকে সামাজিক পরিবর্তন বলে। সামাজিক পরিবর্তন বলতে মানুষের জীবনধারায় সংঘটিত পরিবর্তনগুলিকে বোঝায়। এটি ঘটে কারণ সমস্ত সমাজই ভারসাম্যহীন অবস্থায় থাকে।

'পরিবর্তন' শব্দটি কিছু সময়ের মধ্যে পরিলক্ষিত কিছুতে একটি পার্থক্য নির্দেশ করে। তাই, সামাজিক পরিবর্তন বলতে বোঝায় যে কোনো সময়কালের যেকোনো সামাজিক ঘটনার মধ্যে পর্যবেক্ষণযোগ্য পার্থক্য। সামাজিক পরিবর্তন হলো সমাজের পরিবর্তন এবং সমাজ হলো সামাজিক সম্পর্কের জাল। তাই, সামাজিক পরিবর্তন হল সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তন। সামাজিক সম্পর্ক সামাজিক প্রক্রিয়া, সামাজিক নিদর্শন এবং সামাজিক মিথস্ক্রিয়া। এর মধ্যে রয়েছে সমাজের বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক ক্রিয়াকলাপ ও সম্পর্ক। এইভাবে, 'সামাজিক পরিবর্তন' শব্দটি সামাজিক প্রক্রিয়া, সামাজিক নিদর্শন, সামাজিক মিথস্ক্রিয়া বা সামাজিক সংগঠনের যে কোনও দিকের বৈচিত্র বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয়। সামাজিক পরিবর্তনকে সামাজিক সংগঠনের পরিবর্তন হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। যখনই কেউ দেখতে পায় যে বিপুল সংখ্যক ব্যক্তি এমন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত রয়েছে যা তাদের পূর্বপুরুষরা কিছু সময়ের আগে যে কাজগুলিতে নিয়োজিত ছিল তার থেকে ভিন্ন, কেউ একটি সামাজিক পরিবর্তন দেখতে পায়।

যখনই মানুষের আচরণ পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় থাকে, তখনই কেউ দেখতে পায় যে সামাজিক পরিবর্তন ঘটছে। মানবসমাজ মানুষের সমন্বয়ে গঠিত। সামাজিক পরিবর্তন মানে মানুষের পরিবর্তন। সামাজিক পরিবর্তনের তাত্ত্বিকরা একমত যে, 'পরিবর্তন' শব্দের বেশিরভাগ সুনির্দিষ্ট অর্থে, প্রতিটি সমাজ ব্যবস্থা সর্বদা পরিবর্তিত হচ্ছে। জীবনচক্রের মাধ্যমে জনসংখ্যার গঠন পরিবর্তিত হয় এবং এইভাবে পেশা বা ভূমিকা পরিবর্তিত হয়; সমাজের সদস্যরা শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়; সদস্যদের মধ্যে ক্রমাগত মিথস্ক্রিয়া মনোভাব এবং প্রত্যাশা পরিবর্তন করে; নতুন জ্ঞান ক্রমাগত অর্জিত এবং প্রেরণ করা হচ্ছে।

যেমন কিংসলে ডেভিস বলেছেন, 'সামাজিক পরিবর্তন বলতে শুধুমাত্র সামাজিক সংগঠনে ঘটে যাওয়া পরিবর্তনগুলিকে বোঝায় - অর্থাৎ, সমাজের কাঠামো এবং কার্যাবলী'। ম্যাকাইভার এবং পেজের মতে, "সামাজিক পরিবর্তন বলতে অনেক ধরনের পরিবর্তনের জন্য প্রতিক্রিয়াশীল একটি প্রক্রিয়াকে বোঝায়; জীবনের তৈরি অবস্থায় মানুষ পরিবর্তন করতে; মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিশ্বাসের পরিবর্তনের জন্য, এবং মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে জিনিসের জৈবিক এবং শারীরিক প্রকৃতির পরিবর্তনের জন্য।' মরিস গিন্সবার্গ সংজ্ঞায়িত করেছেন, 'সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যমে, আমি সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন বুঝতে পারি, যেমন, সমাজের আকার, গঠন বা এর অংশগুলির ভারসাম্য বা সংস্থার ধরন'।

উপরে উল্লিখিত সমস্ত সংজ্ঞা পরীক্ষা করে, উপাধিটি নির্ধারণ করে আমরা এই পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য একই সামাজিক গঠনতন্ত্র হিসাবে আলোচনা করা উচিত। দুই ধরনের যেমন (i) সমাজের পরিবর্তনের পরিবর্তন,

(ii) মূল্যবোধ এবং সামাজিক নিয়মের পরিবর্তন একত্রিত করা এবং সামাজিক নিরাপত্তা বজায় রাখা। বিশেষভাবে পরিবর্তনকে সামনে আনতে হবে।

যখন সমাজ ব্যবস্থা, সামাজিক ব্যবস্থা, সামাজিক মূল্যবোধ, প্রথা ও রাজনৈতিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য, আচরণবিধি, সমাজে আচরণ, সমাজের মান, দৃষ্টিভঙ্গি, শান্তি এবং সমাজের রাজনৈতিক এবং রাজনৈতিক কারণ পরিবর্তন, সামাজিক পরিবর্তন করা হয়েছে। যখন সামাজিক পরিবর্তন হয়, তখন সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়াতেও সেই পরিবর্তন হয়। যে ব্যক্তি একজন সক্রিয় সদস্য সে সমাজের উদ্ভব এবং লক্ষ্য সমাজের পরিবর্তন। তিনি সামাজিক পরিবর্তন আনেন এবং এই ধরনের পরিবর্তনের মাধ্যমে হন।

4.7 সামাজিক সহায়তা

সামাজিক সহায়তাকে রাষ্ট্র (বা স্থানীয়) জনসাধারণ সহায়তা ব্যবস্থা এবং সামাজিক সহায়তা স্কুলগুলি প্রথাগত ব্যবস্থার জন্য ক্ষতিকারকদের জন্য যথেষ্ট প্রসারিত হয়েছে। সামাজিক সহায়তা হল তারা যারা সহায়তা করতে পারে তাদের অক্ষম এবং তাদের সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করা হয়, যদি তারা তাদের সমর্থন করে এবং তাদের সমর্থন করে, সঠিক সামাজিক সহায়তা"। সমাজ কল্যাণ ব্যবস্থা স্বাস্থ্যসেবা, খাদ্য সুরক্ষা, বেকারত্বের ক্ষতি, আবাসন সহায়তা, এবং শিশু যত্ন সহায়তার মতো ব্যক্তি ও পরিবারকে সহায়তা প্রদান করে। ন্যাশনাল সোশ্যাল অ্যাসিট্যান্স প্লাস (এনএস) হল একটি কল্যাণমূলক কর্মসূচী যা গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রক দ্বারা হয়। গ্রামবাসীর পাশাপাশি শহর এলাকায়ও এই প্রচার করা হচ্ছে। এনএসএপি অধ্যাদেশে রাষ্ট্রীয় নীতিগত নির্দেশনামূলক নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে যা রাজ্যকে তার অর্থের মধ্যে বেশ কল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়। এগুলি নাগরিকদের জন্য জীবিকার পর্যাপ্ত। ব্যবস্থা করা, জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি, জনস্বাস্থ্যের উপায় উন্নয়ন, কর্মকাণ্ডের জন্য বিনামূল্যে এবং সক্রিয়তামূলক শিক্ষা প্রদান ইত্যাদি করা হয়েছে। বিশেষ করে, সংবিধানের ৪১ অনুচ্ছেদ দেশকে জনধারক সহায়তা প্রদানের নির্দেশ দেয়। বেকারত্ব, বার্ধক্য, বাধ্যতা এবং অক্ষমতা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে অযাচিতওয়ার ক্ষেত্রে নাগরিকরা তার অর্থনৈতিক সক্ষমতা এবং বিকাশের সীমার মধ্যে রয়েছে। এই মহৎ সীমান্ত ভারত সরকার ১৫ই আগস্ট ১৯৯৫ সালে সংসদে জাতীয় সামাজিক সহায়তা সহায়তা অন্তর্ভুক্ত করে। গত ২৮শে জুলাই ১৯৯৫ তারিখে দেশ উদ্দেশে তার সম্প্রচারে সামনের দিকে এই প্লাটিনটি। ১৫ই আগস্ট ১৯৯৫ থেকে কার্যকর। সেই অনুযায়ী সরকার। এই বিষয়গুলি ১৫ই আগস্ট ১৯৯৫ থেকে পূরণ করার জন্য একটি স্পনসরড স্কিমের হিসাবে NSAP প্রচার করেছে। ন্যাশনাল সোশ্যাল সিস্ট্যান্ট প্লাস (NSAP) তখন জাতীয় বৃদ্ধ পুরাতন পেনশন স্কিম (NOAPS), জাতীয় পরিবার সুবিধা প্রকল্প (NFBS) এবং জাতীয় মাতৃত্বকালীন সুবিধা প্রকল্প (NMBS) নিয়ে গঠিত। এই পদ্ধতিগুলি বয়স্কদের সামাজিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে, প্রাথমিক শিক্ষাদানের সুবিধা এবং মাতৃত্বের ক্ষেত্রে বিপিএল সদস্যদের জন্য। এই ব্যবস্থার লক্ষ্যমাত্রা ছিল রাজ্যগুলি তখন সেই সুবিধাগুলি প্রদান করবে বা প্রদান করবে তার নূনতম জাতীয় মান নিশ্চিত করা।

NSAP-এর বিভিন্ন স্কিমগুলির সুবিধা এবং যোগ্যতার স্কেল যখন প্রথম শুরু হয়েছিল তখন নিম্নরূপ ছিল:

I. জাতীয় বৃদ্ধ বয়স পেনশন স্কিম (NOAPS): ৬৫ বছরের বেশি বয়সী নিঃস্বদের জন্য প্রতি মাসে ৭৫ টাকা প্রদান করা হয়। এই স্কিমটি এমন নিঃস্বদেরকে কভার করে যাদের নিজের আয়ের উৎস থেকে বা পরিবারের সদস্যদের বা অন্যান্য উৎস থেকে আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের সামান্য বা কোন নিয়মিত উপায় নেই। নিঃস্বতা নির্ণয় করার জন্য, মানদণ্ড, যদি থাকে, বর্তমানে রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সরকারগুলিতে কার্যকর

রয়েছে। ভারত সরকার এই মানদণ্ডগুলি পর্যালোচনা করার এবং উপযুক্ত সংশোধিত মানদণ্ডের পরামর্শ দেওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করেছে।

II. ন্যাশনাল ফ্যামিলি বেনিফিট স্কিম (NFBS): প্রাকৃতিক কারণে মৃত্যুর ক্ষেত্রে ৫০০০ টাকা এবং প্রাথমিক রুটিওয়ালার দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর ক্ষেত্রে ২০,০০০ (২০১২) টাকা অনুদান। এই প্রকল্পের অধীনে শোকাহত পরিবারগুলিকে প্রদান করা হয়। স্কিমে নির্দিষ্ট করা প্রাথমিক রুটিউইনার, পুরুষ হোক বা মহিলা, সেই পরিবারের একজন সদস্য হতে হবে যার উপার্জন মোট পরিবারের আয়ে যথেষ্ট অবদান রাখে। ১৮ থেকে ৫৯ বছর বয়সী অর্থাৎ ১৮ বছরের বেশি বয়সী এবং ৬০ বছরের কম বয়সে এই ধরনের প্রাথমিক উপার্জনকারীর মৃত্যু ঘটলে পরিবারকে এই প্রকল্পের অধীনে অনুদান পাওয়ার যোগ্য করে তোলে।

III. ন্যাশনাল ম্যাটারনিটি বেনিফিট স্কিম (NMBS): স্কিমের অধীনে, প্রথম দুটি জীবিত জন্ম পর্যন্ত প্রতি গর্ভাবস্থায় ৩০০ টাকা প্রদান করা হয়। ভারত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মানদণ্ড অনুযায়ী সুবিধাভোগীকে দারিদ্র্য সীমার নিচের (BPL) পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। ১৯৯৮ সালে, প্রাকৃতিক কারণের পাশাপাশি দুর্ঘটনাজনিত কারণে মৃত্যুর ক্ষেত্রে NFBS-এর অধীনে সুবিধার পরিমাণ বাড়িয়ে ৪০,০০০ (২০১২) টাকা করা হয়েছিল। ন্যাশনাল ম্যাটারনিটি বেনিফিট স্কিমের অধীনে সহায়তা যা ছিল ৩০০/- টাকা, প্রতি গর্ভাবস্থায় ৫০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

NSAP-এর সমস্ত উপাদানের জন্য প্রযোজ্য সাধারণ শর্তগুলির পাশাপাশি প্রতিটি উপাদানের জন্য প্রযোজ্য নির্দিষ্ট শর্ত অনুসারে রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে NSAP প্রয়োগ করা হয়। NSAP স্কিমগুলি মূলত রাজ্যগুলির সমাজকল্যাণ বিভাগগুলি দ্বারা বাস্তবায়িত হয়। কিন্তু NSAP অন্ধ্র প্রদেশ, আসাম, গোয়া, মেঘালয় এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে গ্রামীণ উন্নয়ন বিভাগ দ্বারা বাস্তবায়িত হয়; উড়িষ্যা এবং পুদুচেরির মহিলা ও শিশু উন্নয়ন বিভাগ দ্বারা; কর্ণাটক এবং তামিলনাড়ুর রাজস্ব বিভাগ এবং ঝাড়খণ্ডের শ্রম কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ বিভাগ দ্বারা। NSAP গ্রামীণ এবং শহুরে উভয় ক্ষেত্রেই বিস্তৃত। যদিও NSAP-এর অধীনে বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন সারা দেশে অভিন্ন নয়, তবুও নোডাল অফিসারদের মিটিং এবং ত্রৈমাসিক PRC মিটিংয়ে রাজ্য সরকারের আধিকারিকদের সাথে বাস্তবায়নের বিষয়গুলি নিয়মিত আলোচনা করা হচ্ছে।

4.8 সামাজিক ন্যায়বিচার

সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য, নৈতিক নীতি হল 'সমাজকর্মীরা সামাজিক অবিচারকে চ্যালেঞ্জ করে।' নীতিশাস্ত্রের কোড এই নীতির উপর প্রসারিত হয়: সমাজকর্মীরা প্রয়োজনীয় তথ্য, পরিষেবা এবং সংস্থানগুলিতে অ্যাক্সেস নিশ্চিত করার জন্য প্রচেষ্টা করে; সুযোগের সমতা; এবং সকল মানুষের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণে অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ। সমাজকর্মীরা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে সামাজিক নীতি ও প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবিত করতে এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রচারের ক্ষমতা দেয়। মৌলিক চাহিদা মেটাতে এবং সম্পূর্ণ বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ এবং সুযোগগুলিতে সকল মানুষের সমান অ্যাক্সেস রয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য সমাজকর্মীরা পরিবর্তনের পক্ষে কথা বলেন। সমাজকর্মীরা নির্বাচিত আধিকারিকদের লবিং করে, পরিবর্তন আনতে তাদের নিজস্ব সংস্থার মধ্যে কাজ করে, বা সম্প্রদায়ের নির্দিষ্ট সমস্যাগুলির জন্য জোট গঠনের মাধ্যমে তাদের ওকালতি কাজ করতে পারে। সমাজকর্মীরা সম্প্রদায়গুলিকে পরিবর্তনের পক্ষে সমর্থন করার ক্ষমতা দেয় এবং তারা নিজেরাও কিছু কাজ করে। সামাজিক ন্যায়বিচার সমাজের বিভিন্ন দিক জুড়ে ন্যায্যতা প্রচার করে। উদাহরণস্বরূপ, এটি সমান অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত এবং কর্মক্ষেত্রের সুযোগ প্রচার করে। এটি ব্যক্তি এবং সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা এবং নিরাপত্তার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক ন্যায়বিচারের

নীতিগুলি কার্যকর স্বাস্থ্য প্রচারের একটি অপরিহার্য অংশ। সামাজিক ন্যায়বিচারের চারটি আন্তঃসম্পর্কিত নীতি রয়েছে; ইক্যুইটি, অ্যাক্সেস, অংশগ্রহণ এবং অধিকার। সামাজিক ন্যায়বিচারের আকাঙ্ক্ষা, যার মাধ্যমে প্রতিটি শ্রমজীবী পুরুষ এবং মহিলা স্বাধীনভাবে দাবি করতে পারে এবং সুযোগের সমতার ভিত্তিতে তাদের সম্পদের ন্যায্য অংশ যা তারা তৈরি করতে সাহায্য করেছে, আজও ততটাই দুর্দান্ত ছিল যখন এটি আইএলও তৈরি হয়েছিল। ১৯১৯. সামাজিক ন্যায়বিচার হল এমন দৃষ্টিভঙ্গি যে প্রত্যেকের সমান অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক অধিকার এবং সুযোগের যোগ্য। সামাজিক কর্মীদের লক্ষ্য সবার জন্য, বিশেষ করে যাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তাদের জন্য প্রবেশাধিকার এবং সুযোগের দ্বার উন্মুক্ত করা। সামাজিক ন্যায়বিচার বলতে বোঝায় একটি সমাজের সামগ্রিক ন্যায্যতা এবং যে পদ্ধতিতে এটি তার পুরস্কার এবং লোকেদের উপর বোঝা ভাগ করে। প্রান্তিক গোষ্ঠীর সাথে কাজ করা, সামাজিক ন্যায়বিচার এজেন্ট বা উকিলরা সমাজের মধ্যে সমতা আনয়নের সাথে সম্পর্কিত। ঐতিহাসিকভাবে এবং তাত্ত্বিকভাবে, সামাজিক ন্যায়বিচারের ধারণা হল যে সমস্ত লোকের সম্পদ, স্বাস্থ্য, মঙ্গল, ন্যায়বিচার, সুযোগ-সুবিধা এবং সুযোগের সমান অ্যাক্সেস থাকা উচিত তাদের আইনী, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা অন্যান্য পরিস্থিতি নির্বিশেষে। সামাজিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলি আজকের সমাজকর্মীদের খুব মিশন বিবৃতিতে এমবেড করা হয়েছে। ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ সোশ্যাল ওয়ার্কার্স কোড অফ এথিক্স সামাজিক কর্মীদের অন্যদের সাথে তাদের কাজের সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রচারের প্রয়োজনীয়তার রূপরেখা দেয়। সামাজিক ন্যায়বিচার পেশার ছয়টি মূল মূল্যবোধের একটি। সমাজকর্মের সামাজিক ন্যায়বিচারের উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে শিশুরা সমান সুযোগ পায়, সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে এবং সমাজের সদস্য হিসাবে উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক প্রয়োজনীয়তাগুলি তাদের সরবরাহ করা হয়। সামাজিক কর্মে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রচারের মাধ্যমে, সমাজকর্মীরা তাদের অপ্রাপ্ত বয়স্কদের সমাজ কল্যাণও বাড়ায়।

সামাজিক কর্মে সামাজিক ন্যায়বিচার একজন সমাজকর্মীর দৈনন্দিন কর্তব্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হতে পারে। সামাজিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলি প্রতিবন্ধী, দরিদ্র, বয়স্ক এবং শিশু থেকে সকলের সাথে সমাজকর্মে প্রয়োগ করা হয়। যখন সমাজকর্মীরা শিশুদের সাথে সামাজিক ন্যায়বিচারের কাজে নিয়োজিত হন, তখন শিশুরা তাদের যা প্রয়োজন তা নিশ্চিত করার জন্য তারা যা করতে পারে তা করে এবং প্রক্রিয়ায় মানুষের মতো এবং সম্মানের সাথে আচরণ করা হয়। একজন সমাজকর্মী হিসাবে শিশুদের সাথে তাদের সমাজকর্মে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রচার করা কঠিন হতে পারে, কারণ তাদের চাহিদা এবং আকাঙ্ক্ষাগুলি প্রায়শই উপেক্ষা করা যেতে পারে বা গুরুত্বহীন বলে বিবেচিত হতে পারে। আমলাতান্ত্রিক গোলমালের মধ্যে তাদের তরুণ অভিযোগের কণ্ঠস্বর শোনা যায় তা নিশ্চিত করার জন্য তাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। প্রাপ্তবয়স্কদের মতো শিশুদের জন্য সামাজিক ন্যায়বিচার অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করা একজন সমাজকর্মীর পেশাগত দায়িত্বের অংশ। সমাজকর্মীদের অবশ্যই নিপীড়ন, নেতিবাচক বৈষম্য, মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং অর্থনৈতিক অবিচারের মতো বিষয়গুলি থেকে মানুষকে রক্ষা করতে হবে। তাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে লোকেরা তাদের বয়স, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, মানসম্পন্ন শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবার অ্যাক্সেস এবং মানব মর্যাদাকে উন্নীত করে এমন জীবনযাত্রার জন্য উপযুক্ত মাত্রার স্বাধীনতা পায়। তারা সমাজকর্ম এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের মধ্যে সাধারণ থ্রেডকে স্বীকৃতি দেয় এবং এই সামাজিক ন্যায়বিচার নীতিগুলি শিশুদের পাশাপাশি প্রাপ্তবয়স্কদের সাথে তাদের কাজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে। একজন নিবেদিতপ্রাণ সমাজকর্মীকে তাদের অভিযোগের সুস্থ শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সমাজকর্মে সামাজিক ন্যায়বিচার দেখতে হবে। ১৯ শতকের শেষের দিকে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর থেকে, সমাজকর্ম সর্বদা সামাজিক ন্যায়বিচারের বিষয়গুলিতে মনোযোগ দিয়েছে। এর শুরু থেকে, সমাজকর্মীরা 'কেস' এবং 'কারণ' এর মধ্যে জটিল সম্পর্কের সাথে লড়াই করেছে এবং ব্যক্তি যন্ত্রণার উন্নতি এবং সামাজিক পরিবর্তনের

মধ্যে যা বৃহত্তর সমাজের কাঠামোগত ত্রুটিগুলি এবং অন্যায়ের সমাধান করে যা মানুষের অভিজ্ঞতার সমস্যাগুলিকে উৎসাহিত করে।

সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য সমাজকর্মের দশটি নীতি-

মানুষের মর্যাদা

ব্যক্তির মর্যাদা একটি নৈতিক সমাজের নৈতিক ভিত্তি। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের পরিমাপ হল এটি মানব ব্যক্তির জীবন ও মর্যাদাকে হুমকির সম্মুখীন বা বৃদ্ধি করে। সমাজকর্মীরা সকল ব্যক্তির অন্তর্নিহিত মর্যাদা এবং মূল্যকে সম্মান করে। সামাজিক কর্মীরা প্রতিটি ব্যক্তির সাথে যত্নশীল, শ্রদ্ধার সাথে আচরণ করে যে ব্যক্তি পার্থক্য এবং সাংস্কৃতিক ও জাতিগত বৈচিত্র্যের কথা মনে করে। সমাজকর্মীরা ব্যক্তিদের চাহিদা এবং সামাজিক সমস্যাগুলির প্রতি সংস্থা, সম্প্রদায় এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিক্রিয়াশীলতা প্রচার করতে চায়। সমাজকর্মীরা যে কোনো ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আধিপত্য, শোষণ এবং বৈষম্য প্রতিরোধ ও দূর করতে কাজ করে।

কাজের মর্যাদা এবং শ্রমিকদের অধিকার

একটি বাজারে যেখানে মুনাফা প্রায়শই শ্রমিকদের মর্যাদা এবং অধিকারের উপর প্রাধান্য পায়, এটি স্বীকার করা গুরুত্বপূর্ণ যে অর্থনীতিকে অবশ্যই জনগণের সেবা করতে হবে, অন্যভাবে নয়। কাজের মর্যাদা রক্ষা করতে হলে শ্রমিকদের মৌলিক অধিকারকে সম্মান করতে হবে—উৎপাদনশীল কাজের অধিকার, শালীন ও ন্যায্য মজুরি, ইউনিয়ন সংগঠিত ও যোগদান, ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং অর্থনৈতিক উদ্যোগের অধিকার। সমাজকর্মীরা বেকারত্ব, শ্রমিকদের অধিকার এবং অমানবিক শ্রম অনুশীলন সম্পর্কিত অন্যায়কে চ্যালেঞ্জ করে। সমাজকর্মীরা ক্লায়েন্টদের পরিষেবা এবং কাজের অবস্থার উন্নতির জন্য শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন এবং অংশগ্রহণ সহ সংগঠিত কর্মে নিযুক্ত হন।

সম্প্রদায় এবং সাধারণ ভাল

মানব প্রকৃতির গুণে সকল ব্যক্তির সামাজিক চাহিদা রয়েছে। মানব সম্পর্ক মানুষকে তাদের চাহিদা মেটাতে এবং পরিবর্তনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বাহন প্রদান করতে সক্ষম করে। পরিবার, তার সমস্ত বৈচিত্র্যময় রূপ, কেন্দ্রীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠান যাকে সমর্থন ও শক্তিশালী করতে হবে। যেভাবে সমাজ সংগঠিত হয়—শিক্ষা, অর্থনীতি, রাজনীতি, সরকার—সরাসরি মানুষের মর্যাদা এবং সাধারণ ভালোকে প্রভাবিত করে। সমাজকর্মীরা ব্যক্তি, পরিবার এবং সম্প্রদায়ের সাধারণ কল্যাণ এবং উন্নয়ন প্রচার করে। সমাজকর্মীরা সকলের মঙ্গল প্রচারের জন্য সকল স্তরের মানুষের মধ্যে সম্পর্ক জোরদার করার চেষ্টা করে।

সংহতি

আমরা আমাদের ভাই বোনের রক্ষক। আমাদের জাতীয়, জাতিগত, অর্থনৈতিক এবং আদর্শগত পার্থক্য যাই হোক না কেন আমরা একটি মানব পরিবার। পরিবার, সম্প্রদায়, সমাজ এবং বৈশ্বিক মাত্রা সহ মানব অভিজ্ঞতার প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের পরস্পর নির্ভরতাকে স্বীকার করে এমন যত্নের নীতি। সমাজকর্মীরা বোঝেন যে মানুষের মধ্যে সম্পর্ক পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাহন। সামাজিক কর্মীরা সাহায্য করার প্রক্রিয়ায় অংশীদার হিসাবে লোকেদের নিযুক্ত করে এবং সকল স্তরে ভালো থাকার জন্য মানুষের মধ্যে সম্পর্ক জোরদার করার চেষ্টা করে।

অধিকার এবং দায়িত্ব

সমাজে অংশগ্রহণ করার এবং সাধারণ ভালোর জন্য একসাথে কাজ করার অধিকার এবং দায়িত্ব রয়েছে মানুষের। মানবাধিকার সুরক্ষিত এবং দায়িত্ব পালন করলেই মানব মর্যাদা সুরক্ষিত এবং সুস্থ সম্প্রদায় অর্জন করা সম্ভব। তদনুসারে, প্রতিটি ব্যক্তির মানবিক শালীনতার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলির মৌলিক অধিকার রয়েছে।

এই অধিকারগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিবার, সম্প্রদায় এবং সমাজের দায়িত্ব। সামাজিক কর্মীরা, স্বতন্ত্র পার্থক্য এবং বৈচিত্র্যের প্রতি সচেতন, সকল ব্যক্তির আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং ব্যক্তিগত বৃদ্ধি এবং বিকাশের অধিকারকে সম্মান করে এবং প্রচার করে। সমাজকর্মীরা মানবাধিকার রক্ষা এবং নিপীড়নের অবসানের জন্য শিক্ষা এবং সমর্থন প্রদান করে। সমাজকর্মীরা ব্যক্তি/গোষ্ঠীকে যতটা সম্ভব কার্যকরভাবে কাজ করার ক্ষমতা দেয়।

স্টুয়ার্ডশিপ

আমাদের গ্রহের সমস্ত মানুষ এবং সমস্ত সম্পদের মূল্য চিনতে এবং রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। যদিও ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারগুলি স্বীকৃত, এই অধিকারগুলি শর্তহীন নয় এবং এটি গৌণ সাধারণ ভালোর সর্বোত্তম স্বার্থ বিশেষ করে সকল ব্যক্তির মৌলিক চাহিদা পূরণের অধিকারের ক্ষেত্রে। সম্পদের স্টুয়ার্ডশিপ সব স্তরে/সেটিং গুরুত্বপূর্ণ পরিবার, সম্প্রদায়, সংস্থা, সম্প্রদায় এবং সমাজ; সমাজকর্মীরা প্রয়োজনীয় তথ্য, পরিষেবা এবং সংস্থানগুলিতে অ্যাক্সেস নিশ্চিত করার জন্য প্রচেষ্টা করে; সুযোগের সমতা; এবং সকল মানুষের জন্য অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ। সমাজকর্মীরা মানুষ এবং তাদের পরিবেশের সাধারণ কল্যাণ প্রচার করে।

দরিদ্র এবং দুর্বলদের জন্য অগ্রাধিকার

যে কোন সম্প্রদায় বা সমাজের একটি মৌলিক নৈতিক পরীক্ষা হল সবচেয়ে দুর্বল সদস্যরা যেভাবে পার করছেন। ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে বিভাজন গভীর করে এমন একটি সমাজে, যাদের সবচেয়ে বেশি ঝুঁকি রয়েছে তাদের চাহিদাকে অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। সামাজিক কর্মীরা মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের জন্য এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের উপলব্ধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলিকে উন্নীত করার জন্য উপযোগী জীবনযাপনের জন্য সমর্থন করে। সমাজকর্মীরা দুর্বল এবং নিপীড়িত ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর সাথে এবং তাদের পক্ষে পরিবর্তন অনুসরণ করে। দারিদ্র্য, বেকারত্ব, বৈষম্য এবং অন্যান্য ধরণের সামাজিক অবিচারের সমাধান; পছন্দ এবং সুযোগ প্রসারিত; এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রচার করুন।

শাসন/সাবসিডিয়ারিটির নীতি

মানব মর্যাদাকে উন্নীত করা, মানবাধিকার রক্ষা করা এবং সাধারণ কল্যাণ গড়ে তোলার জন্য সকল স্তরে/সেটিংসে শাসন কাঠামোর অপরিহার্যতা রয়েছে। যদিও সহায়ক নীতিটি স্ব-সংকল্প এবং ক্ষমতায়নের জন্য বীমা করার জন্য সরকারের কাজগুলিকে সর্বনিম্ন স্তরে সম্পাদন করার আহ্বান জানায়, সরকারের উচ্চ স্তরের দায়িত্ব রয়েছে সাধারণের সর্বোত্তম স্বার্থে নেতৃত্ব প্রদান এবং নীতি নির্ধারণ করার। ভাল সমাজকর্মীরা সাম্যের প্রচার, অন্যায়কে চ্যালেঞ্জ, সুযোগ প্রসারিত করতে এবং ব্যক্তি, পরিবার এবং গোষ্ঠীকে শাসন কাঠামোতে অংশগ্রহণের জন্য ক্ষমতায়নের জন্য সামাজিক ও রাজনৈতিক পদক্ষেপে নিযুক্ত হন।

অংশগ্রহণ

সমাজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে সকল মানুষের অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে। সামাজিক ন্যায়বিচার এবং মানবিক মর্যাদার জন্য প্রয়োজন যে সমস্ত লোককে সম্প্রদায়ে ন্যূনতম স্তরের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। একজন ব্যক্তি বা একটি গোষ্ঠীকে অন্যায়ভাবে বাদ দেওয়া চূড়ান্ত অবিচার। সমাজকর্মীরা সকলের জন্য সমান সুযোগ এবং অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার চেষ্টা করে। সমাজকর্মীরা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে সামাজিক নীতি ও প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবিত করতে এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রচারের ক্ষমতা দেয়। মৌলিক চাহিদা মেটাতে এবং সম্পূর্ণ বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ এবং সুযোগগুলিতে সকল মানুষের সমান অ্যাক্সেস রয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য সমাজকর্মীরা পরিবর্তনের পক্ষে কথা বলেন।

শান্তির প্রচার

মানবিক মর্যাদা এবং সকলের মূল্য এবং সংহতি এবং স্টুয়ার্ডশিপের নৈতিক আবশ্যকতার আলোকে, আমাদেরকে পরিবার, সম্প্রদায়, সমাজ এবং বিশ্বব্যাপী সকল স্তরে শান্তি ও অহিংসা প্রচার করার জন্য আহ্বান করা হয়েছে। শান্তি ন্যায়ের ফল এবং মানুষ ও জাতির মধ্যে শ্রদ্ধা ও সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল। সামাজিক কর্মীরা স্থানীয় থেকে বৈশ্বিক স্তরে শান্তি এবং সমাজের সাধারণ কল্যাণ প্রচার করে।

4.9 সামাজিক নিরাপত্তা

সামাজিক নিরাপত্তা একটি নতুন ধারণা এবং এটি অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতার সমস্যার জন্য সমাজের বর্তমান উত্তর উপস্থাপন করে। এটি একই সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য ব্যবহৃত পূর্ববর্তী পদ্ধতি থেকে বিকশিত হয়েছে। ধীরগতির বিবর্তনকে চার্ট করে বেশ কিছু পাঠ্য বই লেখা হয়েছে। তবে গল্পটি ১৯৩০ এর দশক থেকে নেওয়া হবে কারণ এই সময়কালটি সামাজিক সুরক্ষার বিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক নিরাপত্তার ধারণাটি মূলত মানব মর্যাদা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের উচ্চ আদর্শের সাথে সম্পর্কিত। প্রকৃতপক্ষে, এটি এমন সুরক্ষা যা একটি সমাজ এবং পরিবারগুলিকে স্বাস্থ্যসেবার অ্যাক্সেস নিশ্চিত করতে এবং আয় সুরক্ষার গ্যারান্টি দেয়, বিশেষত বার্ধক্য, অসুস্থতা, মাতৃত্ব, কাজের আঘাত, বেকারত্ব, অবৈধতার ক্ষেত্রে। লর্ড উইলিয়াম বেভারিজের মতে, 'সামাজিক নিরাপত্তা' শব্দটি বেকারত্ব, অসুস্থতা বা দুর্ঘটনার দ্বারা বাধাগ্রস্ত হলে উপার্জনের জায়গা নেওয়ার জন্য আয়ের নিরাপত্তা বোঝাতে, বয়সের মাধ্যমে অবসর গ্রহণের জন্য, ক্ষতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা করার জন্য ব্যবহার করা হয়। অন্য ব্যক্তির মৃত্যুর দ্বারা সমর্থন এবং ব্যতিক্রমী খরচ মেটাতে, যেমন জন্ম, মৃত্যু এবং বিবাহের সাথে সম্পর্কিত

মরিস স্ট্যাকের কথায়, 'সামাজিক নিরাপত্তা' আমরা বুঝি আধুনিক জীবনের সেইসব পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সমাজের দ্বারা প্রদত্ত সুরক্ষার একটি কর্মসূচী—অসুস্থতা, বেকারত্ব, বার্ধক্য, নির্ভরতা, শিল্প দুর্ঘটনা, এবং অবৈধতা-যার বিরুদ্ধে ব্যক্তি আশা করা যায় না। নিজের যোগ্যতা বা দূরদর্শিতায় নিজেকে এবং তার পরিবারকে রক্ষা করতে। ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশনের মতে, 'সামাজিক নিরাপত্তা হল সেই নিরাপত্তা যা সমাজ উপযুক্ত সংস্থার মাধ্যমে, নির্দিষ্ট কিছু ঝুঁকির বিরুদ্ধে যা তার সদস্যদের সংস্পর্শে আসে। ঝুঁকিগুলি মূলত আতঙ্ক যার বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র উপায়ের ব্যক্তি তার নিজের ক্ষমতা বা দূরদর্শিতার দ্বারা একা বা এমনকি তার সহকর্মীদের সাথে ব্যক্তিগত সমন্বয়ে কার্যকরভাবে প্রদান করতে পারে না। এই সংজ্ঞাগুলির ভিত্তিতে, বিশেষজ্ঞদের মতামত এবং অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি তালিকাভুক্ত করা যেতে পারে—

- সামাজিক নিরাপত্তা সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার একটি পরিমাপ।
- এটি ভারতের মত একটি কল্যাণ রাষ্ট্রে জননীতির একটি অপরিহার্য অংশ।
- সামাজিক নিরাপত্তা একটি গতিশীল ধারণা। একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট দেশে প্রাপ্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে এর পরিবর্তন হয়।
- এর মূল উদ্দেশ্য হল ক্ষুদ্র উপায়ের লোকেদেরকে ঝুঁকি বা অপ্রীতিকর পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করা।
- সামাজিক নিরাপত্তার আওতাধীন পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে অসুস্থতা, বার্ধক্য, অবৈধতা, মাতৃত্ব, মৃত্যু, বেকারত্ব ইত্যাদি।

সামাজিক নিরাপত্তার সুযোগ খুবই বিস্তৃত যদিও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলো দেশ ভেদে ভিন্ন। সাধারণত, সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলি নিম্নলিখিত ধরণের হয়।

- সামাজিক বীমা - এর অধীনে, শ্রমিক এবং কর্মচারীরা সরকারের কাছ থেকে ভর্তুকি সহ বা ছাড়াই পর্যায়ক্রমে অবদান রাখে। এইভাবে সংগৃহীত তহবিলগুলি তার আর্থিক অবস্থান পরীক্ষা না করে সুবিধাভোগীর অবদানের রেকর্ডের ভিত্তিতে সুবিধা প্রদানের জন্য ব্যবহার করা হয়। প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স এই ধরনের উদাহরণ।
- সামাজিক সহায়তা-এর অধীনে, প্রদত্ত সুবিধার খরচ শ্রমিক এবং নিয়োগকর্তাদের কাছ থেকে কোনো অবদান ছাড়াই তার সরকার সম্পূর্ণরূপে অর্থায়ন করে। যাইহোক, ই সুবিধাভোগীর আর্থিক অবস্থা বিচার করার পরে সুবিধা প্রদান করা হয়। বার্ধক্য পেনশন একটি উদাহরণ।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার সামাজিক নিরাপত্তা (ন্যূনতম মান) কনভেনশন নং ১০২ সামাজিক নিরাপত্তার নথিবদ্ধকরণ করে।

i স্বাস্থ্য সেবা

ii আপনার সুবিধা

iii বার্ধক্য সুবিধা বা অবসর সুবিধা

iv কর্মসংস্থান ব্যবস্থা সুবিধা

v সুবিধা

vi মাতৃত্ব সুবিধা

vii সুবিধা সুবিধা

viii নিরাপদ থাকার সুবিধা

ভারত একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র এবং তাই, সামাজিক নিরাপত্তা ভিত্তির একটি উপাদান। সংবিধান সংবিধান, 'রাজ্য তার অর্থনীতির সক্ষমতা এবং উন্নয়নের সীমার মধ্যে বেকারত্ব, বার্ধক্য, বাধ্যতা এবং অক্ষমতা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য, শিক্ষার এবং জনসাধারণের অধিকার রক্ষা করার জন্য শক্তি গঠন করবে।

VIII মানবাধিকার - ১০ ডিসেম্বর, ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার পরে, মানবাধিকারের ধারণাটি তার নিজস্ব একটি তাৎপর্য ধারণ করে যদিও এর আগে, ১৯২০ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থাও মানবাধিকার সংক্রান্ত কনভেনশনগুলি শুরু করেছিল। শ্রমিকদের ইউনিয়ন ও সংগঠন গঠন, জোরপূর্বক শ্রম বিলোপ এবং যৌথ দর কষাকষির অধিকার। ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘের সনদ মৌলিক মানবাধিকারে বিশ্বাসের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং মিসেস ই. রুজভেল্টের অধীনে একটি মানবাধিকার কমিশন নিয়োগ করে। এই ঘোষণাটি ছিল পরবর্তী আলোচনার ফলাফল A.A SAID. তিনি যথাযথভাবে মন্তব্য করেছেন 'মানবাধিকারের ধারণাটি সংজ্ঞায়িত করা কঠিন হতে পারে তবে উপেক্ষা করা অসম্ভব'। মানবাধিকার ব্যক্তির মর্যাদার সাথে সম্পর্কিত-আত্মসম্মানের স্তর যা ব্যক্তিগত পরিচয় সুরক্ষিত করে এবং মানব সম্প্রদায়কে উন্নীত করে।

জাতিসঙ্ঘ পরিষদ কর্তৃক ঘোষিত মানবাধিকারগুলি লক এবং পেইনের মতো রাজনৈতিক দার্শনিকদের দ্বারা সমর্থন করা প্রাকৃতিক অধিকারের ধারণার মধ্যে তাদের উৎস খুঁজে পায়। ভিনসেন্ট মনে করেন 'মানবাধিকার হল সেই অধিকার যা প্রত্যেকের আছে এবং প্রত্যেকেরই সমানভাবে তাদের মানবতার গুণে। তারা মানব প্রকৃতির প্রতি আমাদের আবেদনের ভিত্তি।' মানবাধিকারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য:

মানবাধিকারের ধারণার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি নীচে গণনা করা হয়েছে:

(i) এগুলি প্রতিটি মানুষের জন্য অপরিহার্য। এগুলিকে একটি নির্দিষ্ট জাতির সংরক্ষণ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায় না তবে প্রকৃতপক্ষে সমগ্র মানবজাতির অধিকার।

(ii) নৈতিক অধিকারের মতোই তাদের প্রয়োগের উপাদানটি ব্যক্তির বিবেকের মধ্যে রয়েছে।

(iii) তারা আইনগত অধিকার কভার করে যা দেশের আইন দ্বারা সুরক্ষিত। এগুলি মৌলিক অধিকারগুলিও অন্তর্ভুক্ত করে যা একটি নির্দিষ্ট দেশের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত। এইভাবে, তাদের সংশোধন এবং অধিকারের ধরন-সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক-যা একজন ব্যক্তিকে মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন করতে এবং শান্তি ও নিরাপত্তায় বসবাস করতে সক্ষম করে-এর বিষয়ে তাদের বিশেষ আচরণ দেওয়া হয়।

(iv) মানবাধিকার সার্বজনীন। তাদের কিছু অংশ তাদের সম্পর্কে সচেতন বা না থাকুক না কেন তারা সমগ্র মানব সমাজের সদস্যদের সরবরাহ করা হয়। সোমালিয়ার অসভ্য নিগ্রো বা শ্রীলঙ্কার এলটিটিই যারা সর্বদা গৃহযুদ্ধে জড়িত তাদেরও তাদের থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

(v) যদি বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হয়, প্ররোচনা ছাড়াও, এমনকি বিদেশী শক্তির দ্বারা বলপ্রয়োগ করা হয় - মানবাধিকারের ভোটাররা তাদের প্রয়োগের জন্য অনুমোদিত। উদাহরণস্বরূপ, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ইরাকের সাদ্দাম হোসেনকে কুর্দিদের অধিকার দমন করা থেকে বিরত রাখার অধিকারের মধ্যে ছিল। সাম্প্রতিক অতীতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় (নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে ১৩শে ডিসেম্বর হামলার পর) শেষ পর্যন্ত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার দৃঢ় সংকল্প করেছিল যাতে সন্ত্রাসীদের হাতে যন্ত্রণাদায়ক মানবতা আর কষ্ট না পায়। জীবন ও সম্পত্তির অধিকার হারান। তাদের অবশ্যই শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপন করতে হবে;প্রত্যেক ব্যক্তির প্রকৃত অধিকার।

(vi) মানবাধিকার অবারিত নয়। জনশান্তি, রাজনৈতিক নিরাপত্তা, নৈতিকতা ও সামাজিক শালীনতার স্বার্থে তাদের সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। প্রতিটি রাষ্ট্রের নিজস্ব সাংস্কৃতিক মান এবং সভ্যতার নিয়ম রয়েছে, যার আলোকে যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ অপরিহার্য। এটি দেখায় যে মানবাধিকার সীমাহীন নয়। তাদের একটি দেশের সভ্য রীতিনীতি এবং সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের সীমানার মধ্যে কাজ করতে হবে।

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা ১০ ডিসেম্বর, ১৯৪৮:

মানবাধিকারের বিখ্যাত ঘোষণাপত্রে নাগরিক সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের একটি বিস্তৃত তালিকা রয়েছে। আমরা এরকম কয়েকটি অধিকারের কথা উল্লেখ করি;আইনের সামনে সমতা; নির্বিচারে গ্রেপ্তার এবং আটকের বিরুদ্ধে সুরক্ষা; ন্যায্য বিচারের অধিকার; চিন্তা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা শান্তিপূর্ণ সমাবেশ এবং সমিতির স্বাধীনতা; বিবেক এবং ধর্মের স্বাধীনতা, সম্পত্তির মালিকানার অধিকার; বসবাস এবং চলাচলের অধিকার; পরিবার এবং বিবাহের অধিকার; সামাজিক নিরাপত্তা পেতে সমাজের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে বিনামূল্যে শিক্ষা এবং বিনামূল্যে অংশগ্রহণের অধিকার; দাসত্ব এবং অমানবিক আচরণ নিষিদ্ধ; এবং পরিশেষে মানবাধিকার ঘোষণার বিরুদ্ধে কোন কার্যকলাপের নিষেধাজ্ঞা।

এইভাবে উপরোক্ত ঘোষণাটি ছিল জাতিসংঘের সনদে যুক্ত একটি অনানুষ্ঠানিক উপকরণ যার উদ্দেশ্য হল 'মানবাধিকারের বিষয়বস্তু, সনদের বিধানগুলি ব্যাখ্যা করা এবং এইভাবে মৌলিক স্বাধীনতার একটি প্রাথমিক প্রণয়ন যা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতির প্রয়োজন ছিল। বাধ্যতামূলক প্রতিশ্রুতির একটি সিরিজ'। মানবাধিকারের ধারণা পশ্চিমা দেশগুলির একচেটিয়া সংরক্ষণ নয়। ভারতে, ধর্মের প্রাচীন ধারণায় অধিকার, স্বাধীনতা এবং কর্তব্যের ধারণা অন্তর্ভুক্ত ছিল। যাইহোক, বর্ণপ্রথার ব্যাপকতা জনগণের একটি অংশকে ন্যায়সঙ্গত ও সমতার

ভিত্তিতে নির্দিষ্ট অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছে। যদিও হিন্দু মহাকাব্যগুলি বর্ণপ্রথাকে আদর্শ করে, তবুও তারা সকল শ্রেণীর মানুষের প্রতি শাসকদের বাধ্যবাধকতাও নির্ধারণ করেছিল।

মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা (ডিসেম্বর ১০, ১৯৪৫) ভারতীয় সংবিধানের কাঠামোর উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। ভারতীয় সংবিধানের জনক সংবিধানের তৃতীয় অংশে এই ধরনের বেশ কয়েকটি অধিকার অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তারা সমতা, ধর্মের স্বাধীনতা, অশোষণ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, সম্পত্তি এবং সাংবিধানিক প্রতিকার সম্পর্কিত। সংবিধান সুপ্রীম কোর্ট এবং হাইকোর্টগুলিকে মৌলিক অধিকার হিসাবে অভিহিত এই অধিকারগুলির সুরক্ষা ও প্রয়োগের জন্য বিশেষাধিকারমূলক রিট জারি করার ক্ষমতা দিয়েছে। কিছু অধিকার যা মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি সেগুলি অধ্যায় IV-তে নির্দেশমূলক নীতি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। যদিও পরবর্তীটি বাধ্যতামূলক ছিল না। যদিও পরবর্তী সরকারগুলি তাদের উপেক্ষা করতে পারেনি, তারা আইনসভাগুলির জন্য আলোকবর্তিকা হিসাবে কাজ করেছিল।

4.10 উপসংহার

এই অধ্যায়ে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধারণা সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণাগত স্বচ্ছতা পেয়েছে যা একজন পেশাদার সমাজকর্মীর বোঝার জন্য প্রয়োজন। এইভাবে তারা এই মূল ধারণাগুলির মধ্যে পার্থক্যের পাশাপাশি আন্তঃসম্পর্ক সম্পর্কেও সচেতন হবে।

4.11 প্রশ্নাবলী

সমাজসেবা, সমাজকল্যাণ, সামাজিক উন্নয়ন এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের ধারণা ব্যাখ্যা কর।

সমাজকর্ম এবং সমাজসেবার মধ্যে পার্থক্য করুন।

সামাজিক সহায়তা এবং সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত নোট লিখুন।

মানবাধিকার এবং সমাজকর্মের ধারণা কীভাবে আন্তঃসংক্রান্ত।

4.12 তথ্যসূত্র

1. Paul Chaney. (2020) Examining Political Parties' Record on Refugees and Asylum Seekers in UK Party Manifestos 1964–2019: The Rise of Territorial Approaches to Welfare?. *Journal of Immigrant & Refugee Studies* 0:0, pages 1-23.
2. She a for, B., & Horej s i , C. (2003). Techniques a n d Guidelines for Social Work Practice. USA: Allyn & Bacon
3. Mills, G. (2002), 'Which Way for Welfare in the South Pacific?' *International Social Work*, Vol-45, No-2, P-239- 250.
4. Srivastava, S.P. (1999), 'Addressing the Future of Social Work in India', *The Indian Journal of Social Work*, Vol. 60, 1, P. 118.
5. http : // www . socialworkers. org / pubs /choices / choices2. asp

6. http: // www.we bi n di a123 .com/career / study abroad / Canada / subject. asp? a ctio n=Social+Work
7. http: // www. utexas.edu / student / careercenter / careers / social_work. pdf
8. http: // www. swfs. u bc.ca / index. php?id= 2963
9. http : // www. times jobs .co m / times Job Web App/tj / common / social.jsp
10. http: // www. uq.edu.au / careers / index. html? pag e=33999&pid=0
11. http: // www. sit agita.co m /
Sub Category.asp?CatID=42&L1=42&L2=6&L3=1&L4=0 h ttp: // www.lawe n tr a n ce.co m / c a reerin dex. h t m

একক 5 ☐ যুক্তরাষ্ট্র সমাজ কর্মের ঐতিহাসিক বিকাশ

গঠন

5.1 উদ্দেশ্য

5.2 ভূমিকা

5.3 যুক্তরাজ্যে সমাজকর্মের ঐতিহাসিক বিকাশের একটি পথ

5.4 রাষ্ট্র কল্যাণের দায়িত্ব গির্জা নেয়

5.5 এলিজাবেথান দরিদ্র আইন ১৬০১

5.6 এলিজাবেথান দরিদ্র আইনের প্রভাব

5.7 দরিদ্র আইন সংশোধন : ১৮৩২-১৯০৯

5.8 বেভারিজ রিপোর্ট

5.9 COS আন্দোলন এবং সেটেলমেন্ট হাউস আন্দোলনের সূচনা

5.10 উপহংসার

5.11 প্রশ্নাবলী

5.12 তথ্যসূত্র

5.1 উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়ে শিক্ষার্থীরা ঐতিহাসিক সচেতনতা গড়ে তুলবে এবং যুক্তরাজ্যে সমাজকর্ম কীভাবে একটি পেশা হিসেবে গড়ে উঠেছে তা জানতে পারবে।

5.2 ভূমিকা

দারিদ্র্য ও অসমতার সমস্যা মোকাবেলায় সমাজের আন্তরিক প্রচেষ্টার মধ্যে সমাজকর্মের শিকড় খুঁজে পাওয়া যায়। সমাজকর্মের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি দাতব্য কাজের ধারণা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে তবে সমাজকর্মকে আরও বিস্তৃত পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা উচিত। দাতব্য কাজের ধারণাটি প্রাচীনকাল থেকেই বেশ জনপ্রিয় ছিল এবং দরিদ্রদের সাহায্য করার অভ্যাসটি সমস্ত প্রধান বৈশ্বিক ধর্মে এর শিকড় রয়েছে।

আধুনিক রাষ্ট্রগুলির বিবর্তনের আগে, প্রধানত খ্রিস্টান চার্চ মিলদাইট রেনিয়ান বিশ্বে দাতব্য পরিষেবা প্রদান করত। খ্রিস্টধর্ম যখন চতুর্থ শতাব্দীতে অনুমোদিত হয়েছিল, তখন নতুন বৈধ গির্জা রোমান সাম্রাজ্যে সমাধি সমিতি, গরীব ঘর, বয়স্কদের জন্য ঘর, গৃহহীনদের জন্য আশ্রয়, হাসপাতাল এবং এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই সমস্ত উদ্যোগ আংশিকভাবে সাম্রাজ্যের অনুদান দ্বারা অর্থায়ন করা হয়েছিল। মধ্যযুগের সময়, খ্রিস্টান চার্চ ইউরোপীয় সমাজে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল এবং খ্রিস্টানরা দাতব্যকে একটি দায়িত্ব এবং একজনের ধার্মিকতার চিহ্ন হিসাবে বুঝতেন। এই সমস্ত দাতব্য কাজগুলি সরাসরি ত্রাণের আকারে প্রকাশ করা হয়েছিল যেমন অর্থ, খাদ্য

বা অন্যান্য বস্তুগত জিনিসগুলি একটি নির্দিষ্ট প্রয়োজন উপশম করার জন্য, তবে এটি সামাজিক অসুস্থতার মূল কারণগুলি চিহ্নিত করার বা সমাধান করার চেষ্টা করেনি।

শিল্পায়ন ও নগরায়নের উত্থানের সাথে সাথে এই অনানুষ্ঠানিক সাহায্যের পরিবর্তে সমাজ কল্যাণমূলক পরিষেবা দেওয়া হয়েছিল। পেশাগত সমাজকর্মের চর্চার উৎস অপেক্ষাকৃত আধুনিক এবং বৈজ্ঞানিক এবং প্রধানত তিনটি স্ট্যান্ড বিকশিত। প্রথম শাখাটি ছিল স্বতন্ত্র কেস ওয়ার্ক যা ১৯ শতকের মাঝামাঝি চ্যারিটি অর্গানাইজেশন সোসাইটি দ্বারা অগ্রণী হয়েছিল। দ্বিতীয় স্ট্র্যান্ডটি ছিল সামাজিক প্রশাসন যা দারিদ্র্য দূরীকরণের বিভিন্ন রূপ নিয়ে গঠিত। রাজ্যব্যাপী দারিদ্র্য ত্রাণ ১৭ শতকের ইংরেজী দরিদ্র আইনে এর শিকড় রয়েছে বলে বলা যেতে পারে, তবে দাতব্য সংস্থা সোসাইটির প্রচেষ্টার মাধ্যমে এটি প্রথম পদ্ধতিগত হয়েছিল। তৃতীয়টি সামাজিক কর্মের অন্তর্ভুক্ত—তাৎক্ষণিক ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয়তার সমাধানে জড়িত হওয়ার পরিবর্তে, তাদের সামাজিক অবস্থার উন্নতি করতে এবং এর ফলে দারিদ্র্য দূর করার জন্য সম্প্রদায় এবং গোষ্ঠীর মাধ্যমে কাজ করে রাজনৈতিক পদক্ষেপের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। এই পদ্ধতিটি মূলত সেটেলমেন্ট হাউস আন্দোলনের মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছিল।

এটি একটি কম সহজে সংজ্ঞায়িত আন্দোলন দ্বারা অনুষঙ্গী ছিল; সামাজিক সমস্যাগুলির সম্পূর্ণ পরিসর মোকাবেলা করার জন্য প্রতিষ্ঠানগুলির বিকাশ। ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাদের সবথেকে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং তা তত্ত্ব ও অনুশীলন উভয় ক্ষেত্রেই আধুনিক সমাজকর্মের ভিত্তি স্থাপন করেছিল।

পেশাগত সমাজকর্মের উদ্ভব ১৯ শতকের ইংল্যান্ডে, এবং শিল্প বিপ্লবের দ্বারা আনা সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে এর শিকড় ছিল। বিশেষ করে ফলে জনসাধারণের নগর-ভিত্তিক দারিদ্র্য এবং এর সাথে সম্পর্কিত সমস্যাগুলি মোকাবেলা করার জন্য সামাজিক সংগ্রাম। যেহেতু দারিদ্র্য ছিল প্রাথমিক সমাজকর্মের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু, এটি দাতব্য কাজের ধারণার সাথে জটিলভাবে যুক্ত ছিল।

ইংল্যান্ডে ১৯ শতকে সামন্তবাদের পতন ঘটলে, দরিদ্র মানুষ সমাজের জন্য হুমকি হিসেবে বিবেচিত হয়। সরকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর যত্ন নেওয়ার জন্য একটি উপযুক্ত দরিদ্র ত্রাণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল কারণ তারা কোনো বিশেষ সামন্ততান্ত্রিক জমিদারের সাথে যুক্ত ছিল না। ইংরেজি দরিদ্র আইন ব্যবস্থার উৎসগুলি ভিক্ষুক এবং ভবঘুরেদের সাথে মোকাবিলা করা মধ্যযুগীয় বিধিগুলির মতোই খুঁজে পাওয়া যেতে পারে তবে এটি শুধুমাত্র টিউডর সময়কালেই দরিদ্র আইন ব্যবস্থা সংহিতাবদ্ধ হয়েছিল। দরিদ্র ত্রাণের প্রথম সম্পূর্ণ কোড ১৫৯৭ সালের দরিদ্রদের ত্রাণ আইনে তৈরি করা হয়েছিল এবং অবশেষে ১৬০১ সালের এলিজাবেথান দরিদ্র আইনে 'যোগ্য দরিদ্রদের' জন্য কিছু বিধান করা হয়েছিল।

দরিদ্র আইন সংশোধনী ব্রিটেনে বিদ্যমান ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধার করেছে এবং একটি দরিদ্র আইন কমিশন গঠন করা হয়েছিল এই ব্যবস্থার জাতীয় ক্রিয়াকলাপ তত্ত্বাবধানের জন্য। এর মধ্যে দরিদ্র আইন ইউনিয়নে ছোট প্যারিশগুলিকে একত্রিত করা এবং দরিদ্র ত্রাণ দেওয়ার জন্য প্রতিটি ইউনিয়নে ওয়ার্কহাউস তৈরি করা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

যদিও দরিদ্র আইন সংশোধনী আইনটি সমস্ত ধরণের বহিরঙ্গন ত্রাণকে বেআইনি করেনি, এটি একটি আদেশ দেয় যে কোনও কর্মক্ষম ব্যক্তিকে একটি ওয়ার্কহাউস ছাড়া দরিদ্র আইন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অর্থ বা অন্যান্য সাহায্য গ্রহণ করা যাবে না। লোকেদের দাবি করা থেকে নিরুৎসাহিত করার জন্য ওয়ার্কহাউসের শর্তগুলি কঠোর করতে হবে। প্রতিটি গ্রামীণ সম্প্রদায়ের মধ্যে ওয়ার্কহাউস তৈরি করতে হবে এবং, যদি প্যারিশগুলি খুব ছোট হয়, তাহলে প্যারিশগুলি দরিদ্র আইন ইউনিয়ন গঠনের জন্য একত্রিত হতে পারে। দরিদ্র আইন কমিশনারদের এই আইনের বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধানের জন্য দায়ী ছিল।

১৯ শতকের সময় পশ্চিম বিশ্ব জুড়ে শহুরে অঞ্চলে অভিবাসনের হারে একটি ঊর্ধ্বগতি পরিলক্ষিত হয়েছিল কারণ প্রযুক্তিগত এবং বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বের ক্ষেত্রে দুর্দান্ত অগ্রগতি ছিল। এটি সামাজিকভাবে সক্রিয়, সমৃদ্ধ মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তকে ত্বরান্বিত করেছে শ্রেণীগুলির অধীনে দরিদ্রদের শারীরিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার পুনর্গঠনের উপায় খুঁজতে। এটি একটি ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনের সাথে মিলিত হয়েছিল, এবং অনেক প্রোটেস্ট্যান্ট মিশন প্রচেষ্টা (শহুরে মিশন), দারিদ্র্য, পতিতাবৃত্তি, রোগ এবং অন্যান্য দুর্দশার মতো বড় শহরগুলির অন্তর্নিহিত সমস্যাগুলি সমাধান করার চেষ্টা করেছিল। 'বৈজ্ঞানিক দাতব্য' এর একটি নতুন দর্শন আবির্ভূত হয়, যা বলে যে দাতব্য হওয়া উচিত 'সাম্প্রদায়িক, আবেগপ্রবণ এবং গোঁড়ামির বিপরীতে ধর্মনিরপেক্ষ, যুক্তিবাদী এবং অভিজ্ঞতামূলক।

এই সময়কালে পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত মহিলাদের স্ব-সমর্থনের উপযুক্ত উপায় প্রদানের জন্য উদ্ধার সমিতিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মানসিকভাবে প্রতিবন্ধীদের যত্ন নেওয়ার জন্য ১৮৪০ সাল থেকে রাষ্ট্র-নির্মিত মানসিক আশ্রয়গুলি তৈরি করা হয়েছিল।

অনেক ইতিহাসবিদদের মতে হেলেন বোসাংকে এবং অক্টাভিয়া হিল ১৮৬৯ সালে লন্ডনে দাতব্য সংস্থা সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যা সামাজিক তত্ত্বের ভিত্তি তৈরি করেছিল যা পেশাদার সমাজকর্মের উত্থানের ভিত্তি তৈরি করেছিল। এটি দারিদ্র্যের প্রভাব মোকাবেলায় স্ব-সহায়তা এবং সীমিত সরকারি হস্তক্ষেপের ধারণাকে সমর্থন করে। সংস্থাটি দাবি করেছে 'বৈজ্ঞানিক নীতিগুলি ব্যবহার করার জন্য স্ক্রুঞ্জারদের মূলোৎপাটন করতে এবং ত্রাণকে লক্ষ্য করে যেখানে এটি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল'।

১৮৮০ এর দশকে সমাজকর্মের প্রক্রিয়াটি হাইলাইট করা হয়েছিল, যা সেটেলমেন্ট হাউস আন্দোলন দ্বারা অগ্রণী হয়েছিল। এই আন্দোলন (ধনী এবং দরিদ্রের সমন্বিত মিশ্র সম্প্রদায় তৈরি করা) সরাসরি অক্টাভিয়া হিলের কাজ থেকে শুরু হয়েছিল। তার সহকর্মী স্যামুয়েল এবং হেনরিয়েটা বার্নেট, ১৮৮৪ সালে বেথনাল গ্রীনে টয়নবি হল, অক্সফোর্ড হাউস প্রতিষ্ঠা করেন প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়-স্পন্সর বন্দোবস্ত হিসাবে। আরেকটি প্রাথমিক সংস্থা ছিল ম্যানসফিল্ড হাউস সেটেলমেন্ট, পূর্ব লন্ডনেও।

২০ শতকের সময়, এই বিভিন্ন সংস্থাগুলি তাদের বৈচিত্র্যময় বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি সহ আধুনিক সমাজকর্মে একত্রিত হতে শুরু করেছিল। দারিদ্র্যের মতো সামাজিক সমস্যার মূল কারণগুলি পরীক্ষা করার জন্য ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল এবং সমাজকর্মীরা তাদের পদ্ধতিতে আরও পেশাদার এবং বৈজ্ঞানিক হয়ে ওঠে।

5.3 যুক্তরাজ্যে সমাজকর্মের ঐতিহাসিক বিকাশের একটি পথ

ইউরোপে, প্রারম্ভিক খ্রিস্টীয় যুগে, লোক তিহ্য অব্যাহত ছিল এবং বিশ্বস্তরা এই গোষ্ঠীর সদস্যদের যত্ন নেওয়া একটি ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা বলে মনে করেছিল যারা নিজেদের যত্ন নিতে পারে না। ধর্ম দানের জন্য সবচেয়ে বড় প্রেরণা জুগিয়েছে। গির্জা, বিশেষ করে মঠগুলি খাদ্য, চিকিৎসা সহায়তা এবং আশ্রয় বিতরণের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। প্যারিশে ভিক্ষা সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং প্যারিশ পুরোহিত এবং অন্যান্য পাদ্রী যারা ব্যক্তি এবং তাদের পরিস্থিতি জানতেন তাদের দ্বারা বিতরণ করা হয়েছিল।

5.4 রাষ্ট্র কল্যাণের দায়িত্ব গির্জা নেয়

গির্জার দায়িত্ব থেকে ত্রাণের জন্য সরকারী দায়িত্বে স্থানান্তরটি প্রথমে ভিক্ষাবৃত্তি এবং ভ্রমন নিষিদ্ধ করার বিধিনিষেধমূলক আইনে দেখা যায়। ইংল্যান্ডে ১৩৫০ এবং ১৫৩০ সালের মধ্যে, দরিদ্রদের কাজ করতে বাধ্য করার

জন্য ডিজাইন করা 'শ্রমিকদের আইন' নামে পরিচিত একটি সিরিজ আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল। গির্জার কর্তৃত্ব হ্রাস এবং সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তরের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা ইংল্যান্ডে বেশ কয়েকটি পদক্ষেপের জন্ম দেয় যা ১৬০১ সালের বিখ্যাত এলিজাবেথান দরিদ্র আইনে পরিণত হয়।

5.5 এলিজাবেথান দরিদ্র আইন ১৬০১

১৬০১ এর দরিদ্র আইন ছিল পূর্ববর্তী দরিদ্র ত্রাণ আইনের একটি কোডিফিকেশন। এই বিধিটি তিন প্রজন্মের রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তনের পর ইংল্যান্ডে দরিদ্র আইন প্রণয়নের চূড়ান্ত রূপকে প্রতিনিধিত্ব করে যার জন্য সরকারী পদক্ষেপের প্রয়োজন ছিল।

আইনটি দরিদ্রদের তিনটি শ্রেণিকে আলাদা করেছে:

১) দরিদ্র দরিদ্রদের 'বলবান ভিক্ষুক' বলা হত এবং তাদের সংশোধনের বাড়িতে বা ওয়ার্কহাউসে কাজ করতে বাধ্য করা হত। যারা সংশোধনাগারে কাজ করতে অস্বীকৃতি জানায় তাদের মজুত বা কারাগারে রাখা হয়।

২) দুর্বল দরিদ্ররা ছিল কাজ করতে অক্ষম মানুষ—অসুস্থ, বৃদ্ধ, অন্ধ, বধির-মুক, খোঁড়া, বিভ্রান্ত এবং ছোট বাচ্চাদের মা। তাদের ভিক্ষাগৃহে রাখা হয়েছিল যেখানে তারা তাদের সামর্থ্যের সীমার মধ্যে সাহায্য করবে। যদি তাদের বসবাসের জায়গা থাকে, তাহলে তাদের খাদ্য, বস্ত্র এবং জ্বালানীর আকারে 'বাইরের ত্রাণ' দেওয়া হত।

৩) নির্ভরশীল শিশুরা ছিল এতিম এবং শিশু যারা তাদের পিতামাতার দ্বারা পরিত্যক্ত ছিল বা যাদের পিতামাতা এত দরিদ্র ছিল যে তারা তাদের ভরণপোষণ করতে পারেনি।

5.6 এলিজাবেথান দরিদ্র আইনের প্রভাব

যদিও ইউরোপে অনুরূপ সংস্কার পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছিল; এটি ১৬০১ সালের দরিদ্র আইন, যা জনকল্যাণ ও সমাজকর্মের উন্নয়নে সবচেয়ে প্রভাবশালী ছিল। ইংরেজ দরিদ্র আইনে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নীতি রয়েছে, যা চার শতাব্দী পরেও কল্যাণ আইনের উপর প্রভাব বিস্তার করে চলেছে।

১) ত্রাণের জন্য রাষ্ট্রের দায়িত্বের নীতিটি সর্বজনীনভাবে গৃহীত হয়েছে এবং কখনও হয়নি গুরুত্ব সহকারে প্রশ্ন করা। এটি গণতান্ত্রিক দর্শনের সাথে সাথে নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ গির্জা এবং রাষ্ট্র বিচ্ছেদ।

২) দরিদ্র আইনে উল্লিখিত কল্যাণের জন্য স্থানীয় দায়বদ্ধতার নীতিটি ১৩৮৮-এ ফিরে যায় এবং অপ্রয়োজনীয়তাকে নিরুৎসাহিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি শর্ত দেয় যে 'শক্তিশালী ভিক্ষুকদের' তাদের কাছে ফিরে যেতে জন্মস্থান এবং সেখানে ত্রাণ খোঁজা।

৩) একটি তৃতীয় নীতি বিভাগ অনুযায়ী ব্যক্তিদের ডিফারেনশিয়াল চিকিৎসা নির্ধারিত:

অযোগ্য দরিদ্র, শিশু, বয়স্ক এবং অসুস্থদের বিরুদ্ধে যোগ্য। এই নীতিটি এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে যে নির্দিষ্ট ধরণের হতভাগ্য ব্যক্তিদের সম্প্রদায়ের উপর অন্যান্য ধরণের তুলনায় বেশি দাবি রয়েছে।

৪) দরিদ্র আইন নির্ভরশীলদের সাহায্য করার জন্য পারিবারিক দায়িত্বও বর্ণনা করেছে। শিশু, নাতি-নাতনি,

বাবা-মা এবং দাদা-দাদিকে 'আইনিভাবে দায়বদ্ধ' আত্মীয় হিসেবে মনোনীত করা হয়েছিল। এলিজাবেথান দরিদ্র আইন যখন প্রণীত হয়েছিল তখন তা উল্লেখযোগ্য এবং প্রগতিশীল ছিল। এটি ইংরেজি এবং আমেরিকান উভয় জনকল্যাণের ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছে।

5.7 দরিদ্র আইন সংশোধন : ১৮৩২-১৯০৯

১৮৩৪ সালে একটি সংসদীয় কমিশন একটি প্রতিবেদন পেশ করে যার লক্ষ্য ছিল এলিজাবেথন এবং পরবর্তী এলিজাবেথন দরিদ্র আইন সংশোধন করা। কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত নীতিগুলি প্রকাশ করে আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল: (ক) ন্যূনতম যোগ্যতার মতবাদ (খ) ওয়ার্কহাউস পরীক্ষার পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং (গ) নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রীকরণ।

ন্যূনতম যোগ্যতার মতবাদের অর্থ হল দরিদ্রদের অবস্থা কোন অবস্থাতেই তাদের নিজস্ব শিল্পের ফলের উপর নির্ভরশীল নিম্ন শ্রেণীর ব্যক্তিদের অবস্থার মতো যোগ্য হবে না। অন্য কথায়, সাহায্য গ্রহনকারী কোন ব্যক্তি ততটা বন্ধ হবেন না। দ্বিতীয় নীতি অনুসারে, ক্ষমতাসম্পন্ন দরিদ্ররা পাবলিক ওয়ার্কহাউসে সহায়তার জন্য আবেদন করতে পারে, কিন্তু ওয়ার্কহাউসের বাসস্থান এবং ভাড়া গ্রহণ করতে অস্বীকার করায় তারা যে কোনও সাহায্যের জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে বাধা দেয়। আউটডোর রিলিফ ছিল

একটি পরম সর্বনিম্ন হ্রাস. তৃতীয় নীতি অনুসারে, তিনজন দরিদ্র আইন কমিশনার সমন্বয়ে গঠিত একটি কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ছিল সারা দেশে দরিদ্র আইন পরিষেবাগুলিকে একীভূত ও সমন্বয় করার।

প্যারিশগুলি আর প্রশাসনিক ইউনিট ছিল না। ১৮৩৪ এবং ১৯০৯ সালের মধ্যে দরিদ্র আইন আইনে অনেক পরিবর্তন হয়েছিল, যার ক্রমবর্ধমান প্রভাব ছিল পুরো সিস্টেমকে ১৮৩৪ সালের নীতিগুলি থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলি ছিল যেগুলি নির্দিষ্ট সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর জন্য বিশেষ যত্নের বিকাশ শুরু করেছিল। উদাহরণস্বরূপ, আশ্রিত শিশুদের জন্য জেলা স্কুল এবং পালক হোম প্রদান করা হয়েছিল এবং উন্মাদ ও দুর্বল মানসিকতার জন্য বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান চালু করা হয়েছিল।

দরিদ্র আইনের প্রতি আরও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ১৯০৯ সালের দরিদ্র আইন প্রতিবেদনে দেখা যায়। প্রতিবেদনে দমনের পরিবর্তে নিরাময়মূলক চিকিৎসা এবং পুনর্বাসনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে, এবং নির্বাচনী ওয়ার্কহাউস পরীক্ষার জায়গায় সকলের জন্য বিধান। যদি ১৮৩৪-এর নীতিগুলি 'নিপীড়নের কাঠামো' প্রদান করে, তবে ১৯০৯-এর নীতিগুলিকে 'প্রতিরোধের কাঠামো' হিসাবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে।

5.8 বেভারিজ রিপোর্ট

১৯৪২ সালে, স্যার উইলিয়াম বেভারিজ, সোশ্যাল ইন্স্যুরেন্স এবং অ্যালাইড সার্ভিসেস সম্পর্কিত আন্তঃ-বিভাগীয় কমিটির চেয়ারম্যান, সরকারের কাছে কমিটির রিপোর্ট পেশ করেন। প্রতিবেদনে চারটি প্রধান নীতির উপর জোর দেওয়া হয়েছে:

১) প্রত্যেক নাগরিককে কভার করতে হবে,

২) উপার্জন ক্ষমতা হারানোর প্রধান ঝুঁকিগুলি—অসুস্থতা, বেকারত্ব, দুর্ঘটনা, বার্ধক্য, বিধবাত্ব, মাতৃত্ব—একটি একক বীমায় অন্তর্ভুক্ত করা,

৩) অবদানকারীর আয় নির্বিশেষে প্রদানের একটি সমতল হার, এবং

৪) যোগ্য সকলের অধিকার হিসাবে আয়ের বিবেচনা ছাড়াই একটি সমতল হারে সুবিধা প্রদান করতে হবে।

বেভারিজ জোর দিয়েছিলেন যে তার পরিকল্পনার আন্ডারলাইন করা সামাজিক দর্শন ছিল সামাজিক মন্দের বিরুদ্ধে ব্রিটিশদের সুরক্ষিত করা। প্রত্যেকেরই সুবিধা পাওয়ার অধিকার রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে মাতৃত্ব, অসুস্থতা, বেকারত্ব, শিল্প আঘাত, অবসর গ্রহণ এবং বিধবাদের জন্য অনুদান। সম্পর্কিত পরিষেবাগুলি হল পারিবারিক ভাতা, জাতীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং জাতীয় সহায়তা।

১৯৪২ সালের বেভারিজ রিপোর্টটি ইংরেজি দরিদ্র আইনের ইতিহাসের একটি মহান নথি হিসেবে স্থান নেয়— ৬০১, ১৮৩৪, ১৯০৯ এবং ১৯৪২। প্রতিবেদনটি যুক্তরাজ্যের আধুনিক সমাজকল্যাণ আইনের ভিত্তি হয়ে ওঠে।

5.9 COS আন্দোলন এবং সেটেলমেন্ট হাউস আন্দোলনের সূচনা

ইংল্যান্ডে, যেখানে লন্ডনে সামাজিক পরিষেবাগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং ওভারল্যাপ করার সমস্যা বছরের পর বছর ধরে বেড়েই চলেছে, সেখানে ১৮৬৯ সালে লন্ডন চ্যারিটি অর্গানাইজেশন সোসাইটি (COS) নামে একটি জন-অনুপ্রাণিত নাগরিকের একটি দল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অক্টাভিয়া হিল এবং স্যামুয়েল বার্নেট এই দুই প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। আবাসন সংস্কারক হিসাবে তার কাজের মধ্যে, অক্টাভিয়া হিল বস্তি আবাসন উন্নত করার একটি পদ্ধতি হিসাবে 'বান্ধব ভাড়া আদায়'-এর একটি ব্যবস্থা চালু করেছিলেন।

অক্টাভিয়া হিল স্বেচ্ছাসেবকদের কাছে সাপ্তাহিক মিটিং এবং 'সহকর্মী কর্মীদের চিঠি'-এর মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবকদের কিছু নীতি বা আইন তাদের ক্রিয়াকলাপে অনুসরণ করার কথা জানিয়েছিলেন। তিনি জোর দিয়েছিলেন যে 'প্রতিটি কেস এবং প্রতিটি পরিস্থিতি অবশ্যই স্বতন্ত্র হওয়া উচিত।' প্রত্যেকের সাথে তার গোপনীয়তা এবং স্বাধীনতার জন্য সম্মানের সাথে আচরণ করা উচিত। তিনি তার কর্মীদের তাদের ব্যক্তিগত মান দিয়ে ভাড়াটেদের বিচার না করার পরামর্শ দেন। তিনি তার ভাড়াটেদের মধ্যে সবচেয়ে অধঃপতনের মর্যাদার মূল্যে বিশ্বাস করতেন।

স্যামুয়েল অগাস্টাস বার্নেট ছিলেন টয়নবি হলের প্রতিষ্ঠাতা, প্রথম সেটেলমেন্ট হাউস, যেখানে অক্সফোর্ডের ধনী ছাত্ররা হোয়াইটচ্যাপেলের বস্তিতে বসবাসের অবস্থার উন্নতির প্রয়াসে 'বসতি' করেছিল। মূল ধারণাটি ছিল শিক্ষিতদের তাদের পারস্পরিক সুবিধার জন্য দরিদ্রদের সংস্পর্শে আনা। খ্রিস্টান সোশ্যালিস্টদের অনুধাবন করা হয়েছিল যে শুধুমাত্র দাতব্য বিতরণ সমস্যার সমাধান করে না। দারিদ্র্য এবং অনুন্নয়নের পরিস্থিতি আরও ভালভাবে বোঝার জন্য, একজনকে দরিদ্রদের সাথে বসবাস করতে হবে এবং তাদের সমস্যাগুলি শুনতে হবে।

5.10 উপহংসার

শিক্ষার্থীরা যুক্তরাজ্যের সমাজকর্মের বিকাশ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠবেন। তারা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আইন এবং প্রতিবেদন সম্পর্কেও শিখবেন যেমন- এলিজাবেথন দরিদ্র আইন ১৬০১, বেভারিজ রিপোর্ট ১৯৪২। এই অধ্যায়টি COS আন্দোলন এবং সেটেলমেন্ট আন্দোলন সম্পর্কেও আলোকপাত করেছে।

5.11 প্রশ্নাবলী

যুক্তরাজ্যে সমাজকর্ম পেশার ঐতিহাসিক বিকাশ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

এলিজাবেথান দরিদ্র আইন ১৬০১ এর উপর একটি নোট লিখুন।

বেভারিজ রিপোর্ট ১৯৪২ আলোচনা করুন।

5.12 তথ্যসূত্র

- Barker, R. L. (1999). *Milestones in the Development of Social Work and Social Welfare.* Washington, D.C.: NASW Press.
- Cree, V. E. (2002). Social Work and Society. In M. Davies (Ed.), *The Blackwell Companion to Social Work* (2nd ed., pp. 277-287). Oxford, U.K.: Blackwell.
- Elliott, D., & Walton, R. G. (1995). United Kingdom. In T. D. Watts & D. Elliott & N. S. Mayadas (Eds.), *International Handbook on Social Work Education* (pp. 123- 144). London: Greenwood Press.
- Faherty, V. E. (2006). Social welfare before Elizabethan Poor Laws: The early Christian tradition, AD 33-313. *Journal of Sociology & Social Welfare,* 33(2), 107-122.
- Kim, W. (2007). Social insurance expansion and political regime dynamics in Europe, 1880-1945. *Social Science Quarterly,* 88(2), 494-513.
- Pugh, R., & Gould, N. (2000). Globalization, social work, and social welfare. *European Journal of Social Work,* 3(2), 123-138.
- http://socialworkbhu.blogspot.com/2013/12/history-of-social-work-in-united-kingdom.html

একক 6 ☐ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমাজ কর্মের ঐতিহাসিক বিকাশ

গঠন

6.1 উদ্দেশ্য

6.2 ভূমিকা

6.3 সমাজকর্মের প্রাথমিক ঐতিহাসিক বিকাশ

6.4 উত্তর আমেরিকায় সমাজকর্ম এবং সমাজ কল্যাণের উন্নয়ন

6.5 মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

6.6 কানাডা

6.7 দক্ষিণ আমেরিকায় সমাজকর্ম এবং সমাজকল্যাণের উন্নয়ন

6.8 উপসংহার

6.9 প্রশ্নাবলী

6.10 তথ্যসূত্র

6.1 উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমাজকর্মের ঐতিহাসিক বিকাশ সম্পর্কে বুঝবে

6.2 ভূমিকা

সমাজকর্ম একটি অনুশীলন ভিত্তিক পেশা এবং একটি একাডেমিক শৃঙ্খলা যা সামাজিক পরিবর্তন এবং উন্নয়ন, সামাজিক সংহতি এবং মানুষের ক্ষমতায়ন ও মুক্তির প্রচার করে। সামাজিক ন্যায়বিচারের নীতি, মানবাধিকার, সম্মিলিত দায়িত্ব এবং বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা সমাজকর্মের কেন্দ্রবিন্দু। সমাজকর্ম সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিকতা এবং দেশীয় জ্ঞানের তত্ত্ব দ্বারা আবদ্ধ, সমাজকর্ম জীবনে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং সুস্থতা উন্নত করতে মানুষ এবং কাঠামোকে নিযুক্ত করে। (IFSW, ২০১৪)

বিশ্বের বিভিন্ন অংশে ঐতিহাসিক প্রভাব সমাজকল্যাণ ও সমাজকর্মের নির্দিষ্ট প্রকৃতি গঠন করেছে। সার্বজনীন প্রভাবের ধারণা এবং বিশেষত সাংস্কৃতিক বিষয়গুলিকে অবশ্যই সমাজকর্ম পেশা সম্পর্কে ধারণা গঠনে বিবেচনায় নিতে হবে। ১৭ শতকের আগের সময়কালে ইউরোপ থেকে একটি বিশাল জনসংখ্যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসে এবং নতুন বসতি স্থাপন করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুরানো বসতি ইউরোপীয় সংস্কৃতি এবং সভ্যতা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে আমেরিকান বসতি ইউরোপ এবং বিশেষ করে ইংল্যান্ডকে অনুসরণ করেছিল। ইংল্যান্ডের মতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও প্রাইভেট দাতব্য প্রতিষ্ঠানের ওপর জোর দিয়েছে। তবে ১৯৩৫ সাল থেকে আমেরিকায় সমাজকর্মের বিকাশে একটি বিশাল এবং বৈপ্লবিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় যা ইংল্যান্ডে তার বিকাশকে পিছনে ফেলে দেয়। আমেরিকায় সমাজকর্মের ঐতিহাসিক বিকাশ সমাজকর্মের প্রাথমিক ঐতিহাসিক বিকাশের আলোকে আলোচনা করা যেতে পারে।

6.3 সমাজকর্মের প্রাথমিক ঐতিহাসিক বিকাশ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে আমেরিকান উপনিবেশে আদি বসতি স্থাপনকারীরা, বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশ থেকে বিশেষ করে ইংল্যান্ড থেকে অভিবাসীরা তাদের ঐতিহ্য, আইন এবং তাদের প্রতিষ্ঠানের উপলব্ধি তাদের সাথে বহন করে। এই জনতা পুনর্বাসনের সমস্যায় গভীরভাবে জড়িত ছিল যা তাদেরকে অভাবী অভিবাসীদের সমস্যা নিয়ে চিন্তা করতে বাধ্য করেছিল। প্রকৃতপক্ষে তারা তাদের ধর্মীয় নীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল এবং ফলস্বরূপ তারা অভাবী লোকদের সাহায্য করার ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারেনি। সমাজকর্ম এবং সমাজ কল্যাণের ধারণাটি একটি বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে বিকশিত হয়েছে যা বিভিন্ন সমাজে বৈশ্বিক এবং ঐতিহাসিক প্রভাব দ্বারা চালিত হয়েছে। সাধারণ যুগের আগে (BCE) সময়কালে এশিয়া এবং ইউরোপের প্রাচীন সমাজে এই সমস্ত প্রভাবকদের উৎস খুঁজে পাওয়া যায়।

রবার্ট। এল. বার্কার উল্লেখযোগ্য তারিখ এবং ইভেন্টগুলির সাথে এই প্রভাবগুলির একটি তালিকা প্রদান করেছেন যা সমাজকর্মের ইতিহাসের বিস্তৃত সম্ভাব্য কালানুক্রমের প্রতিনিধিত্ব করবে' এবং আমেরিকার পূর্ববর্তী প্রধান উন্নয়নগুলির মধ্যে রয়েছে:

- B.C.E. ২৫০০: মৃতদের বই, মিশরীয় প্যাপিরাস স্ক্রোল, অনেক পিরামিডে স্থাপন করা হয়েছিল অসুস্থ, ক্ষুধার্ত এবং গৃহহীনদের যত্ন সহ একজন রাজার দায়িত্বগুলি বানান করা।
- B.C.E. ১৭৫০: ব্যাবিলোনিয়ায় রাজা হাম্মুরাবি একটি ন্যায়বিচারের কোড জারি করে যাতে প্রয়োজনের সময় লোকেরা একে অপরকে সাহায্য করে।
- B.C.E. ১২০০: ইসত্যায়েলে, ইহুদিদের বলা হয় যে তাদের বিশ্বাসের জন্য তাদের দরিদ্র, বয়স্ক, সুবিধাবঞ্চিত, বিধবা এবং এতিমদের সাহায্য করতে হবে।
- B.C.E. ৫৩০: বুদ্ধ, সিদ্ধার্থ গৌতম, শেখান যে অন্যদের জন্য ভালবাসা এবং দাতব্য জ্ঞানের দিকে পরিচালিত করে।
- B.C.E. ৫০০: পরোপকারী, বা 'মানবতার জন্য ভালবাসার কাজ', গ্রীসে চালু করা হয়েছে, যেখানে নাগরিকদের জনকল্যাণের জন্য অর্থ দান করতে উৎসাহিত করা হয়।
- B.C.E. ৩০০: চীনে, কনফুসিয়াস ঘোষণা করেন যে মানুষ জেন দ্বারা একে অপরের সাথে আবদ্ধ, অন্যদের প্রয়োজনে সাহায্য করার সমাজকর্মের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।
- B.C.E. ৩০০: ভারতের যুবরাজ অশোকা মানুষ এবং প্রাণী উভয়ের জন্য হাসপাতাল এবং আশ্রয়কেন্দ্র প্রদান করেন।
- B.C.E. ১০০: রোমান ঐতিহ্য যেখানে ধনীরা সকল নাগরিককে বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে শস্য সরবরাহ করে তা সুপ্রতিষ্ঠিত।
- খ্রিস্টপূর্ব ৩০: খ্রিস্টান শিক্ষাগুলি কম সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের দেওয়ার গুরুত্বের উপর জোর দেয়।
- ৪০০: ভারতে, দরিদ্র এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য আশ্রয় প্রদানকারী হাসপাতাল বা সুবিধাগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
- ৫৪২: ভারতের মতো হাসপাতালগুলি চীন এবং মধ্য প্রাচ্য জুড়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছে।

- ৬৫০: মুসলমানদের বলা হয় যে দরিদ্রদের যত্ন নেওয়ার জন্য জাকাত (একটি 'শুদ্ধি কর') প্রদান করা ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি (কর্তব্য)।
- ১১০০: রোমান চার্চ ঘোষণা করে যে ধনী ব্যক্তিদের দরিদ্রদের সমর্থন করার জন্য একটি নৈতিক এবং আইনি বাধ্যবাধকতা রয়েছে।
- ১২১৫: ইংল্যান্ডে ম্যাগনা কার্টা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করে, তবে শুধুমাত্র অভিজাত শ্রেণীর (সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণী) জন্য।
- ১৩৪৮: আংশিকভাবে বুবোনিক প্লেগের কারণে, যা প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জনসংখ্যাকে হত্যা করে, ইউরোপীয় সামন্তবাদ ভেঙে পড়তে শুরু করে, যার ফলে দরিদ্ররা অর্থনৈতিকভাবে আরও দুর্বল হয়ে পড়ে।
- ১৫৩১: দরিদ্রদের ত্রাণ প্রদানকারী ইংল্যান্ডের প্রথম আইন জারি করা হয়, বয়স্ক এবং অক্ষম ব্যক্তিদের তাদের নিজস্ব এলাকায় ভিক্ষা করার লাইসেন্স দেওয়া হয়।
- ১৬০১: এলিজাবেথান দরিদ্র আইন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায় ২০০ বছর ধরে চলে, এবং একটি মডেল প্রদান করে যার উপর ভিত্তি করে ঔপনিবেশিক আমেরিকান আইন ছিল, তারা তাদের সম্প্রদায়ের আশ্রিত মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলিকে সমর্থন করার জন্য লোকদের কর আরোপ করে এবং 'সক্ষম' দরিদ্রদের কঠোরভাবে শাস্তি দেয়।

বিভিন্ন সময় এবং সংস্কৃতির সময়কালে, অবশেষে এটি বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে বিভিন্ন সমাজ এই সত্যটি স্বীকার করতে লড়াই করেছে যে সম্প্রদায়ের সমস্ত সদস্যের সমস্ত সংস্থান বা বেঁচে থাকার মৌলিক প্রয়োজনীয়তাগুলিতে সমান অ্যাক্সেস থাকতে পারে না। ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক প্রভাবগুলি এই চাহিদাগুলিকে সাড়া দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পথ সরবরাহ করেছে, সুবিধাবঞ্চিত এবং দরিদ্রদের জন্য সহানুভূতির গুরুত্বকে স্বীকার করে সাধারণ নীতিগুলির উপর আঁকা। এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন সমাজে আবির্ভূত অনেক নতুন ধারণা এবং কৌশল নতুন বিশ্বে সমাজকর্ম এবং সমাজকল্যাণের উন্নয়নমূলক গতিপথ গঠনে কার্যকরভাবে অবদান রেখেছে, যেখানে ঔপনিবেশিক প্রভাব সামাজিক গঠনের প্রক্রিয়ায় আদিবাসীদের সাথে প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হয়েছিল। আদেশ

6.4 উত্তর আমেরিকায় সমাজকর্ম এবং সমাজ কল্যাণের উন্নয়ন

উত্তর আমেরিকার অভ্যন্তরে সমাজকর্ম এবং সামাজিক কল্যাণের কৌশলগুলি বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় ইউরোপ এবং বিশেষ করে যুক্তরাজ্য থেকে প্রাপ্ত সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অনুশীলন দ্বারা তৈরি হয়েছে। কানাডায়, ফরাসি প্রভাবও ছিল তাৎপর্যপূর্ণ, এবং একটি সাধারণ জাতীয় প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন অভ্যাসের বিকাশ ঘটায়।

6.5 মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমাজকর্ম শিক্ষাকে আনুষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছে মাত্র এক শতাব্দীরও বেশি আগে, যখন শিকাগো, ইলিয়েন্সের স্কুল অফ সোশ্যাল ইকোনমিক্সে দরিদ্রদের জন্য কাজ করা ব্যক্তিদের কাছে প্রথম বক্তৃতা দেওয়া হয়েছিল। আমেরিকান উপনিবেশগুলি যখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং সমৃদ্ধ হতে শুরু করেছিল তখন

সামাজিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কিত সমস্যাগুলি আরও জটিল হয়ে ওঠে। বার্নার্ড একটি সংক্ষিপ্ত প্রদান করেছিলেন যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাথমিক ইতিহাসে এই সমস্যাগুলি মোকাবেলার কৌশলগুলি প্রকাশ করেছিল।

প্রাথমিক বছরগুলিতে জনসংখ্যা ছিল সীমিত এবং সম্পদ ছিল প্রচুর এবং ফলস্বরূপ দারিদ্র্য এবং নির্ভরতা উভয়ই অস্বাভাবিক এবং অস্থায়ী হিসাবে দেখা হয়েছিল। ভিক্ষার ঘর এবং কর্মশালা তাদের সকলের জন্য আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে যারা হয় উৎপাদনশীল হতে পারে না বা করতে পারে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে এটি একটি কার্যকর বা লাভজনক সমাধান নয়। বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী থেকে স্বেচ্ছাসেবী সমিতির ধারণার উদ্ভব হয় এবং তারা দরিদ্র ও অনুৎপাদনশীলদের জন্য কাজ শুরু করে। খুব সীমিত পাবলিক ব্যবস্থার সাথে, এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির সংখ্যা এবং বৈচিত্র্য ব্যাপক হয়ে উঠেছে।

Barker's Milestone (১৯৯৯) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমাজ কল্যাণ এবং সমাজকর্মের বিবর্তনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ তুলে ধরেছে।

- ১৬২৪: ভার্জিনিয়া কলোনি প্রতিবন্ধী সৈন্য এবং নাবিকদের প্রয়োজনের জন্য আইন প্রতিষ্ঠা করে।
- ১৬৪২: প্লাইমাউথ কলোনি, এলিজাবেথান দরিদ্র আইনের উপর ভিত্তি করে, 'নতুন বিশ্বে' এই ধরনের প্রথম আইন প্রণয়ন করে।
- ১৬৫০: স্ব-শৃঙ্খলা, মিতব্যয়ীতা এবং কঠোর পরিশ্রমের উপর জোর দেওয়া 'প্রোটেস্ট্যান্ট ওয়ার্ক এথিক' বিশিষ্ট হয়ে ওঠে, যারা বেকার বা অন্যের উপর নির্ভরশীল লোকদের অবজ্ঞা করার জন্য এর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে তাদের ন্যায্যতা দেয়।
- ১৬৯২: ম্যাসাচুসেটস চুক্তিবদ্ধ দাসত্ব প্রবর্তন করে, এই শর্তে যে গৃহহীন শিশুদের অন্যান্য পরিবারের সাথে রাখা যেতে পারে যারা তাদের যত্নের জন্য অর্থ প্রদানের জন্য তাদের কিছু সময়ের জন্য কাজ করতে পারে।
- ১৭৭৬: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র স্বাক্ষরিত হয়, দাস ছাড়া সকলের জন্য স্বাধীনতার প্রচার করে।
- ১৭৮৭: মার্কিন সংবিধান 'সাধারণ কল্যাণের প্রচার' করার জন্য গৃহীত হয়, সমাজ কল্যাণকে আমেরিকান রাজনৈতিক আলোচনায় নিয়ে যায়।
- ১৮১৩: কানেকটিকাটে শিশু শ্রম আইন পাস করা হয়, যার জন্য কারখানার মালিকরা তাদের জন্য কাজ করা শিশুদের পড়া, লেখা এবং পাটিগণিত শেখান।
- ১৮৩০: জাতীয় নিগ্রো কনভেনশনগুলি নাগরিক অধিকার, স্বাস্থ্য, এবং বর্ণ ও মহিলাদের জন্য কল্যাণ সম্পর্কে আলোচনা শুরু করার জন্য মিলিত হয়।
- ১৮৪৩: দ্য নিউ ইয়র্ক অ্যাসোসিয়েশন ফর ইমপ্রুভিং দ্য কন্ডিশন অব দ্য পুওর প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং তারপরে মদ থেকে বিরত থাকা, স্ব-শৃঙ্খলাবদ্ধ হওয়া এবং দারিদ্র্যের অবসানের উপায় হিসাবে একটি কাজের নীতি বিকাশের উপর জোর দেওয়া অনুকরণ করে।
- ১৮৪৮: নারীবাদীরা মিলিত হয় নারীদের ভোট ও সমান পাওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ।
- ১৮৭০: সামাজিক ডারউইনবাদ প্রভাব অর্জন করে, এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করে যে দারিদ্র্য মানব অবস্থার একটি প্রাকৃতিক অংশ ছিল এবং দরিদ্রদের সাহায্য করা তাদের অলস করে তোলে।

- ১৮৭৪: প্রথম চ্যারিটি অর্গানাইজেশন সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রথমে শুধুমাত্র পরামর্শ দেয়, এবং অভাবীদের সরাসরি আর্থিক সাহায্য না করে।

চ্যারিটি অর্গানাইজেশন সোসাইটিক্স সিওএসগুলি মূলত সুবিধাবঞ্চিতদের সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য বিস্তৃত ব্যক্তিগত কৌশলগুলিতে শৃঙ্খলা এবং সংগঠন আনার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আন্ডারলাইন করা দর্শনটি ছিল প্রত্যেক সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তিকে স্ব-স্বাধীন হতে সক্ষম হওয়ার সমান সুযোগ দেওয়া এবং সাহায্যের অনুরোধকারী স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা যোগ্য বা অযোগ্য হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে, তাদের সাহায্য করতে ইচ্ছুক বলে বিচার করা হয়েছে কিনা তার ভিত্তিতে।

- ১৮৮৬: প্রথম ইউএস সেটেলমেন্ট হাউস, যুক্তরাজ্যের পূর্বের প্রচেষ্টার আদলে তৈরি করা হয়েছে, শ্রমিক শ্রেণীর আশেপাশের দরিদ্রদের জন্য আবাসন সনাক্ত করার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে দূরত্ব দূর করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেটেলমেন্ট হাউসগুলি প্রাথমিকভাবে কর্মজীবী মায়েদের জন্য ডে নার্সারি, স্বাস্থ্য ক্লিনিক, এবং নাচ, নাটক, শিল্প এবং সেলাইয়ের ক্লাস সরবরাহ করেছিল (ভ্যান ওয়ার্মার, ২০০৩)। অবশেষে, তারা আরও রাজনৈতিক হয়ে ওঠে এবং দরিদ্রদের অবজ্ঞা করার পরিবর্তে বা অনুমান করার পরিবর্তে যে একটি উচ্চতর উদাহরণ স্থাপনের মাধ্যমে দরিদ্রদের সমস্যা সমাধান করা হবে, তারা তাদের চাহিদা এবং আকাঙ্ক্ষার দিকে মনোনিবেশ করতে শুরু করে যাদের সাথে তারা ওকালতির মাধ্যমে কাজ করছিল। সামাজিক পরিবর্তন।
- ১৮৯৫: শিকাগোর স্কুল অফ সোশ্যাল ইকোনমিক্স, প্রায়শই আধুনিক সমাজকর্মের প্রতিষ্ঠাতা কেন্দ্র হিসাবে স্বীকৃত, এবং দরিদ্রদের সাথে কাজ করা ব্যক্তিদের বক্তৃতা দেওয়া শুরু করে।
- ১৯০০: 'সমাজকর্মী' শব্দটি সাইমন প্যাটেন দ্বারা উদ্ভাবিত হয়, যিনি মেরি রিচমন্ডের সাথে বিতর্ক করেন যে তাদের প্রধান ভূমিকা সামাজিক ওকালতি বা ব্যক্তিগত পরিষেবা সরবরাহ করা উচিত।
- ১৯১৫: আবত্যাহাম ফ্লেক্সনার তার রিপোর্ট জারি করে ঘোষণা করেন যে সমাজকর্ম এখনও একটি পেশা নয় কারণ এতে লিখিত জ্ঞান এবং শিক্ষাগতভাবে যোগাযোগযোগ্য কৌশলের অভাব রয়েছে।
- ১৯১৭: মেরি রিচমন্ড সিগমন্ড ফ্রয়েডের কাজ দ্বারা প্রভাবিত সামাজিক ডায়াগনোসিস প্রকাশ করেন এবং তাদের অভ্যন্তরীণ জীবন এবং পারিবারিক পরিবেশ বোঝার উপর ভিত্তি করে ক্লায়েন্ট সমস্যাগুলির জন্য একটি পদ্ধতির উপর জোর দেন।
- ১৯৩৩: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্র্যাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট আমেরিকানদের জন্য একটি ট্মনতুন চুক্তিট্ম ঘোষণা করেন, দারিদ্র্য এবং বেকারত্বের প্রতি সাড়া দেওয়ার জন্য প্রধান সমাজ কল্যাণ কর্মসূচি প্রতিষ্ঠা করেন।
- ১৯৫০: ১৯৩৫ সালের সামাজিক নিরাপত্তা আইন সংশোধন করা হয়েছে এমন শিশু এবং আত্মীয়দের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যাদের সাথে অভাবী শিশুরা বসবাস করছে এবং স্থায়ীভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে অক্ষম ব্যক্তিদের সাহায্য করার জন্য।
- ১৯৫৫: রোজা পার্কস, একজন কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা, মন্টগোমেরি, আলাবামের একটি বাসের পিছনে যেতে অস্বীকার করেন
- ১৯৬৪: মার্কিন প্রেসিডেন্ট লিন্ডন বি জনসন 'গ্রেট সোসাইটি' প্রোগ্রামগুলি প্রতিষ্ঠা করেন এবং নাগরিক অধিকার আইন পাবলিক প্লেসে জাতিগত বৈষম্যকে বেআইনি করে তোলে।
- ১৯৬৫: আরো 'গ্রেট সোসাইটি' প্রোগ্রাম, চিকিৎসা সেবা প্রদান, বয়স্ক আমেরিকানদের চাহিদা, এবং শিশুদের শিক্ষা, প্রতিষ্ঠিত হয়।

- ১৯৯০: আমেরিকানস উইথ ডিজঅ্যাবিলিটিস অ্যাক্ট ১৫ জনের বেশি লোককে নিয়োগ করে এমন যেকোনো ব্যবসায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি বৈষম্য করাকে বেআইনি করে দেয়।
- ১৯৯০: রায়ান হোয়াইট কম্প্রিহেনসিভ এইডস রিসোর্সেস ইমার্জেন্সি অ্যাক্ট এইচআইভি/এইডস সম্পর্কিত প্রতিরোধ, হস্তক্ষেপ, চিকিৎসা এবং সম্প্রদায় পরিকল্পনার জন্য তহবিল সরবরাহ করে।
- ১৯৯৬: রাষ্ট্রপতি ক্লিনটন ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা এবং কাজের সুযোগ পুনর্মিলন আইনে স্বাক্ষর করেন, দরিদ্র লোকদের জন্য অনেক এনটাইটেলমেন্ট প্রোগ্রাম সীমিত বা নির্মূল করে এবং স্বাধীনতার প্রচারের জন্য ডিজাইন করা আরও অস্থায়ী সহায়তা দিয়ে তাদের প্রতিস্থাপন করেন।

6.6 কানাডা

কানাডারও অনেক ঐতিহাসিক প্রভাব রয়েছে যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে মিল রয়েছে এবং এর উন্নয়ন বিভিন্নভাবে তার প্রতিবেশী দক্ষিণে প্রধান ঘটনাগুলিকে প্রতিফলিত করেছে। অ্যালেনের জন্য, কানাডিয়ান কল্যাণকে সবচেয়ে সহজভাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে 'দরিদ্রদের পেমেন্ট, শেষ অবলম্বন হিসাবে দেওয়া কারণ তারা দরিদ্র'। কানাডার জনকল্যাণমূলক কর্মসূচীর একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, যৌথভাবে সরকারী ও বেসরকারী উতসের মাধ্যমে অর্থায়ন করা হয়েছে (Hopmeyer, Kimberly, & Hawkins, ১৯৯৫)। এর মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্য, ব্যক্তিগত এবং সামাজিক পরিষেবার কর্মসূচি যা ফেডারেল এবং প্রাদেশিক সরকারের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

- ১৮৪০: ব্রিটেন পশ্চিম গোলার্ধে তার সমস্ত উপনিবেশে দাসপ্রথা বিলুপ্ত করে।
- ১৮৬৪: ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী P.G.F. Le Play দারিদ্র্যের উপর প্রথম বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন সম্পন্ন করে-এর ব্যাপ্তি, কারণ, পরিণতি এবং সম্ভাব্য সমাধান।
- ১৯১৯: কানাডা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৭টি সমাজকর্মের স্কুল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য অভিন্ন মান প্রচারকারী প্রথম সংস্থা গঠন করে (অবশেষে ১৯৫২ সালে সমাজকর্ম শিক্ষার কাউন্সিলের নামকরণ করা হয়)।
- ১৯২৬: কানাডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ সোশ্যাল ওয়ার্কার্স (CASW) প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৩৫: কানাডিয়ান কল্যাণ রাষ্ট্র শুরু হয়, মহামন্দার উচ্চতায়, প্রথম বেকারত্ব বীমা আইন পাসের মাধ্যমে (১৯৪০ সালে, বেকারত্ব বীমা আইন)।
- ১৯৪৩: মার্শ রিপোর্ট কানাডিয়ান যুদ্ধ-পরবর্তী কল্যাণ ব্যবস্থার জন্য নির্দেশিকাকে আনুষ্ঠানিক করে।
- ১৯৪৪: জাতীয় আবাসন আইন প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৪৫: পারিবারিক ভাতা, মাকে প্রদেয় সার্বজনীন, অ-করযোগ্য শিশু সুবিধাগুলির একটি সিস্টেম পাস করা হয়েছে।
- ১৯৫২: ওল্ড এজ সিকিউরিটি (OAS) চালু করা হয়েছে, যা ৬৫ বছরের বেশি বয়সী প্রত্যেক সিনিয়রকে সার্বজনীন, অ-করযোগ্য সুবিধা প্রদান করে যারা বসবাসের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে।
- ১৯৬৫-৬৬: তিনটি মূল প্রোগ্রাম, কানাডা পেনশন প্ল্যান (CPP), কানাডা অ্যাসিসট্যান্স প্ল্যান (CAP), এবং মেডিকেয়ার সমাজ কল্যাণ বিধানের জন্য 'উচ্চ জলের চিহ্ন' সেট করে।
- ১৯৮৫: কানাডিয়ান স্বাস্থ্য আইন সর্বজনীন ব্যাপক স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রদান করে।

6.7 দক্ষিণ আমেরিকায় সমাজকর্ম এবং সমাজকল্যাণের উন্নয়ন

দক্ষিণ আমেরিকায় সমাজকর্ম এবং সমাজকল্যাণের বিকাশ মূলত যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি, স্পেন বা পর্তুগালের মতো বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

- ১৪৯৪: স্পেন এবং পর্তুগালের রাজারা নিউ ওয়ার্ল্ডের পোপের আঞ্চলিক বিভাগকে স্বীকার করে।
- ১৯২৫: সান্তিয়াগো ডি চিলিতে প্রথম দক্ষিণ আমেরিকান সমাজকর্মের স্কুল তৈরি করা হয়।
- ১৯৩০: আর্জেন্টিনার সোশ্যাল মিউজিয়াম স্কুল অফ সোশ্যাল সার্ভিস তৈরির একটি প্রস্তাব অনুমোদন করে, প্রথম পেশাদার সমাজকর্মের পাঠ্যক্রম অফার করে।
- ১৯৪৫: প্রথম প্যান-আমেরিকান কংগ্রেস অফ সোশ্যাল সার্ভিস চিলিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে পাঠ্যক্রমের মান তৈরি করা হয়েছিল।
- ১৯৭৬: আর্জেন্টিনায় সামরিক শাসন শুরু হয়, যার ফলে ১২,০০০ এরও বেশি নাগরিককে অপহরণ, নির্যাতন এবং হত্যা করা হয়।
- ১৯৭৮: আর্জেন্টিনা কাউন্সিল অন সোশ্যাল সার্ভিস এডুকেশন তৈরি করা হয়।

১৯৮৩ সাল থেকে, বহু বছর সামরিক দমন ও সরকারি নিয়ন্ত্রণের পর, সমাজকর্ম পেশাগত এবং শিক্ষাগত পুনর্গঠন লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। প্রাথমিকভাবে মার্কিন শিক্ষাগত এবং পেশাগত অনুশীলনের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, কেসওয়ার্ক, গ্রুপ ওয়ার্ক এবং সম্প্রদায়ের সংগঠনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে, ল্যাটিন আমেরিকান সমাজকর্ম সময়ের সাথে সাথে এই প্রভাবগুলি থেকে মুক্ত হয়ে উঠেছে এবং আদিবাসী সামাজিক বাস্তবতার ধারণার দিকে পদক্ষেপ নিয়েছে। সমাজকর্ম এবং সমাজ কল্যাণ ন্যায়সঙ্গত সমাজের সৃষ্টি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের জন্য সম্পদের সুষম বণ্টনের মূলে রয়েছে।

6.8 উপসংহার

আমেরিকায় সমাজকর্ম এবং সমাজকল্যাণের ইতিহাস মূলত ইউরোপীয় প্রভাব দ্বারা তৈরি হয়েছিল .এগুলি পালাক্রমে প্রাচীন এশীয় এবং মধ্য প্রাচ্যের ঐতিহ্যের অংশে উদ্ভূত হয়েছিল। নতুন বিশ্বের মহাদেশগুলিতে, ঔপনিবেশিক প্রভাবগুলি সুস্থতার প্রকৃতিকে সংজ্ঞায়িত করতে সাহায্য করেছিল এবং সামাজিক সম্পদের বণ্টনে উদ্ভূত অসাম্যের জন্য নিষিদ্ধ প্রতিক্রিয়াগুলি। ট্রাথাক এবং নেইট্রা এর মধ্যে পার্থক্য প্রায়শই প্রয়োজন ব্যক্তিদের নৈতিক চরিত্র বা সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে রায় জড়িত এবং তাদের পরিস্থিতির প্রতিকারের বিভিন্নতার দিকে পরিচালিত করে।

6.9 প্রশ্নাবলী

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পেশা হিসাবে সমাজকর্মের ঐতিহাসিক উত্থান নিয়ে আলোচনা করুন

দক্ষিণ আমেরিকায় সমাজকর্মের উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করুন

আপনি তৎ সম্পর্কে কি জানেন?

6.10 তথ্যসূত্র

- Allen, D. W. (1993). Welfare and the family: The Canadian experience. *Journal of Labor Economics*, 11(1), s201-s211.
- Barker, R. L. (1999). *Milestones in the Development of Social Work and Social Welfare.* Washington, D.C.: NASW Press.
- Bernard, L. D. (1995). United States. In T. D. E. Watts, Doreen; Mayadas, Nazneen S. (Ed.), *International Handbook on Social Work Education* (pp. 7-22). London: Greenwood.
- Borges, D. (1993). 'Puffy, Ugly, Slothful, and Inert':Degeneration in Brazian Social Thought, 1880-1940. *Journal of Latin American Studies,* 25(2), 235-256.
- Eden, L., & Molot, M. A. (1993). Canada's national policies: Reflections on 125 years. Canadian Public Policies, 19(3), 232-251.
- Hopmeyer, E., Kimberly, M. D., & Hawkins, F. R. (1995).Canada. In T.D.E. Watts, Doreen;Mayadas, Nazneen S. (Ed.), *International Handbook on Social Work Education* (pp. 23-42). London: Greenwood.
- Lightman, E. S., & Riches, G. (2000). From modest rights to commodification in Canada's welfare state. *European Journal of Social Work*, 3(2), 179-190.
- Queiro-Tajalli, I. (1995). Argentina. In T. D. E. Watts, Doreen;Mayadas, Nazneen S. (Ed.), *International Handbook on Social Work Education* (pp. 87-102). London: Greenwood Press.
- Resnick, R. P. (1995). South America. In T. D. E. Watts, Doreen;Mayadas, Nazneen S. (Ed.), *International Handbook on Social Work Education* (pp. 65-86). London: Greenwood Press.
- Schölvinck, J. (2005). The impact of the 2005 World Summit on the Social Development Agenda, 2005 *World Summit on the Social Development Agenda.* New York, New York, U.S.A.
- Skidmore, T. E. (2004). Brazil's persistent income inequality: *Lessons from history. Latin American Politics and Society*, 46(2), 133-150.
- Van Wormer, K. (2003). Social Welfare: A World View. Belmont, CA: Wadsworth.
- Wallace, E. (1950). The origin of the social welfare state in Canada, 1867-1900. *The Canadian Journal of Economics and Political Science*, 16(3), 383-393.
- Watts, T. D. (1995). An introduction to the world of social work education. In T. D. E. Watts, Doreen;Mayadas, Nazneen S. (Ed.), *International Handbook on Social Work Education* (pp. 1-6). London: Greenwood Press.

একক 7 □ ভারতে প্রাচীন, মধ্যযুগে ও আধুনিক যুগে সমাজ কর্মের বিকাশ

গঠন

7.1 উদ্দেশ্য

7.2 ভূমিকা

7.3 প্রাচীন ভারতে সমাজকর্ম

7.4 মধ্যযুগে সমাজকর্ম (১২০৬-১৭০৬)

7.5 আধুনিক যুগে সমাজকর্ম (AD ১৮০০ এর পর)

7.6 উপসংহার

7.7 প্রশ্নাবলী

7.8 তথ্যসূত্র

7.1 উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি আমাদের ভারতে সমাজকর্মের ঐতিহাসিক বিকাশ সম্পর্কে অবিহত করবে। আমরা ঔপনিবেশিক এবং উত্তর ঔপনিবেশিক যুগ থেকে সমাজকর্মের বিকাশ বুঝতে পারব।

7.2 ভূমিকা

ভারত হল বিশ্বের এমন একটি দেশ যা একটি সমৃদ্ধ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহন করে যা ৩০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের। হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারোর সংস্কৃতি যে কোনও রাষ্ট্রের নাগরিকদের জীবনযাত্রার মানের দিক থেকে প্রাচীনতম এবং সেরা সংস্কৃতি বলে বিবেচিত হয়। ভারতীয় ইতিহাসে পরিলক্ষিত দ্বিতীয় প্রাচীনতম সংস্কৃতি হল ১৭০০ থেকে ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে বৈদিক যুগ যখন আর্যরা ভারতে এসেছিল, সম্ভবত পারস্য থেকে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় কথা বলে। এই সময়কালে এই যাযাবর উপজাতিরা গঙ্গা উপত্যকায় কৃষি সমাজের বসতি শুরু করে। এ সময় পেশাভিত্তিক বর্ণপ্রথার উদ্ভব হয় বলেও ধারণা করা হয়। সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে সম্পদের ভাগাভাগি এবং বৃহত্তরভাবে সমাজ এই সময়ে অস্তিত্ব লাভ করে, যদিও ঐতিহাসিকদের মধ্যে এই বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। বেদ এই সময়কালে মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন পরিচালনা করেছিল। বেদ, উপনিষদ এবং গীতা প্রাচীনতম মহাকাব্যগুলি একটি উন্মুক্ত এবং বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গির সাথে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে, অভাবী লোকদের অন্যান্য সমস্ত সহায়তা সহ দানসহ দরিদ্রদের কল্যাণ প্রচার করে, স্বীকার করে যে ব্যক্তি হিসাবে সমস্ত মানুষ মর্যাদার অধিকারী এবং সমাজে শান্তি জায় রাখার জন্য সহিংসতার চেয়ে সহনশীলতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল।

তৃতীয় প্রাচীনতম সংস্কৃতি যা অবিভক্ত ভারতে বিকশিত হয়েছিল ৩০০ থেকে ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে যখন গৌতম বুদ্ধ জীবনের পথ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, অনেক পেশাদার সমাজকর্মী নিম্নলিখিত যুক্তিতে বুদ্ধকে ভারতীয় এবং বিশ্বের প্রথম সমাজকর্মী হিসাবে বিবেচনা করেন। তিনি অল্প বয়সে স্থান ত্যাগ করেন এবং মানবজাতি এবং তাদের দুঃখকষ্ট সম্পর্কে জ্ঞান অনুসন্ধান করতে যান। তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের চারপাশে ঘুরেছেন

এবং তার পর্যবেক্ষণ থেকে শিখেছেন এবং দরিদ্র এবং অসুস্থদের দুঃখকষ্টের কারণ এবং প্রভাব সম্পর্ক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করেছেন। পর্যবেক্ষণের পর ধ্যান তাকে সব ধরনের যন্ত্রণার পেছনের সত্যকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করেছে, যা সাধারণভাবে মানুষ এবং সমাজের জীবন ও জীবনযাপনের উপর একটি জ্ঞানের ভিত্তি তৈরি করে।

জনগণের সাথে সম্প্রদায়গুলিতে বসবাস করার সময় তিনি ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং সম্প্রদায়ের প্রয়োজন অনুসারে সম্পর্ক তৈরি এবং পরিষেবা প্রদানের প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন। সাধারণ এবং দরিদ্রদের সাথে তার মেলামেশাকে সমাজ সেবা প্রদানের পদ্ধতিগত প্রশিক্ষণের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। সুখী জীবনের উপায়গুলি স্থির করার সময় তাঁর কাছে আটটি পথ জীবন যাপনের সঠিক উপায় হিসাবে স্বীকৃত হয়েছিল। সেবা প্রদানের এই পদ্ধতিটি সারা বিশ্বের মানুষের কাছে স্বীকৃতি পেয়েছে। এটা বললে ভুল হবে না যে তাঁর শিক্ষা আধ্যাত্মিক ও সামাজিকভাবে সর্বত্র স্বীকৃত ছিল। অবশেষে, বৌদ্ধধর্ম এখন একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা যা শান্তির উদ্বেগের সাথে জীবনের মৌলিক প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আধ্যাত্মিকভাবে সচ্ছল মানুষদের সেবা করে। বৌদ্ধ মঠগুলি এখন বিশ্বের পেশাদারভাবে পরিচালিত সংস্থা। এই অর্থে গৌতম বুদ্ধ হলেন ভারতের প্রথম পেশাদার সমাজকর্মী যিনি একটি পেশার সমস্ত প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করেন। বুদ্ধের শিক্ষাকে কঠোর, আচারিক ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং ক্ষত্রিয়দের কাছে তার মর্যাদা হারানোর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেখা যেতে পারে। গোর (১৯৬৬) তার 'ভারতে সমাজকর্মের সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি' নিবন্ধে লিখেছেন যে অন্তত পাঁচটি পন্থাকে ধর্মীয়-ঐতিহ্যবাদী, উদার-সংস্কারবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ-মিশনারী, নীতি-বিপ্লবী এবং উদার পেশাদার হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এটা সৎ যে সমাজসেবা ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত হয়েছে কিন্তু কিছু কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস সংস্কারকদের উদ্যোগে এর সংস্কারের আহ্বান জানিয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ মিশনারিরা মানবতাবাদের জন্য তাদের উদ্বেগের সাথে সামাজিক পরিবেশের কল্যাণ ও উন্নয়নকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়েছিল। ভারতে ঐতিহ্যগতভাবে মানুষের আচার-আচরণ ও আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী নীতি-নৈতিকতা সমস্ত মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে পরার্থপরতার জন্ম দেয়। অধিকার এবং ন্যায়বিচারের সাথে পেশাদার দৃষ্টিভঙ্গি ভারতে সমাজকর্মের আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের শুরুর পরে এসেছিল।

যে কোন দেশ বা সমাজের সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে;

ক ধর্মীয় বিশ্বাস

খ. সামাজিক রীতিনীতি

গ. অর্থনৈতিক নীতি

ঘ. নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ

ঙ. রাজনৈতিক পরিবেশ

চ. ধর্মীয় বিশ্বাস

ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং সমাজসেবা প্রাচীনতম এবং সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যেই অন্তর্নিমিত। মানুষের জীবন এবং জীবনযাপন সম্পর্কে বেদের প্রেসক্রিপশনগুলি প্রাকৃতিক নিয়মের উপর ভিত্তি করে ছিল যা মহাবিশ্বকে পরিচালনা করে। বাঁচো আর বাঁচতে দাও ছিল মূল নীতি। দেওয়া এবং নেওয়া জীবনের উপায় ছিল. মানুষের জীবন পারস্পরিক সাহায্য এবং সাহায্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। গীতা এবং উপনিষদ উচ্চ স্তরের নৈতিক ও নৈতিক বিবেচনার উদ্রেককারী মূল্যবোধসম্পন্ন সমাজকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। সুখ বা আনন্দ প্রত্যেকের জীবন এবং জীবনযাপনের জন্য অপরিহার্য। ক্ষুধার্ত দরিদ্র, পঙ্‌ক্তি এবং বেঁচে থাকার জন্য মৌলিক জিনিসগুলির প্রয়োজন এমন যে কোনও ব্যক্তিকে খাবার দেওয়ার মাধ্যমে ভাল কাজ বা ধার্মিক কাজের দ্বারা এটি অর্জন করা যেতে পারে।

প্রাথমিক বৈদিক যুগে এই দানের মধ্যে গবাদি পশু, জমি, নারী ও পুরুষ দাস, শস্য, বস্ত্র ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত ছিল। বেদ ও উপনিষদের নির্দেশাবলী অনুসরণ করে হিন্দু সমাজে বসবাসকারী যেকোন ব্যক্তির জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল পুণ্য অর্জন করা। তাদের পুনর্জন্ম সহ ভবিষ্যতে তাদের পরিশোধ করুন। গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের জীবনযাপন তখন সাধারণ মানুষের মনের অবস্থা ছিল। হিন্দুরা অমর আত্মার জন্ম এবং পুনঃজন্মে বিশ্বাস করে, প্রত্যেকেই যোগ্যতার কাজ হিসাবে মানুষের দান করে সমাজে উচ্চ মর্যাদা অর্জন করতে চেয়েছিল।

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতে গিল্ডগুলি ছিল কর্পোরেট সংস্থা যা দুর্বল জনগোষ্ঠীর জন্য বেশ কয়েকটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণমূলক কর্মসূচি প্রদান করে। পরবর্তীকালে, এই গিল্ডগুলিকে রাষ্ট্রের অংশ হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের সাথে মিল রেখে আবির্ভূত হয়েছিল, যদিও ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং তাদের আধিপত্যের বিরোধিতা করে, কিন্তু একে অপরের সাথে খুব বেশি বিরোধ ছাড়াই গৃহীত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, সাংস্কৃতিক ইতিহাস দেখায় যে ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে ন্যূনতম সংঘাত ছিল যতক্ষণ না মুঘলরা ১২ শতকে একটি ভিন্ন সংস্কৃতি নিয়ে এই ভূখণ্ডে আক্রমণ করেছিল। ধর্মীয় ও সামাজিক শৃঙ্খলা তখন দেশের নাগরিকদের আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে যুদ্ধ ও সংঘাত প্রতিরোধ করে। যৌথ পরিবার এবং সম্প্রদায়গুলি বৃদ্ধ, অসুস্থ এবং বেকার সহ দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য ব্যবস্থা করেছে। ব্যক্তিদের নিষ্ক্রিয়তার কারণে দুর্ভোগ একটি অস্থায়ী ব্যবধান হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল। হিন্দু ধর্মের মতে 'কর্মই পূজা এবং পরিশ্রম ছাড়া কিছুই অর্জন করা যায় না'। বৈদিক যুগে মানুষের মধ্যে উচ্চ স্তরের মূল্যবোধের সাথে সামাজিক সম্প্রীতি বিরাজ করায়, ঐতিহ্যটি ১২ শতকের শুরু পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

খ্রিস্টীয় ১ম থেকে ৮ম শতাব্দীতে মৌর্য শাসনের সময় রাজাকে প্রজাদের কল্যাণের জন্য দায়ী করা হয়েছিল। তখন থেকে কল্যাণমূলক কার্যক্রম ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে পরিণত হয়। এই সময়কালে 'সাধারণ জনগণের কিছু অধিকার ছিল। তাদের দায়িত্বগুলি শুধুমাত্র তাদের জীবনের সমস্ত দিকগুলির জন্য মহান বিশদভাবে নির্দিষ্ট করা হয়নি, তবে কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। গুপ্তচরবৃত্তির একটি ব্যাপক এবং দক্ষ ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের উপর কড়া নজর রাখা হয়েছিল। প্রশাসনের অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা পরিচালনা করার জন্য একটি বিশাল আমলাতন্ত্র ছিল, যা একটি বিশাল পেশাদার সেনাবাহিনী দ্বারা সমর্থিত ছিল। মানুষের জন্য সামান্য স্বাধীনতা ছিল।' এই সময়কালে মহিলাদের অবস্থা কিছুটা ভাল ছিল কারণ তাদের সম্পত্তির অধিকার, বিবাহবিচ্ছেদ এবং পুনর্বিবাহের অধিকার ছিল যা ব্রাহ্মণ্যবাদের অধীনে অনুমোদিত ছিল না, রাষ্ট্র বৌদ্ধ প্রভাবের পরে জনপ্রিয় হওয়া তপস্বীকে নিরুৎসাহিত করেছিল। একটি বর্ণ স্তরবিশিষ্ট সমাজে যেখানে পরিবারে তাদের অবস্থানের ভিত্তিতে পেশা নির্ধারণ করা হয়েছিল তাদের পেশা পরিবর্তন করা প্রায় অসম্ভব ছিল। রাজা অশোক অনুরূপ আমলাতন্ত্র অনুসরণ করেছিলেন এবং তার সেনাবাহিনী নিয়ে তার রাজ্য বিস্তার করতে চেয়েছিলেন।

কলিঙ্গ যুদ্ধের পর যখন তিনি রক্তপাত দ্বারা হতবাক হয়েছিলেন তখন তিনি বৌদ্ধধর্ম অনুসরণ করে অহিংসার পথ অবলম্বন করেন। শীঘ্রই তিনি তাঁর প্রজাদের কল্যাণের জন্য তাঁর উদ্বেগের কারণে একজন দয়ালু রাজা হয়ে ওঠেন। তার প্রবর্তিত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঐতিহ্য ছিল মহিলা সুপারিনটেনডেন্ট হিসাবে মহিলা নিয়োগকারী কর্মকর্তাদের জন্য বিশেষ যত্ন। কল্যাণকে আরও এগিয়ে নিয়ে তিনি রাজপরিবার থেকে অনুদান সংগঠিত করার জন্য এবং রাজ্যের সমস্ত দাতব্য কাজ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দাতব্য হাই কমিশনারদের নিয়োগ করেছিলেন। জেল কল্যাণ ছিল ইক্যুইটি কমিশনারদের সাথে অশোকের সূচিত হস্তক্ষেপের আরেকটি ক্ষেত্র। তিনি গ্রামীণ বাসিন্দাদের উন্নয়নের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন কারণ তারা সমস্ত অর্থে পিছিয়ে থাকলেও তারা কৃষি পণ্য দিয়ে সবাইকে খাওয়াতেন। অশোকের রাজ্যের আদর্শ ছিল মানবতাবাদের উপর ভিত্তি করে। বৌদ্ধধর্মের অনুসারী হিসেবে এবং কৌশলগত উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সাধারণের প্রতি তার ভালবাসা ভারতে প্রাচীন যুগে করা অগ্রগামী কাজগুলির

মধ্যে একটি। প্রাচীন ভারতের লোকেরা বেশি ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক প্রকৃতির ছিল এবং ধর্মের অনুগততা আধ্যাত্মিকতাকে সর্বোচ্চ স্তরে বিকশিত করেছিল যা জীবনে সুখের দিকে পরিচালিত করেছিল।

সমাজ সংস্কার এবং সমাজকর্ম ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে, বিশেষ করে রাজা রামমোহন রায়ের সময় থেকে পাওয়া যায়। পূর্ববর্তী সময়কালের যে কোনো রেফারেন্স কিছু মুসলিম বা মারাঠা শাসকদের সংস্কার কার্যক্রমের উল্লেখ করে। যাইহোক, প্রাচীন ভারতে সমাজ কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের অস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়—বেশিরভাগই অতীতের গৌরব হিসাবে। প্রাচীন কাল সম্পর্কে পাখির দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়ার জন্য, এটিকে ২৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রাচীন যুগ, AD ১১০০ বা ১২০০ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দকে মধ্যযুগ এবং ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে পরবর্তী সময়কালকে আধুনিক সময়কাল হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। এই বিভাগে সুনির্দিষ্ট মনোযোগ দেওয়া হবে প্রাচীন যুগের দিকে, যা মোটামুটিভাবে আট শতক খ্রিস্টাব্দ বা সম্ভবত একটু আগের। একজনকে অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে যে এই সময়কালটি প্রায় তিন হাজার বছরের একটি বৃহৎ ব্যবধান জুড়ে, যার জন্য খুব কম ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই, বিশেষ করে সামাজিক কাঠামো সম্পর্কে। সুতরাং অনুসৃত কালানুক্রমিক পদ্ধতি একটি বিস্তৃত অর্থে—সমাজ কল্যাণ ধারণার বিকাশের একটি দিকনির্দেশনা এবং আভাস দেওয়ার লক্ষ্যে।

7.3 প্রাচীন ভারতে সমাজকর্ম

দাতব্য এবং ধর্মীয় ভক্তি প্রাচীনকালে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রধান ভিত্তি ছিল। প্রধান বৈশিষ্ট্যটি ছিল সকলের কল্যাণ ও সাধারণ মঙ্গল করা বা সূচনা করা, যার আভাস পুরানো সাহিত্যকর্ম, স্মৃতি বা ধর্মশাস্ত্রের লোককাহিনী এবং কিংবদন্তিতে পাওয়া যায়। দাতব্যের প্রথম উল্লেখটি ঋগ্বেদ থেকে পাওয়া যেতে পারে যা দাতব্যকে উৎসাহিত করে 'যিনি সবচেয়ে বেশি আলোকিত করেন'। কৌটিল্য বর্ণিত অর্থশাস্ত্র হল রাজনীতির প্রাচীনতম রচনাগুলির মধ্যে একটি- যা গ্রামবাসীদের যৌথ প্রচেষ্টায় জনকল্যাণের জন্য কাজকে বোঝায়। এটি শিশুদের যত্নকে সমাজকর্ম হিসাবে উল্লেখ করে, কোন রক্ষক না ক্ষেত্রে বৃদ্ধ বা অবৈধ। সাধারণ ভালোর জন্য শহরে বসবাসকারী ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ প্রবিধান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সমষ্টিগত দাতব্য সমাজকর্মের জনপ্রিয় রূপ ছিল, যার মধ্যে শিক্ষার অগ্রগতি বা ন্যায়দান ছিল অসংখ্য জাতকের প্রতিফলন হিসাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ। বৃহদারন্যক, ছান্দোগ্য এবং তৈত্তিরীয় মত অন্যান্য উপানিষদ নির্দেশ দিয়েছেন যে প্রত্যেক গৃহকর্তাকে অবশ্যই দাতব্য অনুশীলন করতে হবে।

শিক্ষার পরে, ধর্মের উল্লেখ করা যেতে পারে, যা প্রাচীন ভারতের মানুষের কাছে অন্য সব কিছুর চেয়ে প্রাধান্য পেয়েছে। সামাজিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনের একটি জনপ্রিয় পদ্ধতি ছিল যজ্ঞ। যজ্ঞের মূল লক্ষ্য ছিল সকলের সাধারণ কল্যাণ, কোনো ব্যক্তিগত সুবিধা বা লাভ বর্জিত। বেশ কিছু যজ্ঞশালা ছিল, যেগুলো ছিল শ্রেণীকক্ষের মতো যেখানে ছাত্রদের অহংকেন্দ্রিক আকাঙ্ক্ষা ছাড়াই কাজ করার অনুভূতিতে উদ্বুদ্ধ করা হতো। এই শিক্ষা এবং চেতনা গৃহ, কর্মক্ষেত্র এবং সাধারণ সম্প্রদায়ের জীবনে অতিক্রম করেছে। সম্প্রদায়কে এক সত্তা হিসেবে এগিয়ে যেতে এবং অগ্রগতি অর্জনের আহ্বান জানানো হয়। প্রাথমিক বৈদিক যুগের সাম্প্রদায়িক কঠোরতা একটি বর্ধিত পরিবারের মতো কাজ করত, যেখানে প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রয়োজন মেটাত। কর্মকাণ্ড ও সম্পর্কের সহজ প্রকৃতির কারণে সম্প্রদায়ের কল্যাণ ছিল সবার উদ্বেগের বিষয়। ক্রমান্বয়ে কৃষিভিত্তিক সমাজের বিকাশের সাথে সাথে জমির ব্যক্তিগত মালিকানা এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ঘটে। দাতব্য বা দান। স্বেচ্ছায় বিতরণ করা সুবিধাপ্রাপ্ত অংশগুলির উপকরণ এবং পুণ্য হয়ে উঠেছে। পরবর্তীকালে বৈদিক যুগে ওহরিটি ফদানা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে এবং ধর্মীয় মতাদর্শের সাথে যুক্ত হয়। এটি একটি লালিত গুণ হিসাবে প্রশংসা করা হয়েছিল।

বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাব সমাজের চরিত্রকে শ্রেণীভিত্তিক কৃষিভিত্তিক সমাজে পরিবর্তিত করে। এর দর্শন শ্রেণীগত পার্থক্য ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে এবং পুণ্য ও দানের উপর জোর দিয়েছে। দাতব্য নিছক প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অবস্থার উন্নতির একটি মাধ্যম ছিল না বরং গানকে উপহার দেওয়াও ছিল, যা ছিল আশ্রয় ও শিক্ষার কেন্দ্র। গিল্ডগুলি, এই সময়ের মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কার্যাবলীর সাথে যুক্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্পোরেট সংস্থা হিসাবেও আবির্ভূত হয়েছিল। এগুলি সমাজের দরিদ্র অংশগুলিকেও সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করেছিল এবং এর তহবিলের কিছু অংশ অন্ধ, নিঃস্ব, অবৈধ, দুর্বল, এতিম এবং বিধবা মহিলাদের ত্রাণের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। মগধ রাজ্যে নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। সাধারণ কল্যাণ, রাস্তাঘাট নির্মাণ, কৃষি ইত্যাদির দিকে নজর দেওয়া হয়। কৌটিল্য তাঁর প্রজাদের কল্যাণ ও সুখের প্রতি রাজার কর্তব্য তুলে ধরেছেন। অশোক এবং পরবর্তীকালে কনিষ্কের রাজত্বকালে, একই ধরনের সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল যার মধ্যে রয়েছে নারী কল্যাণ, বন্দীদের পুনর্বাসন, গ্রামীণ উন্নয়ন, বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা, পতিতাবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ, জনসাধারণের সেবার ব্যবস্থা ইত্যাদি।

7.4 মধ্যযুগে সমাজকর্ম (১২০৬-১৭০৬)

মধ্যযুগীয় সময়কালে সামাজিক সংস্কার কার্যক্রমের উল্লেখ করার সময় যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছিল তা হবে পৃথক রাজা এবং তাদের কৃতিত্বের উপর নয় বরং সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং কঠোরতার পরিবর্তনে তাদের অবদানের পরিমাণের দিকে মনোনিবেশ করা। মুসলিম সালতানাত যারা মধ্যযুগের একটি উল্লেখযোগ্য পর্যায় গঠন করেছিল তারা ধর্ম ও শিক্ষার ক্ষেত্রে সমাজসেবার একই চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও চালিত হয়েছিল। মুসলিম শাসকদের মধ্যে হুমায়ূন ছিলেন সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করার প্রচেষ্টার পথপ্রদর্শক। আকবর ছিলেন একজন বিশিষ্ট শাসক যিনি ১৫৮৩ সালে দাসপ্রথা বিলুপ্ত করে ভারতীয় সমাজে সংস্কার আনার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তিনি শ্রেণী ও ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের মধ্যে সমতা প্রবর্তন করেছিলেন এবং দরিদ্র ত্রাণের ব্যাপক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যা দুই ধরনের ছিল। প্রত্যেক অভাবী ব্যক্তিকে যারা এর জন্য অনুরোধ করেছিল এবং অন্যটি নিয়মিতভাবে প্রদত্ত এবং সংগঠিত সহায়তা ছিল।

ব্রিটিশদের আবির্ভাবের আগে, ভারতীয়রা কার্যত গ্রামে বাস করত। এভাবে গ্রামের অর্থনীতি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনামলে ভারত ছিল কৃষিপ্রধান দেশ হিসেবে সাহায্যকারী। শুধুমাত্র সেই শিল্পগুলিকে বিকাশের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল যা ব্রিটিশ পুঁজির বিনিয়োগের জন্য আরও ভাল সুযোগ প্রদান করেছিল। আরও, ব্রিটিশ নিয়মগুলি উৎপাদন সংস্থাকে হুমকির মুখে ফেলেছিল। এই অর্থনৈতিক ও সংগঠন পরিবর্তন ভারতীয়দের অর্থনৈতিক অবস্থাকে নিম্নমুখী করে। সমস্ত সমস্যাগুলি প্রধানত স্বাস্থ্য, বাসস্থান, শিশু ও মহিলা কল্যাণ এবং শ্রম, বিনোদন, অপরাধ এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলার সাথে সম্পর্কিত। এসব সমস্যার কারণে সংগঠিত সমাজকর্মের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করা হয়। সমাজ সংস্কার আন্দোলনের মূল অনুপ্রেরণা ছিল ব্রিটিশ শাসন। খ্রিস্টান মিশনারিরা শিক্ষার প্রসার ঘটান, সাম্যের তত্ত্ব নিয়ে আসেন, যা ফলস্বরূপ সামাজিক সংস্কারকে মন্দ প্রথা ও অসমতাকে আক্রমণ করতে সাহায্য করে। ভারতীয় মহিলাদের সম্পত্তির কোন অধিকার ছিল না। বাল্যবিবাহ, অসমতা, বর্ণপ্রথা, বিধবা পুনর্বিবাহ, সতীদাহ প্রথা ছিল ভারতীয় সমাজের জ্বলন্ত সমস্যা।

স্বাধীন ভারতে সমস্ত কল্যাণমূলক পরিষেবার উৎস সংবিধানের অন্তর্নিহিত। নারী, শিশু, যুবক ও বয়স্ক ব্যক্তিদের কল্যাণে বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সরকার কল্যাণের ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য প্রশিক্ষিত পেশাদার সমাজকর্মীদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে এবং শিল্পে কল্যাণ কর্মকর্তাদের বিধিবদ্ধ দায়বদ্ধতাও তৈরি

করেছে। এসব সেবা সাধারণ সমাজসেবা থেকে সমাজকল্যাণ সেবা তদারকির জন্য কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বোর্ড সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের উন্নতি ও উন্নয়নে সহায়তা করে। এইভাবে, ভারতীয় সমাজকর্ম ধীরে ধীরে একটি সমাজভিত্তিক পেশা হিসাবে আবির্ভূত হচ্ছে।

7.5 আধুনিক যুগে সমাজকর্ম (১৮০০ এর পর)

এই সময়কালে ভারতীয় সমাজে ধীরে ধীরে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বেশ কিছু বড় পরিবর্তন সাধিত হয়। কিছু প্রধান পরিবর্তন যা সমগ্র কাঠামোতে প্রতিফলিত হয়েছিল তা হল সম্পত্তির অধিকার, আইনের শাসন, বিচার ব্যবস্থা এবং বাজার অর্থনীতির উত্থান, রেলওয়ে ও যোগাযোগের বিকাশ এবং একটি নতুন শিক্ষাব্যবস্থা যা আদর্শের দৃষ্টিভঙ্গি উন্মোচন করে এমন পশ্চিমা ধারণার উপর ভিত্তি করে নতুন আইনি ব্যবস্থা, স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও সমতা। এই পরিবর্তনগুলি পরিবার, আত্মীয়তা, বিবাহ এবং বর্ণকে প্রভাবিত করেছিল। এটি পশ্চিমা উদার যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির একটি অভিজাত গোষ্ঠীর প্রভাব ও বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করেছিল যা ঊনবিংশ শতাব্দীতে সামাজিক সংস্কারের আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল।

রামমোহন রায়ের কাজ থেকে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত পাওয়া যায়, যিনি ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের বীজ বপন করেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, জোতিরাও ফুলে, শশীপদ বংশী, গোপাল কৃষ্ণ গোখলে, স্বামী দয়ানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ, বাল শাস্ত্রী জাম্বেকরের মতো বেশ কয়েকজন সংস্কারক প্রায় এক শতাব্দী ধরে ভারতের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সংস্কারে তাদের প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করেছিলেন। সমাজ যেমন বর্ণপ্রথা, বাল্যবিবাহ, সতীদাহ, বিধবা, মূর্তি পূজা। ন্যায়বিচার, সাম্য, স্বাধীনতার আদর্শ ছিল এই সংস্কার আন্দোলনের অন্তর্নিহিত নীতি। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন হিন্দু সমাজের ক্ষতিকারক দিকগুলির দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তিদের পরিষেবা প্রদানের জন্য স্কুল ও প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তারা শিক্ষার বিস্তার এবং প্রচারের উপর তাদের আক্রমণের উপর ভিত্তি করে সরকারকে এই সামাজিক অভ্যাসগুলি নির্মূল করার জন্য আইন পাস করতে উৎসাহিত করে। এই আন্দোলনের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন হল ব্রাহ্মসমাজ, আর্য সমাজ, থিওসফিক্যাল সোসাইটি, রাম কৃষ্ণ মিশন, ইন্ডিয়ান সোশ্যাল কনফারেন্স, সার্ভেন্টস অফ ইন্ডিয়া সোসাইটি ইত্যাদি। যাইহোক, এই সামাজিক সংস্কার আন্দোলন ছোট অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। জনসংখ্যার বেশিরভাগই ইংরেজিভাষী মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিয়ে গঠিত। কিন্তু দৃশ্যপটে গান্ধীজির আবির্ভাবের সাথে সাথে সমগ্র সামাজিক সংস্কার ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা আন্দোলন মোড় নেয়। উল্লেখযোগ্যভাবে, গান্ধীজি রাজনৈতিক আন্দোলনকে সামাজিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত করেছিলেন এবং জনসংখ্যার সমস্ত অংশ বিশেষ করে নারী এবং কৃষক এবং নিম্নবর্ণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এটিকে একটি গণ আন্দোলনে রূপান্তরিত করেছিলেন।

স্বাধীনতার পর সরকার কল্যাণমূলক পদ্ধতির দিকে সরে যায় এবং সমাজকর্মের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে এর আওতায় নিয়ে যায়। সমাজকর্মের প্রথম স্কুল, স্যার দোরাবজি টাটা গ্র্যাজুয়েট স্কুল অফ সোশ্যাল ওয়ার্ক, বোম্বে ১৯৩৬ সালে প্রতিষ্ঠা সামাজিক কর্ম পেশার প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষার একটি জলাধার চিহ্নিত করে। গান্ধী রাজনৈতিক আন্দোলনকে সামাজিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত করেছিলেন এবং জনসংখ্যার সমস্ত অংশ বিশেষ করে নারী এবং কৃষক এবং নিম্নবর্ণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এটিকে একটি গণ আন্দোলনে রূপান্তরিত করেছিলেন।

7.6 উপসংহার

এই অধ্যায়টি আমাদেরকে প্রাচীন যুগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ভারতে সমাজকর্মের একটি সুন্দর যাত্রায় নিয়ে গেছে। আমরা ভারতে ঐতিহ্যগত ধর্মীয় অনুশীলন কীভাবে রূপান্তরিত হয়েছিল সে সম্পর্কে একটি ধারণা পেয়েছি। অবশেষে, বেশ কয়েকটি সামাজিক সংস্কার আন্দোলন প্রত্যক্ষ করার পর ভারত স্বাধীনতার পর একটি কল্যাণমূলক পদ্ধতি গ্রহণ করে।

7.7 প্রশ্নাবলী

প্রাচীন ভারতে সমাজকর্ম নিয়ে আলোচনা করুন

মধ্যযুগীয় যুগে সমাজকর্মের প্রকৃতি চিত্রিত করুন

ভারতে আধুনিক যুগে সমাজকর্মের বিকাশ নিয়ে আলোচনা করুন

7.8 তথ্যসূত্র

1. Diwakar, V.D. (Ed.) (1991), *Social Reform Movements in India: A Historical Perspective,* Popular Prakashan Pub., Bombay.
2. Gore, M.S. (1965), *Social Work and Social Work Education,* Asia Publishing House, Bombay.
3. Madan, G.R. (1966), *Indian Social Problems: Social Disorganization & Reconstruction,* Allied Pub., Bombay.
4. Pathak, S.H. (198 l), *Social Welfare: An Evolutionary and Development Perspectives,* Mcmillan Pub, Delhi.
5. University Grants Commission (1972), *Review of social Work Education in India,*
6. Wadia, A.R. (Ed.) (1961), *History and Philosophy of social Work in India,* Allied Publishers, New Delhi.

একক 8 □ ভারতে পেশা এবং শিক্ষা হিসাবে সমাজকর্মের বিকাশ

গঠন

8.1 উদ্দেশ্য

8.2 ভূমিকা

8.3 উন্নয়ন খাতে পেশাদার সমাজকর্মীদের জন্য সম্ভাবনা

8.4 একজন পেশাদার সমাজকর্মীর জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা

8.5 প্রশ্নাবলী

8.6 উপসংহার

8.7 তথ্যসূত্র

8.1 উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীরা ভারতে একটি একাডেমিক শৃঙ্খলা হিসাবে সমাজকর্মের বিকাশ সম্পর্কে শিখবে

8.2 ভূমিকা

বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং মানবতাবাদী অনুশীলনের মিশ্রণে সমাজকর্ম একটি মহৎ পেশা। ভারতে, গত আট দশকে পেশাদার সমাজকর্ম দরিদ্র এবং কম সুবিধাপ্রাপ্তদের কল্যাণে ব্যাপকভাবে অবদান রেখেছে। ১৯৩৬ সালে যখন প্রফেশনাল সোশ্যাল ওয়ার্ক প্রবেশ করে, তখন ভারত ছিল একটি ঔপনিবেশিক দেশ। ভারতে সমাজকর্মের পেশাটি ২০১২ সালে তার প্ল্যাটিনাম জয়ন্তীকে চিহ্নিত করেছে। পঁচাত্তর বছর এবং তারও বেশি সময় একটি স্বাধীন সাহায্যকারী পেশা, প্রকৃতির আন্তঃবিভাগীয় এবং তিহ্যগত সমাজকর্ম পদ্ধতির ভিত্তির উপর ভিত্তি করে এই পেশার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সমালোচনামূলক হয়েছে। এবং বিভিন্ন ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক দর্শনের সমন্বয়ে মানবিক নীতির চারপাশে নির্মিত দক্ষতা, মূল্যবোধ এবং নৈতিকতা জাতির জন্য সমৃদ্ধ। সোশ্যাল ওয়ার্কের পেশাদারিকরণের পশ্চিমা উত্তরাধিকার বেশ কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশে অব্যাহত রয়েছে যারা একটি আমেরিকান-ইউরোকেন্দ্রিক মডেল গ্রহণ করেছে। ভারতে সমাজকর্ম শিক্ষার সূচনা ছিল পাশ্চাত্য চিন্তা ও শিক্ষাবিদ্যার উপর ভিত্তি করে।

১৯৩৬ সালে আমেরিকান ধর্মপ্রচারক স্যার ক্লিফোর্ড মানশার্ডের নেতৃত্বে নাগপাদা নেবারহুড হাউসে (পরিবার কল্যাণের জন্য বসতি ঘর) অনুশীলনের মাধ্যমে সমাজকর্মের পেশাদারীকরণ শুরু হয়। তিনি স্যার দোরাবজি টাটা গ্র্যাজুয়েট স্কুল অফ সোশ্যাল ওয়ার্কের প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক হয়েছিলেন যা সমাজসেবা প্রশাসনে ডিপ্লোমা দিয়ে শুরু হয়েছিল। ১৯৬৪ সালে, স্কুলটি টাটা ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল সায়েন্সেস (একটি ডিমড ইউনিভার্সিটি) হয়ে ওঠে যা সমাজকর্মে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রদান করে। সমাজকর্ম পেশা সমাজে বিদ্যমান বাধা, বৈষম্য এবং অন্যায়ের সমাধান করে। এর লক্ষ্য হল লোকেদের তাদের পূর্ণ সম্ভাবনা বিকাশে, তাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করতে এবং কর্মহীনতা প্রতিরোধে সহায়তা করা। পেশাদার সমাজকর্ম সমস্যা সমাধান এবং পরিবর্তনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। যেমন, সমাজকর্মীরা সমাজে এবং ব্যক্তি, পরিবার এবং সম্প্রদায়ের জীবনে পরিবর্তনের এজেন্ট যা তারা পরিবেশন

করে। এটি সঙ্কট এবং জরুরী অবস্থার পাশাপাশি দৈনন্দিন ব্যক্তিগত এবং সামাজিক সমস্যাগুলিতে সাড়া দেয়।

ভারতে পেশা হিসাবে সমাজকর্ম ইতিমধ্যেই তার শৈশবকাল অতিবাহিত করেছে এবং গত কয়েক দশকে এটি ভারতের অন্যতম চাহিদাপূর্ণ পেশা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। ভারতে একজন ব্যক্তি, সমাজকর্মে স্নাতক (BSW) বা স্নাতকোত্তর (M.A in Social Work/MSW) ডিগ্রিধারী, সাধারণত একজন পেশাদার সমাজকর্মী হিসাবে বিবেচিত হয়। যতদূর ভারতীয় দৃশ্যকল্প উদ্বিগ্ন পেশাদার সমাজকর্মীরা বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) পাশাপাশি সরকারি মন্ত্রণালয়গুলিতে প্রশাসনিক, ব্যবস্থাপনা এবং নীতি পরিকল্পনা পদে সরাসরি অনুশীলনে পাওয়া যেতে পারে। আপনি যদি কঠোর পরিশ্রম করতে ইচ্ছুক হন এবং যে কোনো শর্তে সরকারী এবং বেসরকারি উভয় সংস্থার (এনজিও) কাছে অনেক কিছু দেওয়ার আছে। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিও সামাজিকভাবে সচেতন এবং তাই আন্তর্জাতিক সমাজকর্মে অনেক সুযোগ পাওয়া যায়। শিল্প ও বাণিজ্যিক ইউনিটগুলিও সামাজিক কর্মীদের নিয়োগ করতে চাইছে। সমাজকর্মে একটি ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা লক্ষ লক্ষ ভারতীয় যুবকদের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রচুর সুযোগ তৈরি করছে।

সমাজকর্মের পাঠ্যক্রমের একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টান্ত ছিল সামাজিক সমস্যাগুলির বিশ্লেষণে একটি 'সামাজিক সমস্যা দৃষ্টিকোণ' থেকে একটি 'উন্নয়নমূলক দৃষ্টিকোণ'-এ সরানো। এটি ১৯৯৫ সালে কোপেনহেগেনে সামাজিক উন্নয়নের বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলন দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিল যার ফলে জাতিসংঘের মূল সামাজিক উন্নয়ন থিমগুলিতে মনোনিবেশ করেছিল। সামাজিক কর্মের শিক্ষাবিদরা এইভাবে পাঠ্যক্রমের উন্নয়ন উদ্বেগ এবং সমস্যাগুলিকে একীভূত করতে প্রভাবিত হয়েছিল। এই দৃষ্টিকোণটি জাতীয় সমাজকর্ম পাঠ্যক্রমেও (বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান কমিশন ২০০১) একত্রিত করা হয়েছিল। শতাব্দীর শুরু থেকে, সমাজকর্ম শিক্ষকরা শিশু, নারী, বন্দী, কর্মী, ইত্যাদির অধিকার রক্ষার জন্য মানবাধিকার গোষ্ঠীর সাথে হাত মেলাচ্ছেন। ভারতের সমাজকর্ম কলেজগুলিও ধীরে ধীরে তাদের পাঠ্যক্রমে মানবাধিকারের দৃষ্টিভঙ্গি অন্তর্ভুক্ত করছে, শিশু, কন্যা শিশু, নারীর অধিকার এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জীবিকার অধিকার রক্ষায় অগ্রণী কর্মসূচি এবং নীতি পরিবর্তন। এটি ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ স্কুল অফ সোশ্যাল ওয়ার্ক (IASSW) এবং ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ সোশ্যাল ওয়ার্কার্স (IFSW) দ্বারা গৃহীত জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন (ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম ২০০৭ এবং ২০০৯) এর সাথে মিল রেখে।

সমাজকর্মের শৃঙ্খলায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এর অনন্য প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে অনেক বেশি জটিল। যোগ্য পেশাদার সমাজকর্মীদের একটি ক্যাডার তৈরি করতে যোগ্য শিক্ষক এবং অনুশীলনকারীদের প্রয়োজন যারা একসাথে তত্ত্ব এবং অনুশীলনের প্রতিফলনের অনুশীলন থেকে তৈরি শিক্ষাবিদদের একটি পুল তৈরি করে। বেশিরভাগ সমাজকর্মের শিক্ষাবিদরা হলেন প্রশিক্ষিত সামাজিক কর্ম পেশাদার যারা কলেজ স্তরে শিক্ষা দেওয়ার জন্য UGC পরিচালিত জাতীয় যোগ্যতা পরীক্ষা বা রাজ্য শাসিত রাজ্য স্তরের যোগ্যতা পরীক্ষা (www.ugcnetonline.in) পাস করার মাধ্যমে যোগ্যতা অর্জন করে। অতীত বা একযোগে অনুশীলনের অভিজ্ঞতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া সর্বদা একটি সুবিধা। তারা আরও যোগ্যতা অর্জন করে এমফিল বা পিএইচডি ডিগ্রীর মাধ্যমে। সমাজকর্মের স্কুলগুলিকে শিক্ষকতা পেশায় বাধ্যতামূলকভাবে এই জাতীয় যোগ্য কর্মীদের নিয়োগ করতে হবে। কর্মজীবনের অগ্রগতির জন্য অনুষদগুলিকে নির্দিষ্ট রিফ্রেশার কোর্সগুলি সম্পূর্ণ করতে হবে।

একটি বড় চ্যালেঞ্জ হল ফ্যাকাল্টি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম বা রিফ্রেশার কোর্সের অভাব যা বিশেষভাবে শিক্ষাবিদদের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য তৈরি করা হয়েছে। বৃহত্তর আর্থ-রাজনৈতিক, আর্থিক এবং অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতার কারণে দক্ষ অনুষদ ধরে রাখা একটি বড় চ্যালেঞ্জ যা তাদের আরও পরিপূর্ণ এবং সবুজ চারণভূমির দিকে নিয়ে যায়, এমনকি দেশের বাইরেও। একটি শক্তিশালী সংস্থা বা স্কুলগুলির নেটওয়ার্কের প্রয়োজন যা শিক্ষা ও শেখার পদ্ধতিতে বৈচিত্র্যকে একত্রিত করে এবং দেশের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ধরণে উচ্চ গুণমান নিশ্চিত করে।

পেশাটি একটি একচেটিয়া কাউন্সিল বা একটি সংস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না যা সমাজকর্মের অনুশীলনের ক্ষেত্রগুলি তত্ত্বাবধান করে। তাই দেশে কোন কঠোর বা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত সীমানা বিদ্যমান নেই। সমাজকর্ম অনুশীলনকারীদের ডাক্তার, আইনজীবী, নার্স, ইত্যাদির মতো লাইসেন্সের প্রয়োজন হয় না। এর ফলে সমাজকর্মের অনুশীলনের ডোমেনে প্রবেশ করা আরও বেশ কিছু শৃঙ্খলা তৈরি হয়েছে। মানবাধিকার, উন্নয়ন অধ্যয়ন, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, গ্রামীণ ব্যবস্থাপনা, নগর অধ্যয়ন ইত্যাদির মতো শিক্ষামূলক প্রোগ্রামগুলি স্বাধীন শৃঙ্খলা বা পেশা হয়ে উঠছে, যা একসময় সমাজকর্মের ডোমেনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। পেশাটি দেশে সমাজকর্ম শিক্ষাবিদদের একটি জাতীয় সমিতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষাবিদরা একটি বিশ্বাসযোগ্য সংস্থা তৈরি করার জন্য এই প্রচেষ্টার নেতৃত্ব দিচ্ছেন যা ভারতে সমাজকর্মের শিক্ষা এবং অনুশীলনের মান নিরীক্ষণ এবং উন্নত করবে। এই প্রচেষ্টা সাম্প্রতিক অতীতে সামাজিক কর্মের একটি ন্যাশনাল নেটওয়ার্ক অফ স্কুলস (Nadkarni & Desai ২০১২) গঠনে একটি স্বতন্ত্র এবং স্পষ্ট কাঠামো গ্রহণ করেছে। একটি সাম্প্রতিক পরামর্শে, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ সোশ্যাল ওয়ার্ক এডুকেশন (IASWE) চালু করার জন্য নেটওয়ার্কের সিনিয়র শিক্ষাবিদদের একটি দল টাটা ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল সায়েন্সে মিলিত হয়েছিল। এই অ্যাসোসিয়েশনটি তার শিক্ষামূলক প্রোগ্রামগুলির মাধ্যমে পেশার দক্ষতা এবং দৃশ্যমানতা বাড়ানোর জন্য নতুন পথ চার্ট করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ভারতে পরিষেবা এবং উৎপাদন ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান ফোকাস সহ, আজ ব্যবসা এবং শিল্পে ব্যবস্থাপনা দক্ষতার জন্য প্রচুর চাহিদা রয়েছে। একটি অনিয়ন্ত্রিত শ্রমবাজারের এই যুগে, প্রকল্প পরিকল্পনা এবং উন্নয়নের পাশাপাশি মনিটরিং এবং মূল্যায়নে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং দক্ষতার ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন। ম্যানেজমেন্ট স্কুলগুলির এলাকা এইসব এলাকায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রী শুরু করার মাধ্যমে এই সক্ষমতা-নির্মাণের প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করা সমাজকর্মের প্রতিক্রিয়া। পরিবর্তে, ম্যানেজমেন্ট স্কুলগুলি সামাজিক খাতের জন্য ব্যবস্থাপক এবং সামাজিক উদ্যোক্তাদেরও প্রস্তুত করছে। সমাজকর্ম শিক্ষার জন্য একটি রূপান্তরমূলক দৃষ্টান্তের প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে, ন্যাশনাল নেটওয়ার্ক অফ স্কুলস অফ সোশ্যাল ওয়ার্ক সদস্যরা একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ন্যায়সঙ্গত সমাজ গঠনের জন্য সমাজকর্ম শিক্ষাকে মুক্তিদাতা এবং রূপান্তরমূলক করার লক্ষ্য তৈরি করেছে; পাঠ্যক্রমের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় মান নির্ধারণ করা, এর নৈতিক ভিত্তির উপর পুনরায় জোর দেওয়া; উচ্চ মানের জ্ঞান, সম্পদ, দক্ষতা এবং সারা দেশে স্কুলের সাথে ভাগ করে নেওয়ার প্রক্রিয়াগুলির একটি সর্বজনীনভাবে অ্যাক্সেসযোগ্য ভান্ডার তৈরি করেছে; রাষ্ট্র, সুশীল সমাজ এবং শিল্পকে জড়িত করে এমন কাঠামোর মাধ্যমে পেশার জন্য দৃশ্যমানতা অর্জন করা; প্রতিষ্ঠিত লিঙ্কেজ এবং ডাটাবেস যা সংযুক্ত করে এবং সমস্ত দায়ী স্টেকহোল্ডারদের জানায়; স্বীকৃতি সিস্টেম এবং পর্যায়ক্রমিক পর্যালোচনার মাধ্যমে মান উন্নত করার জন্য প্রচেষ্টা করা; এবং সমাজকর্মের বিভিন্ন দিক অন্বেষণ করার জন্য প্রতিনিধিত্বমূলক বৈজ্ঞানিক সমিতি তৈরি করেছে, সম্মিলিত ওকালতি এবং পদক্ষেপের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে (Nadkarni ২০১২)।

8.3 উন্নয়ন খাতে পেশাদার সমাজকর্মীদের জন্য সম্ভাবনা

বর্তমানে উন্নয়ন খাত মূলত কল্যাণমূলক বা বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় - যারা সমাজের সার্বিক উন্নয়নের দিকে অগ্রগামী কাজ করছে। সোশ্যাল ওয়ার্কে ডিগ্রী (সম্ভবত স্নাতকোত্তর ডিগ্রি) সহ একজন ব্যক্তিকে উন্নয়নমূলক সংস্থা এবং এনজিওগুলিতে অত্যন্ত পছন্দ করা হয়। অন্য কথায়, এটি বলা যেতে পারে যে এনজিও সেক্টরের পাশাপাশি উন্নয়ন খাতগুলি পেশাদার সমাজকর্মীদের দ্বারা প্রাধান্য পাচ্ছে। যতদূর

উন্নয়ন খাতে একজন পেশাদার সমাজকর্মীর বেতন (ভারতে) উদ্বিগ্ন—এটি সংস্থা থেকে সংস্থায় পরিবর্তিত হয়। সাধারনত ইন্টারভিউ এর সময় আলোচনা করা হয়। উন্নয়ন খাতে বেতন যেমন আলোচনা সাপেক্ষ, তেমনি নিয়োগ প্রক্রিয়াতেও নমনীয়তা বিদ্যমান। কখনও কখনও এটিও দেখা যায় যে একজন ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট পদে নিয়োগ পান—যদিও তিনি ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করেননি। M.S.W-তে শতকরা মার্কস উন্নয়ন খাতের নিয়োগ-প্রক্রিয়ায় খুব কমই গুরুত্বপূর্ণ; M.S.W তে ৫০% থেকে ৫৫% নম্বর একটি নামী প্রতিষ্ঠানে ভালো চাকরি পাওয়ার জন্য যথেষ্ট। কি ব্যাপার—প্রাসঙ্গিক কাজের অভিজ্ঞতা, প্রকল্প পরিচালনার উপযুক্ত প্রযুক্তিগত দক্ষতার অধিকার, এনজিও প্রশাসন পরিচালনার সঠিক জ্ঞান ইত্যাদি; কখনও কখনও একাডেমিক প্রতিষ্ঠানের সুনাম , যেখান থেকে আবেদনকারী সমাজকর্মে ডিগ্রি অর্জন করেছেন, নিয়োগকারী সংস্থাগুলি বিবেচনায় নেয়। TISS–XISS, দিল্লি ইউনিভার্সিটির মতো প্রতিষ্ঠান থেকে M.S.W সম্পন্ন করা ছাত্র-ছাত্রীরা সাধারণত পছন্দের এবং শুরুতে উচ্চ বেতন পান।

8.4 একজন পেশাদার সমাজকর্মীর জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা

- প্রকল্প প্রস্তাব প্রস্তুত করা
- প্রিপারিং ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (MIS)
- প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (পিআইপি) প্রস্তুত করা হচ্ছে
  জেলা/রাজ্য/জাতীয় স্তরে প্রকল্প পরিচালনা ও সমন্বয়
- প্রোগ্রাম পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন
- প্রতিবেদন লেখা এবং উপস্থাপনা
- মাসিক পরিকল্পনা এবং বাজেট প্রণয়ন
- জেলা এবং রাজ্য প্রশাসন, অন্যান্য স্টেক হোল্ডার এবং অংশীদার সংস্থাগুলির সাথে সমন্বয় এবং যোগাযোগ করা
- প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার ইত্যাদি আয়োজন করা।
- তথ্য শিক্ষা যোগাযোগ (I.E.C) উপকরণ তৈরি করা
- ডকুমেন্টেশন এবং কেস স্টাডি
- দল ব্যবস্থাপনা
- সুবিধা এবং জনগণের সংহতি
- দীর্ঘ-ঘণ্টা ফিল্ড ওয়ার্ক করা এবং ব্যাপক ভ্রমণ করা
- রাজ্য এবং জেলা স্তরে প্রকল্পগুলি পরিচালনা এবং সমন্বয় করা
- ইতিবাচক কাজের মনোভাব
- সততা
- প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দীর্ঘ সময় ধরে মাঠের কাজ করা
- আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের দক্ষতা থাকতে হবে
- কম্পিউটারে দক্ষতা থাকতে হবে
- সম্প্রদায়ের সম্পদ ইত্যাদির জ্ঞান।

বেশিরভাগ আন্তর্জাতিক এনজিওর বিভিন্ন পদের জন্য একটি নির্দিষ্ট বেতন কাঠামো রয়েছে—এই সংস্থাগুলিতে প্রবেশের জন্য—একটি স্বনামধন্য উন্নয়ন সংস্থায় কমপক্ষে তিন থেকে পাঁচ বছরের পূর্বের কাজের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। ১৯৫০ এবং ১৯৬০-এর দশকে দেশের অন্যান্য অংশে সামাজিক কর্মের বেশ কয়েকটি স্কুল শুরু হয়েছিল যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডক্টরেট অধ্যয়ন সম্পন্ন করেছেন। এটি একটি প্রধান কারণ ছিল, বিশেষ করে ক্লিনিকাল এবং নন-ক্লিনিকাল সোশ্যাল ওয়ার্কের বিশেষত্ব সহ সমাজকর্মে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বৃদ্ধির জন্য। সমাজকর্ম শিক্ষাবিদরা পাঠ্যক্রমকে স্বদেশীকরণের জরুরী প্রয়োজন নিয়ে ব্যাপকভাবে লিখেছেন। গোর (১৯৬৫), দাশগুপ্ত (১৯৬৮), ব্যানার্জি (১৯৭২), দেশাই (১৯৮৫), সিদ্দিক (১৯৮৭), দেশাই (২০০৪), সালদানহা (২০০৮) এবং সম্প্রতি বোধি (২০১১) এর লেখাগুলি পশ্চিমাদের কঠোর সমালোচনা করেছে। মডেল এবং ভারতে সামাজিক কর্ম অনুশীলনের জন্য একটি নতুন এবং প্রাসঙ্গিক পাঠ্যক্রম ডিজাইনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোরদার আলোচনা করেছেন।

ব্রিটিশ আমলে সমাজ কল্যাণ প্রধানত ধর্মীয় বিশ্বাস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল যা ভারতে খ্রিস্টান মিশনারি এবং এর কার্যক্রমকে যুক্ত করে। ব্রিটিশ শাসনামলে সংঘটিত সংস্কার আন্দোলনগুলি বেসরকারী সংস্থাগুলির স্বেচ্ছাসেবী উদ্যোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, বিশ্বাস ভিত্তিক সংস্থাগুলি যারা শারীরিক, মানসিক বা অন্যভাবে প্রতিবন্ধী সহ সমাজের দরিদ্র এবং দুর্বল অংশগুলির যত্ন নেওয়ার জন্য নেতৃত্ব দিয়েছিল। রাজা রাম মোহন রায় ১৮২৮ সালে 'ব্রাহ্ম সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন, 'সতী' প্রথার বিরুদ্ধে, স্বামীর চিতা সহ স্ত্রীকে পোড়ানোর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন এবং ১৮২৯ সালে 'সতীদাহ'কে অবৈধ প্রথা হিসাবে নিষিদ্ধ করার একটি আইন পর্যন্ত তিনি রাজি হন। হিন্দু মহিলা এবং বিধবারা অনেক ক্ষেত্রেই পরিত্যাগের শিকার হয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো শিক্ষাবিদ ও কর্মী দ্বারা ক্ষমতায়িত হয়ে নারীদের উচ্চশিক্ষায় আসার সুযোগ সৃষ্টি করে এবং বিধবাদের পুনর্বিবাহের পথ খুলে দিয়েছিল (১৮৫৬) দর্শনের সাথে একত্রিত হয়েছে বলে মনে হয়। এবং যেমন মহান সামাজিক সংস্কার দ্বারা কর্ম। রাজা রাম মোহন রায় এবং ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর উভয়কেই হিন্দু গোঁড়া নেতাদের প্রচণ্ড বিরোধিতার মুখোমুখি হতে হয়েছে এবং লিঙ্গ সমতা এবং আমাদের সমাজে নারীর মর্যাদা উন্নত করার প্রয়োজনীয়তার জন্য তাদের যুক্তি দিয়ে তাদের বোঝাতে হয়েছে।

দাদা ভাই নওরোজি এবং মহাদেব গোবিন্দ রানাডে ১৯ শতকের ৬ষ্ঠ এবং ৭ম দশকে মেয়েদের শিক্ষা, ধর্মীয় সংস্কার এবং নারী শিক্ষার অগ্রগতির পথপ্রদর্শক ছিলেন। ১৮৭৫ সালে দয়ানন্দ সরস্বতী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'আর্য সমাজ' জনগণকে 'বেদে' ফিরে আসার জন্য এবং এর নির্দেশিকা অনুসারে তাদের জীবনধারা গঠনের জন্য সংগঠিত করেছিল। এই কার্যক্রমগুলিকে ব্রিটিশ আমলে ভারতে সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী কর্মের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ছিল ১৮৯৮ সালে স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক রামকৃষ্ণ মিশনের (RKM) ভিত্তি ছিল দরিদ্র, নিম্নবর্ণ এবং ভারতীয়দের আর্থ-সামাজিকভাবে দুর্বল অংশগুলিকে শক্তিশালী ও প্রচার করার জন্য। তিনি তার 'গুরু' রামকৃষ্ণের দর্শন অনুসরণ করে যুবক, পুরুষ ও মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য সক্রিয় এবং বৈজ্ঞানিক পদক্ষেপের একজন সদস্যকে তৈরি করেছিলেন যিনি সমাজের অজ্ঞ এবং দরিদ্র শ্রেণীর দুঃখকষ্ট দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

গান্ধী, জাতির পিতা এবং শতাব্দীর মানুষ, একজন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী জাত ও বর্ণের ভিত্তিতে নিয়োগকর্তাদের দ্বারা শোষণ এবং জাতিগত বৈষম্য দেখে হতবাক হয়েছিলেন। প্রথম শ্রেণিতে ট্রেনে ভ্রমণের সময় তাকে বগি থেকে টেনে বের করা হয় কারণ সে একজন কালো মানুষ। তিনি 'অহিংসা' নামক ধারালো অস্ত্র দিয়ে শোষক ও বর্ণ-বর্ণ বিভাজনকারীর দৃষ্টি আকর্ষণের অনন্য ভঙ্গিতে কণ্ঠস্বর তুলেছিলেন। তিনি ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ, রাষ্ট্র ও জনগণের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রার

মান উন্নয়নে তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। 'তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাস' যেমনটি যিশুর দ্বারা প্রচারিত ছিল এবং ভারতের হিন্দুদের জন্য 'মন্ত্র' ছিল। 'মুঘল' যারা ১৩শ শতাব্দীতে ভারতে আক্রমন করে বসতি স্থাপন করেছিল তারা অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রিটিশরা এর শাসনভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত দেশটি শাসন করেছিল। মধ্যযুগীয় ভারতকে কিছু পরিমাণে বিদেশী আক্রমণ এবং বিদেশীদের বিরুদ্ধে সংঘাত ও যুদ্ধের কারণে অশান্তির যুগ বলা যেতে পারে। ইউনাইটেড কিংডমে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া ত্রাণ দরিদ্রদের উপার্জনের ইচ্ছাকে ভেঙে দিয়েছে কারণ তারা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থানের পাশাপাশি রাষ্ট্র সহ অন্যান্য ব্যক্তিদের জন্য কুয়ো পেতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগানোর জন্য জনবল সংকটের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে এবং দেশের জন্য কাজ করার জন্য জনগণকে আসতে এবং বসতি স্থাপনের আহ্বান জানিয়েছে। অভাবগ্রস্তদের সামাজিক পরিষেবার ক্ষেত্রে স্বর্ণযুগগুলি তার প্রয়োজন এবং উপলব্ধ সম্পদের উপর নির্ভর করে দেশ থেকে দেশে ভিন্ন ছিল। মানবজাতির সেবার জন্য গির্জাগুলির উল্লেখযোগ্যভাবে দীর্ঘ ঐতিহ্য (২০০৫ বছর) রয়েছে। যিশু খ্রিস্টের অনুগামীরা প্রতিবেশীদের সেবায় বিশ্বাসী যারা জীবনের কোনো ঘাটতিতে ভুগছেন, কারণ এটিই তাঁর কাছ থেকে আসল বার্তা। সাহায্য এবং সহায়তার জন্য প্রতিবেশীর আহ্বানে সাড়া দেওয়া নিজের এবং অন্যদের সেবার সমান যা খ্রিস্টধর্মের পক্ষে সমর্থন করে।

১৮৮৫ সালে মুম্বাইতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে, সোসাইটির নেতারা নারীর ক্ষমতায়ন এবং শিক্ষা, বাল্যবিবাহের জন্য উদ্বেগ, বহুবিবাহের উদ্বেগ, জাতিগত গোষ্ঠীর মধ্যে বর্ণগত পার্থক্য এবং দ্বন্দ্ব, বিধবাদের মর্যাদা, শিশুর অবস্থার মতো প্রচলিত এবং উদীয়মান সামাজিক সমস্যাগুলিকে তুলে ধরেন। শ্রম প্রভৃতি আর. রঘুনাথ রাও এবং মহাদেও গোবিন্দ রানাডে সচেতনার সাথে সামগ্রিক বিকাশের সামাজিক উন্নয়নের বিষয়গুলি গ্রহণ করার জন্য পৃথক প্ল্যাটফর্মের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তখন ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বাধীনতা এবং ভারতীয়দের সামাজিক সমস্যাগুলিকে দ্বিতীয় অগ্রাধিকারে রেখে স্বশাসনের মতো রাজনৈতিক সমস্যাগুলি সমাধানে আরও আগ্রহী ছিল। ১৮৮৭ সালে ভারতীয় জাতীয় সামাজিক সম্মেলন (INSC) চেন্নাইতে প্রাথমিক উদ্বেগ হিসাবে সামাজিক এবং মানবিক সমস্যাগুলিকে মোকাবেলা করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। INSC তখন সারাদেশে যোগাযোগের মাধ্যমে জনগণের মনোভাব বিকাশে ব্যাপক অবদান রাখে এবং দায়িত্বশীল নাগরিকের উপযুক্ত জাতীয় ফোরাম হিসাবে প্রতিরোধমূলক, প্রচারমূলক এবং সংশোধনমূলক পদক্ষেপের জন্য জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ভারতে এবং বিদেশে সামাজিক উন্নয়নের জন্য মহাত্মা গান্ধীর অবদানকে যেকোনো সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করার জন্য সর্বজনীন নীতি হিসাবে স্বীকৃত হতে হবে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে উন্নয়ন যখন সামগ্রিক প্রকৃতির হয় এবং সমাজের সকল স্তরে ছড়িয়ে পড়ে তখন ন্যায়বিচার করা সম্ভব। যখন তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় মালিকদের দ্বারা শ্রমিকদের শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছিলেন তখন অহিংস উপায়ে জনগণকে কোন প্রকার সহিংস পদ্ধতি প্রয়োগ না করে অধিকতর আত্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভরশীলতা এবং সন্তুষ্টির সাথে দ্বন্দ্ব সমাধানের পথ দেখান। তাঁর সকলের উত্থানের দর্শন 'সর্বোদয়' (সকলের উত্থান) এবং 'স্বরাজ' (স্বশাসন) তাঁকে জাতির পিতার পাশাপাশি সহসত্যাব্দের পুরুষে পরিণত করেছিল। মানব উন্নয়নের প্রতি তার মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি টেকসই উন্নয়নের সর্বজনীন পদ্ধতি হিসেবে গৃহীত হয়েছে। সামাজিক কর্মের দর্শন এবং নীতিগুলি গান্ধীজির স্ব-সহায়তা এবং আদর্শ স্ব-শাসনের মত তাঁর চিন্তাধারায় প্রতিষ্ঠিত স্তম্ভগুলির উপর নির্ভর করে। কর্মসংস্থানের সংগঠিত ও অসংগঠিত সেক্টরে শ্রমিক শ্রেণী সহ দরিদ্র, দুর্বল, নারী ও শিশুকে উন্নীত করার বিবর্তনীয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দরিদ্র জনগণের দুর্ভোগ দূর করতে তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। তিনি যে কোনো রক্তাক্ত বিপ্লবের বিরোধী ছিলেন যা তাৎক্ষণিক পরিবর্তন আনতে পারে কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব নাও ফেলতে পারে এবং মানুষের সুখের

বিকাশের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে বিপন্ন করে। এটি সমাজকর্মের বিকাশের পথ প্রশস্ত করেছে, যা সমাজের পরিবর্তন ও উন্নয়নের নীতিতে বিশ্বাসী। তিনি ভারতে জাত ও ধর্মের ভিত্তিতে অস্পৃশ্যদের প্রথা নিয়ে খুব চিন্তিত ছিলেন। তিনি সেই দেশে আইনজীবী হিসাবে অনুশীলন করার সময় দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদের অনুশীলনেরও বিরোধিতা করেছিলেন। বৈষম্য এবং ধনী এবং দরিদ্র, কালো এবং শ্বেতাঙ্গ, উচ্চ বর্ণ এবং নিম্ন বর্ণের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উপসাগর তাকে বেদনাদীন করেছিল যা ভারত সহ সারা বিশ্বে বিরাজমান ছিল তার জন্য প্রধান উদ্বেগ ছিল তাই তিনি ন্যায়বিচারের জন্য লড়াই করেছিলেন এবং সর্বজনীন ভ্রাতৃত্বের প্রচার করেছিলেন। স্বশাসন বা 'স্বরাজ'-এর আদর্শের অর্থ হল জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রশাসনকে জনগণের হাতে গ্রহণ করা। ব্যক্তি ও সম্প্রদায়কে এর ব্যবস্থা চালানোর জন্য স্বায়ত্তশাসন দেওয়া উপরের থেকে লোকেদের পরিচালনার চেয়ে আরও কার্যকর বলে মনে হয়েছিল। এটি আজ সমাজকর্মের মূল অনুশীলন এবং দেশ ও বিশ্বের দ্বারা মূল্যবান, যা তার জনগণ এবং দেশের অর্থনীতির উন্নয়ন করতে চায়। তাই, মহাত্মার চিন্তাধারার সাথে সঙ্গতি রেখে কাজ করা সরকার কর্তৃক নীতি হিসাবে গৃহীত হয়েছে। জনগণের জীবনযাত্রার মানের সামগ্রিক উন্নতির পদ্ধতিগুলি সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসনের সাথে পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জনগণের ভেতর থেকে সিদ্ধান্তগুলো উঠে আসছে।

গ্রামীণ পুনর্গঠনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদানকে উপেক্ষা করা যায় না কারণ ভারতে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে সমসাময়িক উন্নয়নের আবির্ভাব ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, একজন কবি, ঔপন্যাসিক, সঙ্গীত রচয়িতা এবং সিনথেসাইজার এবং সেইসাথে একজন মানবতাবাদী হিসাবে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দুঃখ-কষ্ট দেখে ভারাক্রান্ত হয়েছিলেন, যা তিনি শিলাইদহ ও পতিসর-এ তাদের পৈতৃক জমির মালিকানার কাজের সাথে গ্রামে কাজ করার সময় লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসকারী লোকদের শিক্ষা ও নূনতম স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার সুযোগ নেই বলে দেখতে পান। এমনকি তারা তাদের দৈনন্দিন জীবনে যে শোচনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল তা কাটিয়ে ওঠার জন্য কোন প্রচেষ্টাই করছিল না। তিনি দুঃখ-কষ্টে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং 'দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ফিরিয়ে এনে, গ্রামীণ লোককে স্বাবলম্বী ও আত্মমর্যাদাশীল করে, তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে পরিচিত এবং যোগ্য করে গ্রামীণ পুনর্গঠনের একটি টেকসই পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। প্রয়োজন ছিল তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক বিকাশের জন্য আধুনিক সম্পদের দক্ষ ব্যবহার করা। এইভাবে তিনি গ্রামীণ পুনর্গঠনের শ্রীনিকেতন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সূচনা করেন। সম্প্রদায়ের উন্নয়নে আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা যেমন, গুরগাঁও প্রকল্প, ইটওয়াহ প্রকল্প, মার্থান্ডাম এবং নেলোখেরি পরীক্ষাগুলি অবশ্যই ভারতে সমাজকর্মের অনুশীলন এবং শিক্ষার বিকাশে অবদান রেখেছে বলে স্বীকৃত হতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সামাজিক কর্মের জন্ম ভারতে ১৯৩৬ সালে মুম্বাইতে স্যার দোরাবজি স্কুল অফ সোশ্যাল ওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তার স্বপ্নদর্শীর সাথে পাওয়া যায়, যদিও তিনি পেশাগতভাবে আরও নিবিড় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একজন শিল্পপতি ছিলেন।

পরবর্তীকালে, শিল্প ও সমাজকল্যাণ সংস্থাগুলির ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে পেশাগত শিক্ষা প্রদানের জন্য দেশে বেশ কয়েকটি সমাজকর্ম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন এটি একটি পেশা হিসাবে এর ভিত্তি মজবুত করার জন্য সমাজকর্মের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষায় বিশেষীকরণের অনুভূত হয়েছিল। টাটা ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল সায়েন্স তারপরে শহুরে ও গ্রামীণ সম্প্রদায়ের উন্নয়ন, সমাজকল্যাণ প্রশাসন, পরিবার ও শিশু কল্যাণ, চিকিৎসা ও মানসিক সমাজকর্ম এবং অপরাধ এবং সংশোধনমূলক সমাজকর্মে বিশেষায়িত শিক্ষা চালু করে। শ্রম কল্যাণ, ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনা এবং শিল্প সম্পর্ক সমাজকর্মের একটি প্রিমিয়াম ক্ষেত্র যা অনুশীলন করা হয় তার কোর্স পাঠ্যক্রম থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করা হয়েছে যদিও কিছু প্রতিষ্ঠান এখনও বিশেষীকরণ অফার করছে এবং ভাল সংখ্যক প্রশিক্ষিত সমাজকর্মী কল্যাণ অফিসার হিসাবে চাকরি খুঁজে পাচ্ছেন এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানে পার্সোনেল অফিসার। সমাজকর্মের

সাধারণ পাঠ্যক্রমের মধ্যে বিকল্পগুলির ক্ষেত্রটিও সমাজ, রাজ্য এবং সংস্থা অনুসারে পরিবর্তিত হচ্ছে। জেনেরিক সোশ্যাল ওয়ার্ক কোর্সে উপলব্ধ বিকল্পগুলি হল:

স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, এইচআইভি/এইডস; যত্ন এবং ব্যবস্থাপনা, কাউন্সেলিং থিওরি এবং অনুশীলন, অ্যালকোহল এবং পদার্থের অপব্যবহার, অক্ষমতা—পুনর্বাসন এবং ব্যবস্থাপনা, উদ্যোক্তা এবং ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়ন, প্রবীণ নাগরিকদের যত্ন, মাইক্রো-ফাইনান্স এবং স্ব-সহায়ক গোষ্ঠী ইত্যাদির কারণে বিশেষীকরণের পুরো পরিসর উঠে আসছে। মানুষ, রাষ্ট্র এবং সমাজের পরিবর্তিত চাহিদা। সামাজিক কর্মীদের লক্ষ্য গোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মূল স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে একটি হিসাবে রাখা হয়েছে। উন্নয়নে নিয়োজিত শ্রমিকদের দায়বদ্ধতা, তাই সমাজকর্মীদের কাছ থেকে উচ্চ প্রত্যাশার সাথে ঝুঁকতে দেখা যায়। জ্ঞান, দক্ষতা এবং মনোভাব, যা পেশাদারদের মূল দক্ষতা গঠন করে, সময়ের প্রয়োজনে প্রতিনিয়ত আপডেট করা হচ্ছে। তবুও, প্রশিক্ষিত সমাজকর্মীরা আজকে তার আগ্রহের ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান এবং অনুশীলনে সহজে প্রবেশ করতে পারে যদি কেউ একটি ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে এবং সামাজিক উন্নয়নে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন করে।

এটা নিশ্চিত যে পেশাগত সমাজকর্মগুলি প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার পশ্চিমা প্যাটার্ন অনুসরণ করে আবির্ভূত হয়েছে কিন্তু অভাবী মানুষের সেবার ঐতিহ্যগত রূপটি খ্রিস্ট-পূর্ব যুগে বিদ্যমান ছিল যেমন ভগবান বুদ্ধ, তাঁর রাজকীয় স্বাচ্ছন্দ্য থেকে বেরিয়ে এসে দুঃখকষ্ট কী তা বুঝতে এবং মানবজাতির সেবার জন্য জ্ঞান গড়ে তোলার জন্য দুঃখভোগীদের সাথে যোগ দেন। তারপর তিনি গ্রহের অন্যান্য জীবিত প্রজাতি সহ অসুস্থ, দরিদ্র এবং সমাজের অন্যান্য দুর্বল মানুষদের সেবায় তার জীবন উৎসর্গ করেন। তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে তিনি যে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন তা এখন সারা বিশ্বে স্বীকৃত এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ বুদ্ধের দেখানো পথ অনুসরণ করে তাঁর আন্তরিকতার সাথে অনুশীলন এবং অভাবীদের সেবা করে। রাষ্ট্রনায়কের প্রতি তার অনুকরণীয় সেবা সমাজকর্ম তত্ত্ব এবং অনুশীলনের অনুরূপ, এক শতাব্দী প্রাচীন পেশা। এটা অনুরূপ যে বুদ্ধের কষ্ট হচ্ছে অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অধ্যয়ন এবং বোঝা, যা সমাজকর্মে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের একটি অপরিহার্য অংশ। তার বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণগুলি সমসাময়িক চাহিদা এবং আকাঙ্ক্ষার উপর ফোকাস করতে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের ভালবাসা এবং সম্মান জয় করতে সাহায্য করতে পারে, যারা সর্বত্র শান্তি ও আনন্দের জন্য তাকে অনুসরণ করে। আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে তিনি প্রচার করেছিলেন, পরিবর্তন করেছিলেন মানুষের মনোভাব এবং টেকসই জীবনধারা। আধুনিক সমাজকর্ম দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন চায় যা ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান দূর করে এবং সবার জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক যা ভারতে পেশার জন্য একটি পেশাদার পরিচয় কল্পনা করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তা হল একটি স্পষ্ট পাঠ্যক্রম তৈরি করা যা সমালোচনামূলক এবং বিশ্লেষণাত্মক চিন্তাভাবনার উপর জোর দেয় যাতে ছাত্ররা দরিদ্র এবং প্রান্তিক জনগণের উন্নয়নের প্রয়োজনে কাজ করার জন্য নিজেদেরকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করতে সক্ষম করে: দলিত, আদিবাসী মানুষ, শিশু, নারী, মেয়ে, সামাজিকভাবে কলঙ্কিত এবং সমস্ত গোষ্ঠী যারা সামাজিক খাতে সরকারের বিনিয়োগ হ্রাসের সাথে ক্রমবর্ধমানভাবে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ভারতীয় সমাজকর্ম শিক্ষাবিদদের ক্রমাগত প্রোগ্রামগুলি তৈরি করতে হবে এবং বর্তমান জ্ঞান কাঠামোতে নিজেদেরকে আপডেট করতে হবে যাতে কাজের পরিকল্পনায় একটি পেশাদার পদ্ধতির অগ্রগতি হয়, বিশেষ করে দেশের সবচেয়ে দরিদ্র এবং পিছিয়ে পড়া এলাকায়। তা করলে, সমাজকর্মের পেশা ভারতীয় সমাজে তার যথাযথ স্বীকৃতি ও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করবে। কাজটি কঠিন হতে পারে তবে এটি অর্জনের দিকে অগ্রসর হবে যা সমাজকর্মের সংজ্ঞাগুলি বিশ্বের সামাজিক কর্ম শিক্ষার সমস্ত প্রধান সংস্থাগুলিতে চিত্রিত করে।

8.5 প্রশ্নাবলী

ভারতে সমাজকর্ম পেশার ঐতিহাসিক বিকাশ আলোচনা কর

উন্নয়ন সেক্টরে পেশাদার সমাজকর্মীদের জন্য সম্ভাবনা কি?

সমাজকর্ম পেশার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা আলোচনা কর

8.6 উপসংহার

এই অধ্যায়ে আমাদের দেশে একটি পেশা হিসাবে সমাজকর্মের বিকাশের বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ভারতে সমাজকর্ম শিক্ষার প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের অবদানও এই অংশে আলোচনা করা হয়েছে।

8.7 তথ্যসূত্র

1. Alphonse, M., George, P. & Moffatt, K. (2008). Redefining social work standards in the context of globalisation: lessons from India. *International Social Work*, 51(2): 145–15. Retrieved on 22 April 2014 from isw.sagepub.com/cgi/content/abstract/51/2/145.
2. Banerjee, G. (1972). Papers in social work: an Indian perspective. Bombay: Tata Institute of Social Sciences.
3. Bodhi, S.R. (2011). Professional social work education in India, a critical view from the periphery, discussion note 3. *The Indian Journal of Social Work*, 72(2): 230.
4. Darvill, G., Green, L., Hartley, P. & Statham, D. (2001). The future of social work; stimulus paper for consultation – national occupation – standards for social work. NY: NISW & LMG Associates.
5. Dasgupta, S. (1968). *Social work and social change: a case study in Indian village development*. Boston: Extending Horizon Books.
6. Fook, J. (2002). *Social work: critical theory and practice*. London: SAGE Publications.
7. Nadkarni, V. (2012). National network on schools of social work – a proposal. National network meeting with the planning commission. Mumbai: Tata Institute of Social Sciences.
8. Nadkarni, V. & Desai, K. (2012). *National consultation on national network of schools of social work for quality enhancement of social work education in India.* Mumbai: School of Social Work, Tata Institute of Social Sciences.
9. Siddiqui, H.Y (1987). Towards a competency based education for social work. *Indian Journal of Social Work*, 48(1): 23–32.

একক 9 □ ভারতে ১৮ এবং ১৯ শতকে সামাজিক সংস্কার আন্দোলন

গঠন

9.1 উদ্দেশ্য

9.2 ভূমিকা

9.3 আর্য সমাজ

9.4 ব্রাহ্ম সমাজ

9.5 হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও এবং দ্য ইয়াং বেঙ্গল আন্দোলন

9.6 ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

9.7 শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

9.8 স্বামী বিবেকানন্দ

9.9 খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারক

9.10 জ্যোতিরাও গোবিন্দরাও ফুলে

9.11 প্রার্থনা সমাজ

9.12 থিওসফিক্যাল সোসাইটি এবং অ্যানি বেসান্ট

9.13 মুসলমানদের মধ্যে সংস্কার আন্দোলন

9.14 সৈয়দ আহমদ খান

9.15 পারসি ও শিখদের মধ্যে সংস্কার আন্দোলন

9.17 নারী সংস্কার

9.17 সাহিত্য এবং প্রেস

9.18 উপসংহার

9.10 প্রশ্নাবলী

9.20 তথ্যসূত্র

9.1 উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীরা ভারতের বিভিন্ন সামাজিক সংস্কার আন্দোলন সম্পর্কে জানতে পারবে। তারা এই বিষয়ে মহান সমাজ সংস্কারকদের অবদান সম্পর্কেও জানতে পারবে।

9.2 ভূমিকা

সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারের জরুরী প্রয়োজন যা ১৯ শতকের প্রথম দশক থেকে ভারতে প্রকাশ পেতে শুরু করে তা পশ্চিমা সংস্কৃতি এবং শিক্ষার সাথে যোগাযোগের প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেখা দেয়। ভারতীয় সমাজের দুর্বলতা এবং ক্ষয় শিক্ষিত ভারতীয়দের কাছে স্পষ্ট ছিল যারা তাদের অপসারণের জন্য পদ্ধতিগতভাবে কাজ শুরু করেছিল। তারা আর হিন্দু সমাজের ঐতিহ্য, বিশ্বাস ও প্রথাগুলিকে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিল না কারণ তারা শতাব্দী ধরে পালন করা হয়েছিল। পশ্চিমা ধ্যান-ধারণার প্রভাব নতুন জাগরণের জন্ম দেয়। ভারতীয় সামাজিক দৃশ্যপটে যে পরিবর্তন ঘটেছিল তা রেনেসাঁ নামে পরিচিত। সামাজিক সাম্যের মানবতাবাদী আদর্শ এবং সকল ব্যক্তির সমান মূল্য যা সদ্য শিক্ষিত মধ্যবিত্তকে অনুপ্রাণিত করেছিল তা সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে একটি বড় প্রভাব ফেলেছিল। সমাজের এই আলোকিত অংশটি বিরাজমান সামাজিক কুফল ও অমানবিক সামাজিক প্রথার প্রতি বিরক্ত ছিল।

9.3 আর্য সমাজ

১৯ শতকের শেষ চতুর্থাংশে আর্য সমাজ ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন যা হিন্দু সমাজের সংস্কারের চেষ্টা করেছিল। এটি ১৮৭৫ সালে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি ভারতীয় সমাজে নিম্নলিখিত সংস্কারের সূচনা করে এবং অবদান রাখে:

i. এটি বর্ণপ্রথার তীব্র বিরোধিতা করেছিল এবং অস্পৃশ্যতার প্রথার বিরুদ্ধে প্রচার করেছিল।

ii. এতে সতীদাহ প্রথা ও বাল্যবিবাহের নিন্দা করা হয়।

iii. এটি হিন্দুদের অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে বাধা দেয়।

iv. এটি নারীদের উন্নয়ন ও তাদের শিক্ষার জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করেছে।

v. এটি শিক্ষার প্রসারের জন্য স্কুল ও কলেজের (ডিএভি স্কুল বা কলেজ নামে পরিচিত) একটি নেটওয়ার্ক শুরু করে।

vi. এটি মূর্তি পূজা এবং অকেজো ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের নিন্দা করেছে এবং ব্রাহ্মণদের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করেছে।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদ স্বার্থের সংঘাতের ফলে উদ্ভূত হয়েছিল: ব্রিটেনের স্বার্থ ভারতকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে এর অধীন রাখতে এবং ভারতীয় সমাজের একটি স্বাধীন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের জন্য ভারতীয় জনগণের আগ্রহ ব্রিটিশ শাসন দ্বারা বাধাহীন। এই নতুন যুগের প্রথম জনপ্রিয় সংস্কারক ছিলেন দয়ানন্দ সরস্বতী, যিনি উত্তর ভারতের জনগণের কাছে জাতীয়তাবাদের চেতনা বহন করেছিলেন। তাঁর আন্দোলন হিন্দুদের মধ্যে এক নতুন জাতীয় চেতনার বিকাশ ঘটায়।

দেশে জাতীয়তাবাদ আনার প্রথম সংস্কার আন্দোলন ছিল আর্য সমাজ। এই আন্দোলনের মাধ্যমে প্রচারিত ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ দেশে বিরাজমান হীনমন্যতা কিছুটা হলেও তাড়াতে সফল হয়। এই আন্দোলন, রোমেন রোল হিসাবে এবং বলে, '১৯০৫ সালে বাংলার বিদ্রোহের পথ প্রস্তুত করেছিল'। আর্যসমাজ একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বাধীনতা সংগ্রামে সরাসরি কোনো ভূমিকা পালন করেনি। কিন্তু এটি লাজপত রায়, শ্রদ্ধানন্দ এবং ভাই পরমানন্দের মতো ব্যক্তিদের জন্ম দিয়েছিল যারা স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের হৃদয় এবং শক্তি নিক্ষেপ করেছিলেন। ১৯২০ সাল পর্যন্ত আর্য সমাজ দেশে একটি শক্তি ছিল কিন্তু গান্ধীজি যখন ভারতীয় দৃশ্যে প্রবেশ করেন তখন আর্য সমাজের নেতাদের প্রভাব হ্রাস পেতে শুরু করে।

আর্য সমাজের মাধ্যমে, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার একটি সম্পূর্ণ পরিবর্তন এনেছেন যা শিক্ষার্থীদের একটি আপডেট পাঠ্যক্রম প্রদান করার জন্য অ্যাংলো-বৈদিক স্কুলগুলি চালু করে—বেদের জ্ঞান এবং সমসাময়িক ইংরেজি শিক্ষা উভয়ই প্রদান করে। স্বামী দয়ানন্দ বেদের উপর জোর দেন। তিনি কোন অনিশ্চিত শর্তে বেদের সংস্কৃতির প্রশংসা করেছেন। তিনি স্লোগান দিয়েছিলেন—"বেদে ফিরে যাও"। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন কিভাবে বেদে সাম্য, সমতা এবং বিভিন্ন সংস্কারের বার্তা রয়েছে। বেদে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, বিভিন্ন সংস্কার, দর্শন এবং নৈতিকতার মতবাদ রয়েছে। যদিও দয়ানন্দ বেদকে অমর করেছিলেন, তবে তিনি মূর্তি পূজার বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় অধঃপতনের দিকে নিয়ে যাবে। ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনীতে থাকা ধারণাগুলোও তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি বিভিন্ন রূপে বহুদেবতা বা ঈশ্বরের উপাসনার নিন্দা করেছেন। তিনি জোর দিয়েছিলেন যে এই বহু ঈশ্বরবাদ হিন্দু সমাজে বিভাজন এনেছে। দয়ানন্দ বর্ণপ্রথা এবং অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে তার ধর্মযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি বেদে উল্লিখিত বর্ণ পদ্ধতির পুনর্ব্যাখ্যা করেছিলেন। এটি সমাজে পেশাগত উদ্দেশ্যে বোঝানো হয়েছিল। গুণ, কর্ম ও স্বভাব মতবাদ অনুসারে, সমাজ বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত ছিল যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্ররা তাদের নিজ নিজ পেশা যেমন উপাসনা, দেশ রক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা এবং অন্য তিনটি বর্ণের সেবা করা। এই পেশাগুলি বিনিময়যোগ্য ছিল। তিনি সমাজের এই বিভাজনের রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। দয়ানন্দ হিন্দুদের খ্রিস্টান বা ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার দ্বারা গভীরভাবে ব্যথিত হয়েছিলেন। তিনি হিন্দু ধর্মের ত্রাণকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হন। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে যারা খ্রিস্টধর্ম বা ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদের হিন্দু ধর্মের ভাঁজে ফিরিয়ে আনতে তিনি পদক্ষেপ নেন। এইভাবে, তিনি একটি আন্দোলনের সূচনা করেন যা 'শুদ্ধি আন্দোলন' নামে খুব বিখ্যাত ছিল। এর মাধ্যমে তিনি খ্রিস্টান বা ইসলাম থেকে ধর্মান্তরিত হিন্দুদের আবার হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনেন। এর জন্য অন্যরা তার প্রচণ্ড বিরোধিতা করলেও তিনি তা মোটেও পাত্তা দেননি। দয়ানন্দের 'শুদ্ধি আন্দোলন' প্রধানত খ্রিস্টান ফাদারদের মনোভাব পরীক্ষা করেছিল যারা হিন্দুদের দরিদ্র অংশকে তাদের ধর্মে ধর্মন্তরিত করেছিল। এটি হিন্দুদের মনকে স্ট্রিং তৈরি করে এবং এর আরও অবনতি পরীক্ষা করে। এইভাবে, দয়ানন্দ হিন্দু ধর্মের ত্রাণকর্তা হিসাবে আবির্ভূত হন।

আর্য সমাজের তিন ধরনের কর্মী ছিল। প্রথমত শ্যামজি এবং লালা লাজপত রায়ের মতো যারা প্রকৃতপক্ষে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, যারা জাতীয় আন্দোলনের বিরোধিতা করে হিন্দু মহাসভায় যোগ দিয়েছিল। ভাই পরমানন্দ ছিলেন এই ধরণের অগ্রগণ্য কর্মীদের একজন। তিনি গদর বিদ্রোহে প্রখর অংশ নিয়েছিলেন, কিন্তু পরে কট্টর হিন্দু মহাসভায় পরিণত হন এবং কংগ্রেস ও গান্ধীজির বিরোধিতা করেন। তৃতীয়ত, এমন একটি দল ছিল যারা কংগ্রেসে যোগ দেয়নি এবং শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিশ্চিত রাখে। এদের মধ্যে লালা হংসরাজ ছিলেন বিশিষ্ট। তিনি শুধু স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেননি, গান্ধীজী যখন লাহোরে গিয়ে ছাত্রদের ধর্মঘটের ডাক দেন তখন তিনি তার বিরোধিতা করেন। আর্য সমাজ পৃথক মুসলিম আবাসভূমির দাবির বিরোধিতা করেছিল এবং মনে করেছিল যে পাকিস্তানের দাবি দেশের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য মারাত্মক।

9.4 ব্রাহ্ম সমাজ

রাজা রাম মোহন রায়কে আধুনিক ভারতের জনক হিসেবে গণ্য করা হয় যিনি ১৮২৮ সালে প্রথম ধর্মীয় সংস্কার সংগঠন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের অন্য দুই প্রধান নেতা ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

এবং কেশব চন্দ্র সেন। ধর্মীয় কিছু দিক সংস্কারের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। এবং সামাজিক জীবন, এই জাগরণ, সময়ের সাথে সাথে, দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক জীবনের প্রতিটি দিককে প্রভাবিত করে। ১৮ শতকের শেষের দিক থেকে, বেশ কিছু ইউরোপীয় এবং ভারতীয় পণ্ডিত প্রাচীন ভারতের দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম এবং সাহিত্যের অধ্যয়ন শুরু করেছিলেন। ভারতের অতীতের এই ক্রমবর্ধমান জ্ঞান ভারতীয় জনগণকে তাদের সভ্যতায় গর্বিত করেছে। এটি সংস্কারকদের ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের কাজেও সাহায্য করেছিল। সামাজিক কুসংস্কার এবং অমানবিক প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামে সংস্কারকরা প্রাচীন গ্রন্থের কর্তৃত্ব ব্যবহার করেছিলেন। এটি করার সময়, তাদের বেশিরভাগই নিছক বিশ্বাস এবং বিশ্বাসের পরিবর্তে যুক্তির উপর ভিত্তি করে। এইভাবে, ভারতীয় ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কারকরা তাদের পাশ্চাত্য ধারণার পাশাপাশি প্রাচীন শিক্ষার জ্ঞান ব্যবহার করেছিলেন।

ধর্মীয় সংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব ছিল ১৮২৮ সালে ব্রাহ্মসভা প্রতিষ্ঠা করা এবং ব্রাহ্মসমাজ ছিল ধর্মীয় সংস্কারের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন। এটি মূর্তি-পূজা নিষিদ্ধ করেছে এবং অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করেছে। সমাজ তার সদস্যদের কোনো ধর্মের ওপর আক্রমণ করতেও নিষেধ করেছে। সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন ছিল ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথার বিলুপ্তি। তিনি দেখেছিলেন কীভাবে তার বড় ভাইয়ের স্ত্রীকে সতীদাহ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। সতীদাহের বিরুদ্ধে তার অভিযান গোঁড়া হিন্দুদের বিরোধিতাকে জাগিয়ে তুলেছিল যারা তাকে তিক্তভাবে আক্রমণ করেছিল। রামমোহন রায় বুঝতে পেরেছিলেন যে সতীদাহ প্রথা হিন্দু মহিলাদের অত্যন্ত নিম্ন অবস্থানের কারণে। তিনি বহুবিবাহ বিলুপ্তির পক্ষে ছিলেন এবং নারীদের শিক্ষিত হতে এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকারের অধিকার দিতে চেয়েছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে সমাজের শাখা খোলা হয়। ব্রাহ্মসমাজের দুইজন বিশিষ্ট নেতা ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কেশব চন্দ্র সেন। ব্রাহ্মসমাজের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কেশব চন্দ্র সেন মাদ্রাজ এবং বোম্বে প্রেসিডেন্সি এবং পরবর্তীকালে উত্তর ভারত ভ্রমণ করেন।

১৯ শতকের বাংলায় ব্রাহ্ম সংস্কার আন্দোলন ছিল মাতৃ আন্দোলন যার জন্য জনপ্রিয় স্তরে আধুনিকীকরণের প্রায় সমস্ত প্রচেষ্টার উৎস ছিল। জনপ্রিয় জাগরণে এর অবদান তার চূড়ান্ত গ্রহনকে ছাড়িয়ে যায়। চারটি জেলায় ওভারল্যাপিং পর্যায় পেরিয়ে আন্দোলন এগিয়েছে। প্রথম তিন পর্বের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্বরা হলেন, একের পর এক, রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কেশব চন্দ্র সেন, চতুর্থ পর্বে-সাধারন ব্রাহ্মসমাজের পর্যায়-আন্দোলনের প্রাথমিক র‍্যাডিকাল প্রবণতা তার উচ্চদুপুরে পৌঁছেছিল। রাজা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্ম ঐতিহ্য ১৮৪৩ সালের পরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দ্বারা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যিনি বৈদিক শাস্ত্রগুলি অমূলক এবং ১৮৬৬ সালের পরে কেশব চন্দ্র সেনের এই মতবাদকেও প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ গালাগালি ও ভিত্তিহীনতা দূর করে হিন্দু ধর্মের সংস্কারের চেষ্টা করেছিল। এটি এক ঈশ্বরের উপাসনা এবং বেদ ও উপনিষদের শিক্ষার উপর, যদিও এটি বেদের অসম্পূর্ণতার মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এটি আধুনিক পাশ্চাত্য চিন্তার সর্বোত্তম দিকগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেছে। বেশিরভাগই এটি মানবিক কারণের উপর নির্ভর করে যা অতীতে বা বর্তমান ধর্মীয় নীতি ও অনুশীলনে কোনটি সার্থক এবং কোনটি অকেজো ছিল তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার চূড়ান্ত মাপকাঠি ছিল।

১৮৬৬ সালে, ব্রাহ্মসমাজে একটি বিভক্তি দেখা দেয় যখন কেশব চন্দ্র সেন এবং তার দল মূল ব্রাহ্মসমাজিস্টদের চেয়ে বেশি উগ্র মতবাদ পোষণ করে। তারা জাতপাত ও প্রথার বন্ধন থেকে এবং ধর্মগ্রন্থের কর্তৃত্ব থেকে মুক্তি ঘোষণা করেছিল। তারা আন্তঃবর্ণ বিবাহ এবং বিধবা পুনর্বিবাহের সমর্থন ও সম্পাদন করত, পরদা প্রথার বিরোধিতা করত এবং বর্ণ বিভাজনের নিন্দা করত। তারা জাতিগত অনমনীয়তাকে আক্রমণ করেছিল, তথাকথিত নিম্ন বর্ণের এবং অন্যান্য ধর্মের লোকদের সাথে তাদের খাদ্য গ্রহণ করতে শুরু করেছিল, খাদ্য ও পানীয়ের বিধিনিষেধের বিরোধিতা করেছিল, শিক্ষার প্রসারে তাদের জীবন উৎসর্গ করেছিল এবং সমুদ্র যাত্রার পুরানো হিন্দু বিরোধিতার নিন্দা

করেছিল। এই আন্দোলন দেশের অন্যান্য অংশে সংস্কারের অনুরূপ আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছিল। যদিও এই গোষ্ঠীটি প্রাধান্য পেয়েছে, অন্য গোষ্ঠীর প্রভাব, যারা সামাজিক সংস্কারে সামান্যই আগ্রহ দেখিয়েছিল, হ্রাস পেয়েছে।

9.5 হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও এবং দ্য ইয়াং বেঙ্গল আন্দোলন

১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা ছিল বাংলার ইতিহাসে একটি বড় ঘটনা। এটি ইতিমধ্যে প্রদেশে উদ্ভূত সংস্কারবাদী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। কলেজে ইয়ং বেঙ্গল মুভমেন্ট নামে পরিচিত হিন্দু সমাজের সংস্কারের জন্য একটি আমূল আন্দোলন শুরু হয়। এর নেতা ছিলেন হিন্দু কলেজের শিক্ষক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। ডিরোজিও ১৮০৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মিশ্র বংশধর ছিলেন। তার বাবা পর্তুগিজ এবং মা ভারতীয় ছিলেন। ১৮২৬ সালে, ১৭ বছর বয়সে, তিনি হিন্দু কলেজে শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন এবং ১৮৩১ সাল পর্যন্ত সেখানে শিক্ষকতা করেন।

ডিরোজিও স্বাধীনতা, সাম্য এবং ভ্রাতৃত্বের বিপ্লবী ধারণা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন। তিনি একজন মেধাবী শিক্ষক ছিলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি কলেজের একদল বুদ্ধিমান ছেলেকে ঘিরে ধরেন। তিনি তার ছাত্রদেরকে যুক্তিযুক্ত ও স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে, কর্তৃত্বকে প্রশ্ন করতে, স্বাধীনতা, সাম্য ও স্বাধীনতাকে ভালোবাসতে এবং সৎের উপাসনা করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞান নিয়ে বিতর্ক ও আলোচনার জন্য একটি সমিতির আয়োজন করে তিনি উগ্র চিন্তাধারা ছড়িয়ে দেন। ডিরোজিও যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন তাকে বলা হয় ইয়ং বেঙ্গল মুভমেন্ট এবং তার অনুসারীরা ডিরোজিয়ান নামে পরিচিত। তারা ধর্মীয় আচার ও আচার-অনুষ্ঠানের নিন্দা করেন এবং সামাজিক কুফল দূরীকরণ, নারী শিক্ষা এবং নারীর অবস্থার উন্নতির জন্য অনুরোধ করেন। ডিরোজিও ছিলেন একজন কবি, শিক্ষক, সংস্কারক এবং একজন জ্বলন্ত সাংবাদিক। তিনিই সম্ভবত আধুনিক ভারতের প্রথম জাতীয়তাবাদী কবি। তার উগ্রবাদের কারণে তাকে হিন্দু কলেজ থেকে অপসারণ করা হয় এবং ২২ বছর বয়সে তিনি মারা যান।

9.6 ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, উনিশ শতকের মাঝামাঝি একজন প্রবল ব্যক্তিত্ব, ১৮২০ সালে বাংলার এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন প্রখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন এবং ১৮৫১ সালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন। সংস্কৃত কলেজ তাঁকে উপাধি প্রদান করে। সংস্কৃতে গভীর জ্ঞানের কারণে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একজন পণ্ডিত এবং সংস্কারক উভয়ই ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন মহান মানবতাবাদী এবং দরিদ্র ও নিপীড়িত মানুষের প্রতি তাঁর গভীর সহানুভূতি ছিল। তিনি তাঁর সমগ্র জীবন সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছিলেন যা তিনি ভারতের আধুনিকীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছিলেন। অ-ব্রাহ্মণ ছাত্রদের সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করে, তিনি প্রচলিত বর্ণপ্রথার উপর একটি প্রচণ্ড আঘাত করেছিলেন। বিদ্যাসাগর নারী শিক্ষার একজন কট্টর সমর্থক ছিলেন এবং ১৮৪৯ সালে মেয়েদের জন্য প্রথম ভারতীয় স্কুল বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে ড্রিংক ওয়াটার বেথুনকে সাহায্য করেছিলেন। স্কুল পরিদর্শক হিসাবে, বিদ্যাসাগর তার দায়িত্বে থাকা জেলাগুলিতে মেয়েদের জন্য বেশ কয়েকটি স্কুল খুলেছিলেন।

বিদ্যাসাগরের সবচেয়ে বড় অবদান বিধবাদের অবস্থার উন্নতিতে। বিরোধিতা সত্ত্বেও, বিদ্যাসাগর প্রকাশ্যে বিধবা পুনর্বিবাহের পক্ষে ছিলেন। শীঘ্রই বিধবা পুনর্বিবাহের পক্ষে একটি শক্তিশালী আন্দোলন শুরু হয়। অবশেষে

দীর্ঘ সংগ্রামের পর ১৮৫৬ সালে বিধবা পুনর্বিবাহ আইন পাশ হয়। তাঁর প্রচেষ্টায় পঁচিশটি বিধবা পুনর্বিবাহ সংঘটিত হয়। বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের বিরুদ্ধেও তিনি কড়া কথা বলেছেন। বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার বিকাশে বিরাট অবদান রেখেছিলেন এবং বাংলায় আধুনিক গদ্যশৈলীর বিবর্তনে অবদান রেখেছিলেন। তিনি একটি বাংলা প্রাইমার লিখেছেন, 'বর্ণ পরিচয়', যা আজও ব্যবহৃত হয়। বিদ্যাসাগর তাঁর লেখার মাধ্যমে সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করেছিলেন এবং এইভাবে ভারতে জাতীয়তাবাদের বিকাশে সাহায্য করেছিলেন।

9.7 শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস ছিলেন আধুনিক ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক। রামকৃষ্ণ বাংলার এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই তিনি ধর্মীয় মনোভাব দেখিয়েছিলেন। তার কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না কিন্তু তার বক্তৃতা ছিল প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ। তিনি কলকাতার কাছে দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দিরের প্রধান পুরোহিত ছিলেন। তার বক্তৃতা শোনার জন্য সর্বস্তরের মানুষ দক্ষিণেশ্বরে আসেন। রামকৃষ্ণ পরমহংস ছিলেন একজন উদার দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে সমস্ত ধর্মের মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত ঐক্য রয়েছে এবং শুধুমাত্র উপাসনার পদ্ধতি ভিন্ন। যেকোন ধরনের উপাসনার মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যেতে পারে যতক্ষণ না তা এককভাবে করা হয়। তিনি বিশ্বাস করতেন যে মানুষের সেবাই ঈশ্বরের সেবা, কারণ মানুষ পৃথিবীতে ঈশ্বরের মূর্ত প্রতীক। যেহেতু মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্টি, তাই মানবসৃষ্ট বিভাজন তার কাছে কোন অর্থবহ ছিল না। রামকৃষ্ণ পরমহংস একজন মহান শিক্ষক ছিলেন যিনি জটিল দার্শনিক ধারণাগুলিকে সহজ ভাষায় প্রকাশ করতে পারতেন যাতে সবাই বুঝতে পারে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ত্যাগ, ধ্যান এবং ভক্তির মাধ্যমে ধর্মীয় পরিত্রাণ অর্জিত হতে পারে।

9.8 স্বামী বিবেকানন্দ

নরেন্দ্র নাথ দত্ত, যিনি স্বামী বিবেকানন্দ নামে বেশি পরিচিত, তিনি ছিলেন শ্রী রামকৃষ্ণের সবচেয়ে বিখ্যাত শিষ্য। তিনি ১৮৬৩ সালের জানুয়ারি মাসে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে স্নাতক হন এবং পাশ্চাত্য দর্শনে ভালোভাবে পারদর্শী ছিলেন। বিবেকানন্দ একজন মহান বুদ্ধির অধিকারী এবং সমালোচনামূলক ও বিশ্লেষণাত্মক মনের অধিকারী ছিলেন। আঠারো বছর বয়সে বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের সাথে দেখা করেন। এই সভা তার জীবনকে পুরোপুরি বদলে দেয়। শ্রী রামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর, তিনি একজন 'সন্ন্যাসী' হয়েছিলেন এবং রামকৃষ্ণের বাণী প্রচার ও মানুষের কাছে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর ধর্মীয় বার্তাটি এমন একটি আকারে রাখা হয়েছিল যা সমসাময়িক ভারতীয় সমাজের প্রয়োজন অনুসারে হবে। বিবেকানন্দ সকল ধর্মের অপরিহার্য একতা ঘোষণা করেছিলেন। তিনি জাতি-প্রথা, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং আচার-অনুষ্ঠানের নিন্দা করেছিলেন।

কুসংস্কার তিনি হিন্দু দর্শনের গভীর উপলব্ধি করেছিলেন এবং এর বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বহুদূর ভ্রমণ করেছিলেন। শিকাগোতে বিশ্ব ধর্মের পার্লামেন্টে (১৮৯৩), বিবেকানন্দ হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। হিন্দু দর্শনের উপর তার উজ্জ্বল বক্তৃতা সমাদৃত হয়েছিল। ভারতে, বিবেকানন্দের প্রধান ভূমিকা ছিল একজন ধর্মীয় নেতার পরিবর্তে একজন সমাজ সংস্কারকের। তিনি রামকৃষ্ণের শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের বার্তা প্রচার করেছিলেন এবং ধর্মীয় সহনশীলতার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিলেন যা দেশে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার দিকে পরিচালিত করবে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে 'দরিদ্র নারায়ণ'-এর যত্ন নেওয়া উন্নততর মানুষের সামাজিক দায়িত্ব।

১৮৯৭ সালে, বিবেকানন্দ সমাজকল্যাণ প্রচারের জন্য রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ব্যক্তিগত পরিত্রাণের উপর নয় বরং সমাজ কল্যাণ ও সমাজসেবার উপর জোর দিয়েছে। রামকৃষ্ণ মিশন ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের জন্য দাঁড়িয়েছিল। হিন্দুধর্মের অপরিহার্য চেতনার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল, আচার-অনুষ্ঠানের উপর নয়। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান লক্ষ্য ছিল সমাজসেবা প্রদান। এটা বিশ্বাস করত যে একজন মানুষের সেবা করা ঈশ্বরের উপাসনার সমান। মিশন সারা দেশে স্কুল, হাসপাতাল, এতিমখানা এবং লাইব্রেরির চেইন খুলেছে। এটি দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প এবং মহামারীর সময় ত্রাণ প্রদান করেছিল। কলকাতার কাছে বেলুড়ে একটি মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বেলুড় মঠ মানুষের ধর্মীয় উন্নয়নের তত্ত্বাবধান করত।

9.9 খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারক

১৭৯৩ সালে দুই ইংরেজ মিশনারি, উইলিয়াম কেরি এবং জন থমাস, উভয় ব্যাপ্টিস্ট, একটি মিশন শুরু করার স্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতে যাত্রা করেন। মিশনারি কার্যকলাপের উপর নিষেধাজ্ঞার কারণে তারা কলকাতার উত্তরে শ্রীরামপুরের ডেনিশ কলোনিতে বসতি স্থাপন করে। উইলিয়াম কেরি, অন্য দুই ধর্মপ্রচারক, জোশুয়া মার্শম্যান এবং উইলিয়াম ওয়ার্ডের সাথে ১৭৯৯.২ সালে শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীরামপুর মিশনারিরা ছিলেন ভারতের প্রথম ইভাঞ্জেলিক্যাল ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি। তারা পরবর্তীতে বিভিন্ন প্রোটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের অন্যান্য ধর্মপ্রচারক গোষ্ঠীর দ্বারা অনুসরণ করেছিল। শ্রীরামপুর মিশনারিদের আগমনের আগে, কয়েক শতাব্দী আগে, পর্তুগিজদের গোয়া অঞ্চলে এবং মালাবার উপকূলে খ্রিস্টান মিশন ছিল। পূর্ববর্তী ধর্মপ্রচারকদের কাজ ভৌগলিকভাবে এবং খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরের সংখ্যার দিক থেকে উভয় ক্ষেত্রেই সীমিত ছিল। এভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে শ্রীরামপুরে প্রথম ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ধর্মান্তরিতকরণের প্রধান প্রচেষ্টা শুরু হয়।

ধর্মপ্রচারকদের প্রধান লক্ষ্য ছিল দেশীয় বিধর্মীদের খ্রিস্টান ধর্মে রূপান্তরিত করা, যেটিকে তারা অভিজাত বস্তু হিসাবে বিবেচনা করেছিল। এই প্রধান কার্যকলাপের সংযোজন হিসাবে মিশনারিরা তাদের সমাজ সংস্কার ও সমাজসেবার কাজ শুরু করেছিল। ইসলাম এবং হিন্দু ধর্মের স্থানীয় ধর্মের বিরুদ্ধে প্রধান ধর্মপ্রচারক আক্রমণের লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন কুসংস্কারমূলক ধর্মীয় অনুশীলন। ধর্মপ্রচারকদের সমালোচনা বিশেষ করে হিন্দুদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল যারা মূর্তি পূজায় এবং বিভিন্ন দেবদেবীতে বিশ্বাসী ছিল এবং বিভিন্ন ধরনের প্রথা পালন করেছিল, যার মধ্যে কিছু সতীদাহ ধর্মপ্রচারকদের মনে নৈতিক বিদ্রোহ সৃষ্টি করেছিল। ধর্মপ্রচারকদের ধর্মান্তরিতকরণের কাজ খুব একটা সফল হয়নি। প্রথমত, খ্রিস্টধর্মের প্রচার ছিল নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে। এতে স্থানীয় জনগণের ধর্মীয় বিশ্বাস, কুসংস্কার এবং অনুশীলনের অশোধিত এবং কঠোর সমালোচনা জড়িত ছিল। দ্বিতীয়ত, হিন্দুধর্মের যুগোপযোগী স্থিতিস্থাপকতা পরিবর্তিত সময়ের সাথে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার জন্য প্রথমে প্রতিবাদী সম্প্রদায়ের আবির্ভাবের অনুমতি দিয়ে এবং পরে সেগুলিকে শুষে নেওয়াও একটি প্রধান কারণ ছিল। মিশনারি কার্যকলাপের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, সম্ভবত ভারতে আধুনিক শিক্ষার অগ্রগামীতে তাদের অবদান। কোম্পানি শাসনের প্রথম দিকে, সরকার কলকাতায় মুসলমানদের জন্য একটি মাদ্রাসা এবং বারাণসীতে হিন্দুদের জন্য একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে ঐতিহ্যগত শিক্ষা ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করার নীতি অনুসরণ করে। এগুলি স্থানীয় জনগণের জন্য উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে পরিবেশন করা হয়েছিল। যাইহোক, কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, যা ১৮০০ সালে গভর্নর-জেনারেল ওয়েলেসলি কোম্পানির কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, এটি শিক্ষার একটি কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল যা বাংলার নবজাগরণে বিভিন্নভাবে অবদান রেখেছিল। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে উইলিয়াম কেরি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে একজন প্রভাষক হিসাবে নিযুক্ত হন, যেটি তিনি

তার এবং তার সহকর্মীদের প্রিয় কারণগুলিকে আরও এগিয়ে নিতে সুবিধা করতেন। কোম্পানি সরকার স্থানীয় জনগণের জন্য আধুনিক শিক্ষা প্রদানের জন্য খুব কমই করেনি। দীর্ঘদিন ধরে, স্থানীয় জনগণের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সুবিধার ব্যবস্থা করা, বিশেষ করে নিম্ন বর্ণের এবং দরিদ্র লোকদের জন্য অভ্যন্তরীণ অংশে, খ্রিস্টান মিশনারিরা স্বেচ্ছায় গৃহীত দায়িত্ব ছিল। মিশনারীরা এমনকি লন্ডন এবং ভারতে কিছু ইউরোপীয়দের দ্বারা নিম্ন বর্ণের খাবার এবং উচ্চ বর্ণকে উপেক্ষা করার জন্য আক্রমণ করা হয়েছিল। এটি সেই সময়ের সামাজিক অবস্থার ইঙ্গিত দেয় এবং ভারতের সুবিধাবঞ্চিত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর শিক্ষায় প্রাথমিক খ্রিস্টান মিশনারীদের অবদানের সাক্ষ্য বহন করে। ভারতে আধুনিক শিক্ষার প্রবর্তনের বিষয়ে ম্যাকলের নোট অনুসরণ করে, কোম্পানি স্কুল প্রতিষ্ঠা করে এবং এইভাবে ১৯৩০-এর দশকে বাংলায় শিক্ষার সুবিধা প্রদান করা শুরু করে। তারপরও, ছাত্রদের একটি বড় অনুপাত মিশনারি স্কুলে চলতে থাকে। ইংহাম পর্যবেক্ষণ করেন: যদিও আইন প্রণয়ন পদক্ষেপ ভারতীয় সমাজের আরও স্পষ্ট মন্দের জন্য দ্রুততম প্রতিকার হতে পারে, মিশনারিরা শীঘ্রই সচেতন হয়ে ওঠেন যে ভারতীয়দের নিজেদের সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা করার জন্য আইন প্রণয়নের পরিবর্তে শিক্ষা প্রয়োজন। '২০ একটি শক্তিশালী তৈরির এই কাজে আধুনিক শিক্ষার মাধ্যমে ভারতীয়দের মধ্যে সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা মিশনারিরা খুব ভালোভাবে সফল হয়েছিল। আধুনিক শিক্ষার প্রবর্তনের পরে ভারতীয় সমাজে ক্রমবর্ধমান সংখ্যক নতুন অভিজাতদের উত্থান ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের বেশ কয়েকটি দেশীয় আন্দোলনের জন্মে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখে। সম্ভবত, ভারতের আধুনিকীকরণে মিশনারিদের সবচেয়ে বড় অবদান ছিল ব্যক্তিবাদের উপর ভিত্তি করে একটি নতুন মতাদর্শ।

9.10 জ্যোতিরাও গোবিন্দরাও ফুলে

মহারাষ্ট্রে সামাজিক সংস্কার আনার ক্ষেত্রে জ্যোতিরাও গোবিন্দরাও ফুলের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। তিনি নারী, দরিদ্র ও অস্পৃশ্যদের অবস্থার উন্নতির জন্য লড়াই করেছিলেন। তিনি নিম্নবর্ণের মেয়েদের শিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয় চালু করেন এবং 'সত্যশোধক সমাজ নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। সমস্ত বর্ণ ও ধর্মের লোকদের সমিতিতে যোগদানের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তিনি ব্রাহ্মণদের আধিপত্যের বিরোধী ছিলেন এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিত ছাড়াই বিবাহ পরিচালনার প্রথা শুরু করেছিলেন।

9.11 প্রার্থনা সমাজ

১৮৬৭ সালে, হিন্দু ধর্মের সংস্কার এবং এক ঈশ্বরের উপাসনা প্রচারের লক্ষ্যে মহারাষ্ট্রে প্রার্থনা সমাজ শুরু হয়েছিল। মহাদেব গোবিন্দ রানাডে এবং আর.জি. ভান্ডারকর ছিলেন সমাজের দুই মহান নেতা। ব্রাহ্মসমাজ বাংলায় যা করেছে প্রার্থনা সমাজ মহারাষ্ট্রে তা করেছে। এটি বর্ণপ্রথা এবং ব্রাহ্মণদের প্রাধান্যকে আক্রমণ করে, বাল্যবিবাহ ও পরদা প্রথার বিরুদ্ধে প্রচারণা চালায়, বিধবা পুনর্বিবাহের প্রচার করে এবং নারী শিক্ষার ওপর জোর দেয়। হিন্দু ধর্মের সংস্কারের জন্য রানাডে বিধবা পুনর্বিবাহ সমিতি এবং ডেকান এডুকেশন সোসাইটি শুরু করেন। ১৮৮৭ সালে, রানাডে সারা দেশে সামাজিক সংস্কার প্রবর্তনের লক্ষ্যে জাতীয় সামাজিক সম্মেলন প্রতিষ্ঠা করেন। রানাডে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন।

9.12 থিওসফিক্যাল সোসাইটি এবং অ্যানি বেসান্ট

অনেক ইউরোপীয় হিন্দু দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ১৮৭৫ সালে, মাদাম ব্লাভাটস্কি নামে একজন রাশিয়ান আধ্যাত্মিক এবং কর্নেল ওলকট নামে একজন আমেরিকান আমেরিকায় থিওসফিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। সমাজ ভারতীয় কর্মের মতবাদ দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। ১৮৮৬ সালে তাঁরা মাদ্রাজের কাছে আদিয়ারে থিওসফিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। অ্যানি বেসান্ট, একজন আইরিশ মহিলা যিনি ১৮৯৩ সালে ভারতে এসেছিলেন, থিওসফিস্ট আন্দোলনকে শক্তি অর্জনে সহায়তা করেছিলেন। তিনি বৈদিক দর্শন প্রচার করেছিলেন এবং ভারতীয়দের তাদের সংস্কৃতি নিয়ে গর্ব করার আহ্বান জানান। থিওসফিস্টরা প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম এবং বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের পুনরুজ্জীবনের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। আন্দোলনের স্বতন্ত্রতা এই যে বিদেশীদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল যারা ভারতীয় ধর্মীয় ও দার্শনিক ঐতিহ্যকে মহিমান্বিত করেছিল। অ্যানি বেসান্ট ছিলেন বেনারসের কেন্দ্রীয় হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতা, যা পরে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। অ্যানি বেসান্ট নিজেই ভারতকে তার স্থায়ী বাড়ি বানিয়েছিলেন এবং ভারতীয় রাজনীতিতে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯১৭ সালে, তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন।

9.13 মুসলমানদের মধ্যে সংস্কার আন্দোলন

মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক-ধর্মীয় সংস্কারের আন্দোলন দেরিতে আবির্ভূত হয়। বেশিরভাগ মুসলমানের ভয় ছিল যে পশ্চিমা শিক্ষা তাদের ধর্মকে বিপন্ন করবে কারণ এটি চরিত্রগতভাবে অনৈসলামিক। ১৯ শতকের প্রথমার্ধে শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় মুসলমান ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করেছিল। ১৮৬৩ সালে নবাব আবদুল লতিফ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মুহাম্মেডান লিটারেরি সোসাইটি ছিল আধুনিক শিক্ষার প্রসারের প্রয়াসকারী প্রাথমিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একটি। আবদুল লতিফ সামাজিক অপব্যবহার দূর করার এবং হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রচারেরও চেষ্টা করেছেন।

9.14 সৈয়দ আহমদ খান

মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক-ধর্মীয় আন্দোলন আলীগড় আন্দোলন নামে পরিচিতি লাভ করে। এর আয়োজন করেন সৈয়দ আহমদ খান।

(১৮১৭-১৮৯৯), মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে অসামান্য ব্যক্তি হিসাবে বর্ণনা করা একজন ব্যক্তি। সৈয়দ আহমদ খান ১৮১৭ সালে একটি মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং একজন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা হিসেবে কোম্পানির চাকরিতে যোগদান করেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে মুসলমানদের ব্রিটিশ শাসনের সাথে নিজেদের মানিয়ে নিতে হবে। তাই সৈয়দ আহমদ মুসলমানদের পশ্চিমা শিক্ষা গ্রহণ ও সরকারি চাকরি গ্রহণের পরামর্শ দেন। ১৮৬২ সালে, তিনি বিজ্ঞান এবং অন্যান্য বিষয়ের ইংরেজি বইগুলিকে উর্দুতে অনুবাদ করার জন্য সায়েন্টিফিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি একটি ইংরেজি-উর্দু জার্নালও শুরু করেন যার মাধ্যমে তিনি সমাজ সংস্কারের ধারণা ছড়িয়ে দেন। তাঁর উদ্যোগে মোহামেডান ওরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় যা পরে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। এটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। এই বুদ্ধিজীবী আন্দোলনের নাম আলিগড় আন্দোলন। একজন সমাজ সংস্কারক হিসেবে সৈয়দ আহমদ খান পরদা প্রথা, বহুবিবাহ এবং তালাক প্রথার বিরুদ্ধে প্রচারণা চালান। তিনি ইসলামের সারাংশ ধরে রেখে অযৌক্তিক

সামাজিক রীতিনীতি দূর করার এবং কোরানের যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যাকে উৎসাহিত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। সৈয়দ আহমদ খান বিশ্বাস করতেন যে ব্রিটিশ সরকারের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে মুসলমানদের স্বার্থ সর্বোত্তমভাবে পূরণ করা হবে। শুধুমাত্র ব্রিটিশদের নির্দেশনার মাধ্যমেই ভারত একটি পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে। তাই তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কার্যক্রমে মুসলমানদের অংশগ্রহণের বিরোধিতা করেন।

9.15 পারসি ও শিখদের মধ্যে সংস্কার আন্দোলন

পার্সি ধর্মীয় সংস্কার সমিতি ১৮৫১ সালে শুরু হয়েছিল। এটি ধর্মে গোঁড়ামির বিরুদ্ধে প্রচারণা চালায়। শিখদের মধ্যে ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলন বিভিন্ন গুরুদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল যারা শিখ ধর্মে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেছিলেন। বাবা দয়াল দাস ঈশ্বরের নিরঙ্কার (নিরাকার) ধারণা প্রচার করেছিলেন। ১৯ শতকের শেষের দিকে গুরুদ্বারগুলির দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবস্থাপনার সংস্কারের জন্য আকালি আন্দোলন নামে একটি নতুন সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়েছিল।

9.16 নারী সংস্কার

পণ্ডিতা রমাবাই:

ব্রিটিশ সরকার নারীদের শিক্ষিত করার জন্য উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেয়নি। তবুও, ১৯ শতকের শেষের দিকে, বেশ কিছু মহিলা ছিলেন যারা সামাজিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন। পণ্ডিত রমা বাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইংল্যান্ডে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তিনি লিখেছেন ভারতের মহিলাদের প্রতি অসম আচরণের কথা। তিনি পুনেতে আর্য মহিলা সভা প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিঃস্ব বিধবাদের সাহায্যের জন্য সারদা সদন খোলেন।

সরোজিনী নাইডু:

সরোজিনী নাইডু ছিলেন একজন প্রখ্যাত কবি ও সমাজকর্মী। তিনি তার দেশাত্মবোধক কবিতার মাধ্যমে জনসাধারণকে জাতীয়তাবাদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তিনি নারীদের ভোটাধিকারের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন এবং দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সক্রিয় আগ্রহ নিয়েছিলেন। তিনি সর্বভারতীয় মহিলা সম্মেলন স্থাপনে সহায়তা করেছিলেন।

9.17 সাহিত্য এবং প্রেস

মানুষের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সাহিত্যকে একটি শক্তিশালী অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। এটি সামাজিক সংস্কার প্রচারের জন্যও ব্যবহৃত হয়েছিল। সমাজ সংস্কারকরা সাহিত্যে মূল্যবান অবদান রেখেছিলেন। ভারতেন্দু হরিশ চন্দ্র, বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সমাজ সংস্কারের ধারনা ছড়িয়েছিলেন এবং হিন্দি ও বাংলায় সামাজিক অবিচারের নিন্দা করেছিলেন। ইকবাল এবং সুব্রহ্মানিয়া ভারতীর মতো কবিরা জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। প্রেমচাঁদ দরিদ্রদের দুঃখ-কষ্টের কথা লিখেছেন এবং এভাবে সামাজিক অবিচার সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করেছেন। জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বঙ্কিম চন্দ্র এবং ইকবাল আরও দুটি জাতীয় গান বন্দে মাতরম এবং সারা জাহান সে ভালো রচনা করেন।

9.18 উপসংহার

শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সমাজ সংস্কারক এবং জাতি গঠনে এবং সমাজকে কুপ্রথা থেকে মুক্ত করতে তাদের মহৎ অবদান সম্পর্কে জানতে পারে।

9.19 প্রশ্নাবলী

আর্য সমাজ, ব্রাহ্মসমাজ এবং খ্রিস্টান মিশনারি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত নোট লেখ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা সাগর ও স্বামী বিবেকানন্দের অবদান আলোচনা কর।

থিওসফিক্যাল সোসাইটি সম্পর্কে আলোচনা কর।

ভারতের নারী সংস্কারকদের সম্পর্কে বিস্তারিত লেখ।

9.20 তথ্যসূত্র

1. *D.* Divekar (ed.). 1991. *Social Refo*rm *Movements in India: A Historical Perspective.* Bombay: Popular Prakashan. Pp. 119. Rs. 150.
2. K.L. Chattopadhyay, *Brahmo Reform Movement,* Calcutta, 1983, p. 169.
3. A.R. Desai, *Social Backgr*ound *u] Indian Nutionyalism,* p.137
4. Ramsay Macdonald. *Awakening of India,* p.42
5. Sir V. Chirol, *Indian Unrest,* p.5

একক 10 □ সামাজিক আন্দোলন এবং উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ

গঠন

10.1 উদ্দেশ্য

10.2 ভূমিকা

10.3 সামাজিক আন্দোলনের সংজ্ঞা

10.4 ইতিহাস

10.5 মূল প্রক্রিয়া

10.6 সামাজিক আন্দোলনের পর্যায়

10.7 দলিত আন্দোলন

10.8 উপজাতীয় আন্দোলন

10.9 স্বাধীনতার আগে আদিবাসী আন্দোলন

10.10 স্বাধীনতার পর উপজাতি আন্দোলন

10.11 কৃষক আন্দোলন

10.12 গান্ধী যুগের আগে কৃষক আন্দোলন

10.13 গান্ধী যুগে কৃষক আন্দোলন

10.14 এই বিদ্রোহের প্রভাব

10.15 শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন

10.16 ট্রেড ইউনিয়ন গঠন

10.17 নকশাল আন্দোলন

10.18 নারী আন্দোলন

10.19 পরিবেশ আন্দোলন

10.20 উপসংহার

10.21 প্রশ্নাবলী

10.22 তথ্যসূত্র

10.1 উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীরা ভারতে সংঘটিত বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের উদ্দেশ্য এবং ফলাফল সম্পর্কে জানতে পারবে।

10.2 ভূমিকা

একটি সামাজিক আন্দোলনকে বিশেষভাবে সামাজিক বা রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি বৃহৎ গোষ্ঠীর

দ্বারা একটি শিথিলভাবে সংগঠিত প্রচেষ্টা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। সামাজিক আন্দোলনগুলি মূলত একটি সামাজিক পরিবর্তন বা বিদ্যমান পরিস্থিতির সূচনা, প্রতিরোধ বা পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য পরিচালিত হয়। সামাজিক আন্দোলনগুলিকে প্রধানত একটি গোষ্ঠী ক্রিয়া হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং ব্যক্তি বা একটি নির্দিষ্ট সংস্থা উভয়ই এই গণ কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করতে পারে। সামাজিক আন্দোলনকে 'সাংগঠনিক কাঠামো এবং কৌশল হিসাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যা নিপীড়িত জনসংখ্যাকে কার্যকর চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবিলা করতে এবং আরও শক্তিশালী এবং সুবিধাপ্রাপ্ত অভিজাতদের প্রতিহত করতে সক্ষম করতে পারে' (ওয়েবস্টারের অনলাইন অভিধান)। প্রকৃতপক্ষে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে সামাজিক আন্দোলন সামাজিক পরিবর্তনের একটি পদ্ধতি প্রকাশ করে যা সমাজের নীচের ক্ষেত্র থেকে উদ্ভূত হয় (Scott, ২০০৯)।

প্রকৃতপক্ষে সামাজিক আন্দোলনকে কোনো রাজনৈতিক দল বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করা যায় না যার কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ক্ষমতা নেই, বা কোনো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছাড়া এটি একটি অসংগঠিত ও ক্ষণস্থায়ী গণ-উদ্দীপনা। এর মাঝে কোথাও পড়ে আছে। (ফ্রিম্যান অ্যান্ড জনসন ১৯৯৯)। অতএব, সামাজিক আন্দোলনগুলিকে অনানুষ্ঠানিক তথাপি সংগঠিত সামাজিক সত্ত্বা হিসাবে গণনা করা যেতে পারে যেগুলি কিছু নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের সাথে একটি অতিরিক্ত-প্রাতিষ্ঠানিক দ্বন্দ্বে জড়িত (ক্রিশ্চিয়ানসেন, ২০০৯)। এই আন্দোলনগুলির লক্ষ্য হয় একটি সংকীর্ণ বা নির্দিষ্ট নীতি পরিবর্তন বা সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের দিকে বিস্তৃত বর্ণালীতে। সামাজিক আন্দোলনের কিছু বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

- স্পষ্টভাবে চিহ্নিত প্রতিপক্ষের সাথে বিচ্ছিন্ন সম্পর্কে জড়িত।
- ঘন অনানুষ্ঠানিক নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত।
- একটি স্বতন্ত্র সমষ্টিগত পরিচয়।

10.3 সামাজিক আন্দোলনের সংজ্ঞা

মারিও ডায়ানি যুক্তি দেন যে প্রায় সমস্ত সংজ্ঞা তিনটি মানদণ্ড ভাগ করেক্স 'একটি ভাগ করা সম্মিলিত পরিচয়ের ভিত্তিতে রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক সংঘাতে জড়িত ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং/অথবা সংস্থার বহুত্বের মধ্যে অনানুষ্ঠানিক মিথস্ক্রিয়াগুলির একটি নেটওয়ার্ক' (ডিয়ানি, ১৯৯২)

সমাজবিজ্ঞানী চার্লস টিলি সামাজিক আন্দোলনকে বিতর্কিত পারফরম্যান্স, প্রদর্শন এবং প্রচারণার একটি সিরিজ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেন যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ অন্যদের উপর সম্মিলিত দাবি করে। টিলির জন্য, সামাজিক আন্দোলনগুলি জনরাজনীতিতে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের একটি প্রধান বাহন (টিলি, ২০০৪)। তিনি যুক্তি দেন যে একটি সামাজিক আন্দোলনের তিনটি প্রধান উপাদান রয়েছে:

১. প্রচারাভিযান: একটি টেকসই, সংগঠিত জনসাধারণের প্রচেষ্টা লক্ষ্য কর্তৃপক্ষের সম্মিলিত দাবি;

২. Repertoire (বিতর্কের ভাণ্ডার): রাজনৈতিক কর্মের নিম্নলিখিত ফর্মগুলির মধ্যে সমন্বয়ের কর্মসংস্থান: বিশেষ-উদ্দেশ্য সমিতি এবং জোট গঠন, জনসভা, গৌরবময় মিছিল, নজরদারি, সমাবেশ, বিক্ষোভ, পিটিশন ড্রাইভ, জনসাধারণের কাছে এবং বিবৃতি মিডিয়া, এবং প্যামফ্লিটারিং ইত্যাদি

৩. WUNC প্রদর্শন: অংশগ্রহণকারীদের নিজেদের এবং/অথবা তাদের নির্বাচনী এলাকার যোগ্যতা, ঐক্য, সংখ্যা, এবং প্রতিশ্রুতির সমন্বিত জনপ্রতিনিধি।

সিডনি ট্যারো একটি সামাজিক আন্দোলনকে 'সম্মিলিত চ্যালেঞ্জ (অভিজাত, কর্তৃপক্ষ, অন্যান্য গোষ্ঠী বা সাংস্কৃতিক কোডের প্রতি) অভিজাত উদ্দেশ্য এবং অভিজাত, প্রতিপক্ষ এবং কর্তৃপক্ষের সাথে টেকসই মিথস্ক্রিয়ায় সংহতি সহ মানুষের দ্বারা সংজ্ঞায়িত করেছেন।' তিনি বিশেষভাবে রাজনৈতিক দল এবং অ্যাডভোকেসি গ্রুপ থেকে সামাজিক আন্দোলনকে আলাদা করেন (Tarrow, ১৯৯৪)।

সমাজবিজ্ঞানী জন ম্যাককার্থি এবং মায়ার জাল্ড একটি সামাজিক আন্দোলনকে সংজ্ঞায়িত করেছেন 'একটি জনসংখ্যার মতামত এবং বিশ্বাসের একটি সেট যা সামাজিক কাঠামোর কিছু উপাদান এবং/অথবা একটি সমাজের পুরস্কার বিতরণের জন্য পছন্দগুলিকে প্রতিনিধিত্ব করে' (জন ম্যাকার্থি, ১৯৭৭)

10.4 ইতিহাস

১৮ শতকের মাঝামাঝি ইংল্যান্ডে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনে সামাজিক আন্দোলনের প্রাথমিক বৃদ্ধি পাওয়া যায়। এটা বলা যেতে পারে যে প্রথম গণ-সামাজিক আন্দোলনের আবির্ভাব ঘটেছিল একজন বিতর্কিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব জন উইলকসকে ঘিরে, একটি সংবাদপত্রের সম্পাদক, যিনি লর্ড বুটের নতুন প্রশাসন এবং ১৭৬৩ সালের চুক্তিতে নতুন সরকার যে শান্তি শর্তগুলি মেনে নিয়েছিলেন তার বিরুদ্ধে জোরালোভাবে আক্রমণ করেছিলেন। সাত বছরের যুদ্ধের শেষে প্যারিস (টিলি সি., ১৯৮১)। পরবর্তীতে উইল্কস লন্ডনের একজন অল্ডারম্যান হয়ে ওঠেন এবং বিল অফ রাইটসের সমর্থকদের জন্য একটি অ্যাক্টিভিস্ট গ্রুপ সোসাইটি তার নীতির প্রচার শুরু করে এবং এটিকে প্রথম টেকসই সামাজিক আন্দোলন হিসাবে বিবেচনা করা হয় (অর্গানাইজেশন, ২০১৬)। এর পরে একটি বৃহত্তর গণ-আন্দোলন ঘটে যখন ক্যাথলিক বিরোধী বিক্ষোভের প্ররোচনা দেওয়া হয়। ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে সংঘটিত আরও কয়েকটি রাজনৈতিক আন্দোলন রয়েছে যেমন দাসপ্রথার বিরুদ্ধে ব্রিটিশ বিলোপবাদী আন্দোলন ইত্যাদি। ১৮১৫ সাল থেকে, ব্রিটেন একটি সামাজিক অস্থিরতার সময় পর্যবেক্ষণ করে যা ক্রমবর্ধমান সামাজিক আন্দোলন এবং চার্টিজমের মতো বিশেষ স্বার্থ সংঘের দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল প্রথম সামাজিক গণ ক্রমবর্ধমান শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন। এই ধরনের শ্রম ও সামাজিক আন্দোলনকে প্রোটোটাইপিকাল সামাজিক আন্দোলন হিসাবে বিবেচনা করা হয় যা কমিউনিস্ট এবং সামাজিক গণতান্ত্রিক দল এবং সংগঠনের জন্ম দিয়েছে। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভের পর, ব্রিটেন আমূল সংস্কার ও পরিবর্তনের একটি যুগ পালন করে। এই যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে নারীবাদী আন্দোলন, সমকামী অধিকার আন্দোলন, শান্তি আন্দোলন, নাগরিক অধিকার আন্দোলন, পরমাণু বিরোধী আন্দোলন এবং পরিবেশ আন্দোলন নতুন যুগের সামাজিক আন্দোলন হিসেবে আবির্ভূত হয় (ওয়েস্ট, ২০০৪)।

10.5 মূল প্রক্রিয়া

এটা বলা যেতে পারে যে কিছু মূল প্রক্রিয়া এই সামাজিক আন্দোলনের জন্য একটি অনুঘটক হিসাবে কাজ করে। প্রথম প্রক্রিয়াটি হল নগরায়ণ যা একই লক্ষ্যের সাথে বিপুল সংখ্যক লোকের সমাবেশকে সহজতর করে এবং এই লোকেদের মধ্যে ঘন ঘন সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার কারণে বেশিরভাগ সামাজিক আন্দোলন শহুরে এলাকায় উদ্ভূত হয়। দ্বিতীয়ত, শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করতে শিল্পায়নও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আন্দোলনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ধারা হল ছাত্র আন্দোলন যার উৎপত্তি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে, যেখানে গণশিক্ষার প্রক্রিয়া সমমনা তরুণদের একত্রিত করেছে। যোগাযোগ প্রযুক্তি যত বেশি উন্নত হচ্ছে, সামাজিক আন্দোলনের কার্যক্রম পরিচালনা করা সহজ হয়ে উঠেছে (উইকিপিডিয়া)।

10.6 সামাজিক আন্দোলনের পর্যায়

হার্বার্ট ব্লুমারের মতে সামাজিক আন্দোলনের পুরো প্রক্রিয়াটি চারটি পর্যায় নিয়ে গঠিত। তিনি যে চারটি পর্যায় বর্ণনা করেছেন তা হল সামাজিক উদ্দীপনা, জনপ্রিয় উত্তেজনা, আনুষ্ঠানিকতা এবং প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ। কিন্তু তার প্রাথমিক কাজের পরে এই স্তরগুলি বিভিন্ন পণ্ডিতদের দ্বারা পরিমার্জিত এবং পুনর্গঠিত হয়েছে, কিন্তু অন্তর্নিহিত বিষয়গুলি স্থির রয়েছে। সমসাময়িক যুগে সামাজিক আন্দোলনের চারটি পর্যায় নিম্নরূপ:

উত্থান: সামাজিক আন্দোলনের চক্রের প্রথম পর্যায়ের নামকরণ করা হয় উত্থান। এটি সামাজিক আন্দোলনের একটি খুব প্রাথমিক পর্যায় এবং এই পর্যায়ে আন্দোলনগুলি খুব সংগঠিত হয় না। পরিবর্তে এই পর্যায়টি কোনো ব্যক্তি বা কিছু সম্ভাব্য আন্দোলনের অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কোনো বিশেষ পরিস্থিতি বা নীতি সম্পর্কে ব্যাপক অসন্তোষ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু এই পর্যায়ে এই অসন্তোষ শুধুমাত্র আলোচনা, মিডিয়া কভারেজ বা স্থানীয় সংবাদপত্রে ছাপা সংবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই অসুখী এই পর্যায়ে কোন ধরনের কৌশলগত এবং সংগৃহীত কর্মে রূপান্তরিত হয় না। এই প্রাথমিক পর্যায়ে, সামাজিক আন্দোলন একটি নির্দিষ্ট সামাজিক আন্দোলন সংস্থার (এসএমও) মধ্যে একটি নির্দিষ্ট রূপ নিতে পারে যা একটি সামাজিক আন্দোলনের বেঁচে থাকার এবং সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় কাজগুলি সম্পাদন করতে চায়। এখন উত্থান পর্যায়ে এই এসএমও এবং এর সদস্যরা আন্দোলনকারীদের ভূমিকা পালন করে যারা সম্পর্কিত কারণগুলির মধ্যে সচেতনতা বাড়ায় এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে অস্থিরতার অনুভূতি বিকাশে সহায়তা করে।

সমন্বিততা: চক্রের দ্বিতীয় পর্যায়ে সামাজিক আন্দোলনকে গণআন্দোলনে পরিণত হতে কিছু প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে হয়। কখনও কখনও অনেক সামাজিক আন্দোলন এই সমস্ত বাধা অতিক্রম করতে পারে না যেমন একটি সম্প্রদায়ের লোকেরা কিছু বিষয়ে অসন্তুষ্ট হতে পারে এবং তারা নিজেদের মধ্যে এটি নিয়ে আলোচনা করতে পারে, তবে তারা কোনও নির্দিষ্ট পদক্ষেপের পরিকল্পনা নাও করতে পারে এবং সামাজিক আন্দোলন পরবর্তী স্তরে নাও যেতে পারে। এই দ্বিতীয় পর্যায়টি অসন্তোষের আরও স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত অনুভূতি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। বলা যায়, এই স্তরে অসন্তোষ আর অসংগঠিত ও ব্যক্তি নয়; কিন্তু এটি কেন্দ্রীভূত এবং যৌথ হয়ে ওঠে। এই মুহূর্তে নেতৃত্ব বাস্তবায়িত হয় এবং আন্দোলনকারীরা আন্দোলনের সাফল্য নিশ্চিত করতে আরও সংগঠিত এবং কৌশলী হয়ে ওঠে। এছাড়াও এই পর্যায়ে সামাজিক আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল গণ বিক্ষোভ যা সামাজিক আন্দোলনের শক্তিকে প্রকাশ করে এবং স্পষ্ট দাবি রাখে।

আমলাকরণ: আমলাকরণ এই নির্দিষ্ট চক্রের তৃতীয় পর্যায়। এই পর্যায়টি উচ্চ স্তরের সংগঠন এবং জোট ভিত্তিক কৌশল দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। এই পর্যায়ে সামাজিক আন্দোলন সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যাপক সমর্থন অর্জন করতে পারে। এই পর্যায়ে সুস্পষ্ট ফলাফল হিসাবে সামাজিক আন্দোলনের সংগঠনগুলি সমন্বিত কৌশলগুলি তৈরি করে এবং এর জন্য তারা বিশেষ জ্ঞানের সাথে পেশাদার কর্মীদের উপর নির্ভর করতে চায় এবং আন্দোলনের উদ্দেশ্যগুলি অর্জনের জন্য এই এসএমওগুলির দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার দায়িত্বও তারা বহন করে। এই পর্যায়ে সামাজিক আন্দোলনগুলি কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জনের জন্য শুধুমাত্র গণপ্রদর্শন এবং অনুপ্রেরণামূলক নেতাদের উপর নির্ভর করে না। এই পর্যায়ে রাজনৈতিক শক্তি অন্যান্য পর্যায়ের চেয়ে বেশি। এবং এই পর্যায়ে অনেক সামাজিক আন্দোলন এভাবে আমলাতন্ত্রীকরণের জন্য সফল নাও হতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত ম্লান হয়ে যায়।

হ্রাস: অবশেষে এই চক্রের শেষ পর্যায় হল পতন। পতন মানে সামাজিক আন্দোলনের ব্যর্থতা নয় কিন্তু মিলার (১৯৯৯) চারটি উপায়ের কথা বলেছেন যাতে সামাজিক আন্দোলন হ্রাস পেতে পারে। অনুসরণ হিসাবে তারা:

দমন: প্রথম যে পদ্ধতিতে সামাজিক আন্দোলন হ্রাস পেতে পারে তা হল দমন। এটি ঘটে যখন কর্তৃপক্ষ সামাজিক আন্দোলনগুলিকে নিয়ন্ত্রণ বা ধ্বংস করার জন্য কখনও কখনও সহিংস ব্যবস্থা ব্যবহার করে। এর অর্থ হল সরকার কিছু আন্দোলন বা সংস্থাকে জনস্বার্থে অবৈধ বা অনিরাপদ ঘোষণা করতে আইন পাস করতে পারে। এই ধরনের দমন-পীড়ন সামাজিক আন্দোলনের জন্য তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং নতুন সদস্যদের নিয়োগ করা অত্যন্ত কঠিন করে তোলে।

কো-অপ্টেশন: সংগঠনগুলিকে কেন্দ্রীভূত কর্তৃপক্ষ বা কিছু ক্যারিশম্যাটিক নেতৃত্ব দ্বারা কো-অপ্টেশনের মাধ্যমে পরিচালিত হলে আন্দোলনও হ্রাস পেতে পারে। কো-অপ্টেশন ঘটে যখন আন্দোলনের নেতারা সামাজিক আন্দোলনের উপাদানগুলির চেয়ে বেশি কর্তৃপক্ষ বা আন্দোলনের লক্ষ্যগুলির সাথে যুক্ত হতে আসে।

সাফল্য: কিছু সামাজিক আন্দোলন হ্রাস পায় কারণ তারা সফল হয়েছিল। স্থানীয় আন্দোলনগুলি যা একটি ছোট পরিসরে সংগঠিত হয় এবং খুব নির্দিষ্ট লক্ষ্যগুলি ভাগ করে তাদের প্রায়ই ধ্রু সাফল্যের আরও ভাল সুযোগ থাকে। অনেক সামাজিক আন্দোলনের লক্ষ্য থাকে যা অনেক কম স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় এবং অনেকে আবার নতুন প্রচারাভিযান সংগঠিত করে যখন অন্যরা সফলতা বা সমঝোতার মাধ্যমে শেষ হয়ে যায়।

ব্যর্থতা: সাংগঠনিক বা কৌশলগত ত্রুটির কারণে সামাজিক আন্দোলনের ব্যর্থতা খুবই সাধারণ এবং সামাজিক আন্দোলন হ্রাস পেতে পারে এমন আরেকটি উপায় হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। কখনও কখনও সংস্থাগুলি তাদের সাফল্যের কারণে এবং সাংগঠনিক দাগের কারণে যে দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটেছিল তা পরিচালনা করতে সক্ষম হয় না। এর সুস্পষ্ট ফলস্বরূপ সংগঠন ও সামাজিক আন্দোলন বিভিন্ন উপদলে ভেঙ্গে পড়ে।

মূলধারার সাথে প্রতিষ্ঠা: অনেক পণ্ডিত উল্লেখ করেছেন যে সামাজিক আন্দোলনের পতনের একটি পঞ্চম কারণ রয়েছে এবং এটি ঘটে যখন সামাজিক আন্দোলন সংগঠন মূলধারায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি বোঝায় যে কোনও নির্দিষ্ট আন্দোলনের লক্ষ্য এবং মতাদর্শগুলি মূলধারার সমাজ দ্বারা অনুমোদিত এবং অভিযোজিত হয় এবং এইভাবে যে কোনও আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা ধীরে ধীরে বাষ্পীভূত হয় (জোনাথন ক্রিশ্চিয়ানসেন, ২০০৯)।

সামাজিক আন্দোলন সামাজিক সমস্যার কারণ খুঁজে বের করতে পারে কিন্তু তা সর্বদা প্রতিটি সামাজিক সমস্যার সমাধান আনতে পারে না। কিন্তু সামাজিক আন্দোলন সামাজিক পরিবর্তন আনতে পারে এবং তারা তা নিয়ে আসে। এটি বলা যেতে পারে যে এটি একটি একমুখী প্রক্রিয়া নয়। কিছু ক্ষেত্রে সামাজিক পরিবর্তন সামাজিক আন্দোলনকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে এবং আরও পরিবর্তন বা বিকাশকে ত্বরান্বিত করতে পারে। "আসলে, স্মেলার একটি সামাজিক আন্দোলনকে সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের জন্য একটি সংগঠিত গোষ্ঠী প্রচেষ্টা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন (Rao, ২০০৬)।

এখন কিছু গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক আন্দোলনকে নীচে চিত্রিত করা হয়েছে যা তাদের উৎস, গতিপথ, পরিণতি এবং সমাজের বিকাশের উপর তাদের প্রভাব বর্ণনা করবে।

10.7 দলিত আন্দোলন

ভারতে দলিতদের সর্বনিম্ন বর্ণের লোকদের একটি গোষ্ঠী হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং প্রায়শই 'অস্পৃশ্য' হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। ইতিহাস দেখায় যে বৈদিক যুগে হিন্দু সমাজে প্রচলিত 'চার বর্ণ' ব্যবস্থা থেকে দলিতদের বাদ দেওয়া হয়েছিল। দলিত শব্দটি একটি স্ব-প্রয়োগিত শব্দ যা 'অস্পৃশ্য' বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। ডঃ বি.আর আম্বেদকর এর মতে বৌদ্ধধর্ম এবং ব্রাহ্মণ্যবাদের মধ্যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য দ্বন্দ্বের ফলস্বরূপ ৪০০

খ্রিস্টাব্দের দিকে ভারতীয় সমাজে আম্বেদকরের অস্পৃশ্যতার ধারণার উদ্ভব হয়েছিল (Omvedt, ২০০৩)। ১৮৮০ সালের পরবর্তী সময়ে, দলিত শব্দটি মহাত্মা জোতিবা ফুলে ব্যবহার করেছিলেন বহিষ্কৃত এবং অস্পৃশ্যদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য যারা কয়েক দশক ধরে সহিংসতা ও নিপীড়নের প্রার্থনায় পরিণত হয়েছিল। অবশেষে দলিত একটি রাজনৈতিক পরিচয়ে পরিণত হয়েছে।

এই যুগের দীর্ঘ দমন-পীড়নের সুস্পষ্ট ফলস্বরূপ, আমাদের সমাজ ১৯৫৬ সালে দলিত বিদ্রোহ প্রত্যক্ষ করেছিল যার নেতৃত্বে ছিলেন ড. আম্বেদকর। প্রায় অর্ধ মিলিয়ন দলিত যারা পূর্বে অস্পৃশ্য হিসাবে বিবেচিত হত তারা ডক্টর আম্বেদকরের সাথে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল এবং নবায়ন বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল জাতিভেদ প্রথাকে চ্যালেঞ্জ করা এবং দলিত সম্প্রদায়ের অধিকারের প্রচার করা। আন্দোলনটি বৌদ্ধধর্মের থেরবাদ, মহাযান এবং বজ্রযান মতাদর্শের ঐতিহ্যগত শিক্ষাদান প্রক্রিয়াও পরিত্যাগ করে এবং ড. আম্বেদকরের প্রচারিত বৌদ্ধধর্মের একটি নতুন রূপ অনুসরণ করার শপথ গ্রহণ করে (স্কারিয়া, ২০১৫)।

যদি আমরা আমাদের ঐতিহাসিক ঐতিহ্যগুলি খনন করি, তাহলে দেখা যাবে যে সমাজের প্রান্তিক শ্রেণীর বিশেষ করে দলিতদের মতো নিম্নবর্ণের সকল নিপীড়নের মূল কারণ বর্ণপ্রথার গঠন। বৈদিক যুগে ঋগ্বেদের শিলালিপি শূদ্র বর্ণের জনগণের নিপীড়নের ভিত্তিকে মজবুত করে এবং পরবর্তীতে ৫ম শতাব্দীতে শূদ্র বর্ণের লোকেরা অস্পৃশ্যে রূপান্তরিত হয় এবং এর ফলে দলিত শোষণের পাশাপাশি ব্রাহ্মণ আধিপত্য শুরু হয়। এই সমস্ত শোষণ বৈদিক অঞ্চল দ্বারা প্ররোচিত দুটি পৌরাণিক কাহিনীর উপর ভিত্তি করে এবং তারা বলেছিল

- প্রথমত, দলিতদের উচিত তাদের বিরুদ্ধে করা শোষণকে তাদের পূর্বজন্মের কৃতকর্মের ফল হিসেবে গ্রহণ করা। তাদের বিবেচনা করা উচিত যে তারা এমন কিছু খারাপ কাজ করেছে যার কারণে তারা এই ধরণের নিপীড়নের সম্মুখীন হচ্ছে।
- দ্বিতীয়ত, এই জন্মে শোষিত হলেও তাদের প্রতিবাদ করা উচিত নয়, যা তাদের আগামী জন্মে সুন্দর জীবন দেবে।

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে সম্পদের বঞ্চনা দলিত সম্প্রদায়কে এক চরম নিপীড়ন ও অবক্ষয়ের দিকে নিয়ে যায়। দলিত আন্দোলনকে দলিত সম্প্রদায়ের প্রতি উচ্চবর্ণের ক্রমাগত বর্বর আচরণের ফল হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। শূদ্র বর্ণের লোকদের উচ্চবর্ণের সেবা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের শিক্ষার অধিকার দেওয়া হয়নি। তাদের যেকোনো ধরনের সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মর্যাদা থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছে। উচ্চবর্ণের লোকদের মধ্যে একটি বিশ্বাস বজায় ছিল যে দলিতরা জন্ম থেকেই অপবিত্র এবং তাদের স্পর্শ বা উপস্থিতি তাদের দূষিত করতে পারে। এজন্য তাদের অস্পৃশ্য মনে করা হতো। কয়েক দশক ধরে দলিতদের মূলধারার সমাজ থেকে দূরে রাখা হয়েছিল এবং তাদের অদক্ষ পেশা যেমন শুষ্ক ল্যাট্রিন পরিষ্কার করা, ঝাড়ু দেওয়া, ট্যানিং করা বা স্বল্প দৈনিক মজুরির জন্য ভূমিহীন শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। তারা জমি চাষের জন্য বাঁধা শ্রমিক হিসাবে কাজ করত এবং মেথর হিসাবে কাজ করত। অস্পৃশ্যতার ধারণার কারণে দলিতদের অমানবিক অবস্থায় বর্বর জীবনযাপন করতে হয়েছে। তাদের মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি এবং শালীন পোশাক ও অলঙ্কার পরতে নিষেধ করা হয়েছিল। দলিত মহিলারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল এবং প্রায়শই উচ্চ বর্ণের লোকদের যৌন চাহিদা পূরণের জন্য তারা বেশ্যাতে পরিণত হয়েছিল। ধর্মের নামে এই নৃশংসতা চালানো হয়েছিল এবং নিম্ন বর্ণের লোকদের উপর নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে শিক্ষার অধিকারকে একচেটিয়া করা হয়েছিল (মণি, ২০০৫)।

যেহেতু দলিতদের সমস্ত ধরণের বস্তুগত এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল, তারা

এই সমস্ত অসম প্রথা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং নিপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেছিল। এই সুনির্দিষ্ট আন্দোলন দলিতদের জন্য সমাজে সমান মর্যাদা অর্জন এবং তাদের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর প্রথা বন্ধ করার আকাঙ্ক্ষা করেছিল। বৈদিক যুগে শুরু হলেও, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দলিত আন্দোলন তার গতি লাভ করে। মুক্তি আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল একদল অতি দরিদ্র দলিত দ্বারা। পাশ্চাত্য ভাষার প্রবর্তনের ফলে এবং খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকদের প্রভাবে দলিতরা সাম্য ও স্বাধীনতার আদর্শে আসতে শুরু করে এবং এভাবেই আধুনিক সময়ে দলিত আন্দোলন শুরু হয়। শিক্ষিত দলিতরা পুরনো শোষণ ও নৃশংসতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে শুরু করে এবং আন্দোলনের জন্য অন্যান্য নিরক্ষর দলিতদের কাজে লাগায়। দলিত আন্দোলন অনেক লেখক, সাংবাদিক এবং চিন্তাবিদ জন্ম দিয়েছে। ১৯৭০ সালে দলিত প্যান্থার আন্দোলন মহারাষ্ট্রে দমন ও সন্ত্রাসের ফলে শুরু হয় যার অধীনে নির্যাতিত দলিতরা গ্রামীণ এলাকায় বসবাস করতে থাকে এবং এটি শিক্ষিত মাহারদের একটি গ্রুপের নেতৃত্বে ছিল।

এই আন্দোলনের সময় যখন দলিতদের সমর্থনের জন্য যোগাযোগের কোনো মাধ্যম ছিল না, তখন লেখার মাধ্যমে তাদের কষ্ট প্রকাশ করাই ছিল একমাত্র সমাধান। যখন সমস্ত সংবাদপত্র উচ্চবর্ণের লোকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল, তখন দলিতরা তাদের নিজস্ব পত্রিকা শুরু করেছিল এবং অনেক দলিত লেখক তাদের কষ্ট এবং অভিজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য গান, কবিতা, গল্প, আত্মজীবনী লিখতে শুরু করেছিলেন। তাদের সমস্ত অনুভূতি লেখনী আকারে ফেটে পড়ছিল। লেখা শুধু লেখা নয়, এটি এমন একটি কাজ যা মন্দের বিরুদ্ধে ক্রমাগত লড়াইকে প্রতিফলিত করে। দলিত সাহিত্য, দলিতদের অতীত পরিস্থিতি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সাথে তুলনা করার চেষ্টা করুন বিদ্বেষ সৃষ্টির জন্য নয়, তাদের করুণ অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করার জন্য। এটি জাত-পাতের সাহিত্য নয় বরং একটি গণতান্ত্রিক সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন আনার জন্য দলিত আন্দোলনের সাথে যুক্ত।

দলিত আন্দোলনগুলিকে একটি সামাজিক বিপ্লব হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে যা সামাজিক পরিবর্তন আনতে এবং খুব পুরানো শ্রেণিবদ্ধ বর্ণপ্রথা প্রতিস্থাপনের জন্য আকাঙ্ক্ষিত। কিন্তু আধুনিক সমাজে অস্পৃশ্যতা নির্মূল হলেও নিম্নবর্ণের লোকেরা বৈষম্যের সম্মুখীন হয়। আজকে ভালো পোশাক পরা নিষেধ নয়, ভালো চাকরি পাওয়াই হলো। শিক্ষাই এ ধরনের বৈষম্যের একমাত্র প্রতিকার। এইভাবে সামাজিক পরিবর্তনের আন্দোলন তখনই সফল হবে যখন সমস্ত দলিত সমতার জন্য (ভারত) লড়াই করার জন্য একত্রিত হবে।

10.8 উপজাতীয় আন্দোলন

১৭৭২ সালে বিহার থেকে শুরু করে ভারতে বেশ কয়েকটি উপজাতীয় বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল, তারপরে অন্ধ্র প্রদেশ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, অরুণাচল প্রদেশ, আসাম, মিজোরাম এবং নাগাল্যান্ড ইত্যাদিতে অনেক বিদ্রোহ হয়েছিল। উপজাতীয় জনসংখ্যাকে বেশ রক্ষণশীল হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং দেশীয় সম্পদ এবং জীবনধারা বজায় রাখার বিষয়ে উদ্বিগ্ন ছিল। নিজেদের অধিকারের জন্য এবং নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই করার পাশাপাশি, তারা সমসাময়িক উপজাতীয় সমাজ থেকে সামাজিক কুসংস্কার এবং অসুস্থ প্রবণতা নির্মূল করার জন্য এই পরিস্থিতির সুযোগ নেওয়ারও আকাঙ্ক্ষা করেছিল।

আদিবাসী সম্প্রদায়ের চেতনা অত্যন্ত দৃঢ় এবং এই আন্দোলনগুলি শুধুমাত্র কৃষিভিত্তিক নয়, বন ভিত্তিকও ছিল। কিছু উপজাতীয় আন্দোলন জাতিগত বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল কারণ এই সমস্ত বিদ্রোহ জমিদার, মহাজন

এবং সরকারী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল যারা কেবল তাদের শোষকই নয়, বিদেশীও ছিল। কিছু কিছু ক্ষেত্রে যখন আদিবাসী সম্প্রদায় তাদের ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়, তখন জমির মালিক তাদের জমি দখল করে নেয় এবং আদিবাসীরা তাদের নিজস্ব জমিতে বন্ডেড লেবারে রূপান্তরিত হয়। পুলিশ, রাজস্ব কর্মকর্তা এবং অন্যান্য সরকারী কর্মচারীরা তাদের সাহায্য করার পরিবর্তে, বিনা পারিশ্রমিকে তাদের কাজে ব্যবহার করেছে। দেশের বিচার ব্যবস্থাও তাদের দুর্দশার বিষয়ে অজ্ঞ ছিল। ভূমি বিচ্ছিন্নতা, বাধ্যতামূলক শ্রম, ন্যূনতম মজুরি এবং জমি দখল ইত্যাদির মতো কিছু কারণ মুন্ডা, সাঁওতাল, কোল, ভিল, ওয়ার্লির মতো অনেক উপজাতি সম্প্রদায়কে অনেক অঞ্চলে বিদ্রোহ করতে বাধ্য করেছিল। এই দেশে উপজাতীয় আন্দোলনের পিছনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল বন ব্যবস্থাপনা কারণ অনেক অঞ্চলে বন অনেক আদিবাসী সম্প্রদায়ের জীবিকার প্রধান উৎস। ব্রিটিশ সরকার বণিক ও ঠিকাদারদের বন কাটার অনুমতি দিয়ে কিছু আইন প্রবর্তন করেছিল। এই নিয়মগুলি কেবল উপজাতীয়দের বেশ কয়েকটি বনজ পণ্য থেকে বঞ্চিত করেনি বরং তাদের বন কর্মকর্তাদের দ্বারা হয়রানির শিকারও করেছে। এই সমস্ত কারণগুলি অনেক আদিবাসী সম্প্রদায়কে বিদ্রোহ (আগারওয়াল) ত্বরান্বিত করতে পরিচালিত করেছিল।

10.9 স্বাধীনতার আগে আদিবাসী আন্দোলন

ব্রিটিশরা পূর্ব ভারতে তাদের সার্বভৌমত্ব প্রসারিত করার সাথে সাথেই উপজাতীয় বিপ্লব এলিয়েন শাসনকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য প্ররোচিত করা হয়েছিল। ঔপনিবেশিকতার প্রাথমিক বছরগুলিতে, ভারতের অন্য কোনো সম্প্রদায় ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে এমন বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের প্রস্তাব দেয়নি বা এখনকার ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, উড়িষ্যা এবং বাংলার অসংখ্য উপজাতি সম্প্রদায়ের মতো এমন করুণ পরিণতির সম্মুখীন হয়নি। ১৭৬৮ সালে ঝুমসারের সামন্ত রাজা কৃষ্ণ ভাঞ্জের অধীনে, কোন্ধা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে একটি কঠিন যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং অনেকে প্রাণ হারায়। একই বছর পার্লাখেমুন্ডির রাজা নারায়ণ দেব জলওয়ারায় আরেকটি যুদ্ধ করেন যেখানে ৩০ জন আদিবাসী মারা যান। ১৭৭২ সালে পাহাড়িয়া বিদ্রোহ শুরু হয় যা ১৭৮৫ সালে ভাগলপুরে তিলকা মাঞ্জির নেতৃত্বে পাঁচ বছরের বিদ্রোহের মাধ্যমে ফাঁসি হয়। পরবর্তী দুই দশকে, সিংভূম, গুমলা, বীরভূম, বাঁকুড়া মানভূম এবং পালামায় বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। ১৮৩২ সালের মহান কোই রাইজিং এবং খেওয়ার এবং ভূম বিদ্রোহ (১৮৩২-৩৪)। চাকারা বিসোর নেতৃত্বে ১৮৪৬-৫৬ সাল পর্যন্ত এক দশক ধরে 'কোন্ধ মেলি'-এর বিভিন্ন বিদ্রোহ এবং খন্ডদের উল্লেখযোগ্য জঙ্গি সংগ্রাম এবং মুর্মু বত্যাদার্সের অধীনে উড়িষ্যার সাঁওতালদের দ্বারা ব্রিটিশ শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে উঠবে। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ভারতের সংগ্রামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

১৮৫৫-১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ সিধো এবং কানোর নেতৃত্বে সাঁওতাল ইতিহাসে একটি মহান ঘটনা ছিল। ১৮৫৫ সালে সাঁওতালরা লর্ড কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে মজুরি যুদ্ধের প্রচার করে। সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-১৮৫৭) ছিল বহিরাগতদের কাছে ক্রমাগত হারানো আদিবাসী ভূমি পুনরুদ্ধার এবং তাদের অঞ্চল থেকে অ-উপজাতিদের নিশ্চিহ্ন করার একটি প্রচেষ্টা। ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে আদিবাসীদের বিদ্রোহ ব্রিটিশরা সমগ্র অঞ্চল জুড়ে সৈন্য মোতায়েনের মাধ্যমে দমন করে। বিরসা মুন্ডার নেতৃত্বে দীর্ঘ সংগ্রামগুলি ব্রিটিশ নীতির বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল যা জমিদার এবং অর্থ-ঋণদাতাদের আদিবাসীদের কঠোরভাবে শোষণ করতে দেয়। ১৯১৪ সালে ওরাওঁ তানা ভগত আন্দোলন শুরু করেন। কোলহা, গোন্ড, সাঁওতাল, বিরঝাল এবং খন্ডরা স্বাধীনতার এই প্রথম বিদ্রোহে সুরেন্দ্র সাইয়ের সাথে হাত মিলিয়েছিল। বিরসা মুন্ডার নেতৃত্বে মুন্ডার বিদ্রোহ ছিল আরেকটি যুগান্তকারী। স্বাধীনতা আন্দোলন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে আদিবাসী সম্প্রদায় সংগ্রামে যোগ দেয়। অনেক ভূমিহীন এবং পরাধীন উপজাতীয় সম্প্রদায় উচ্চবর্ণের মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগ দিয়েছিল এই প্রত্যাশা

করে যে ব্রিটিশদের ত্রুটি একটি নতুন গণতান্ত্রিক যুগের (মন্ডল) সূচনা করবে।

10.10 স্বাধীনতার পর উপজাতি আন্দোলন

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরও উপজাতীয় জনগোষ্ঠী সবচেয়ে কম উপকৃত হচ্ছে। স্বাধীনতার পর ভারতে আদিবাসী আন্দোলনের মূল কারণগুলি হল বন বিচ্ছিন্ন প্রশিক্ষণ এবং বহিরাগতদের অনুপ্রবেশের কারণে চাকরির বঞ্চনা, সাংস্কৃতিক উপ-সংযোজন এবং ভারসাম্যহীন উন্নয়ন।

স্বাধীনতার পরে, উপজাতীয় আন্দোলনগুলিকে তিনটি গ্রুপে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে (i) বহিরাগতদের শোষণের কারণে আন্দোলন (ii) অর্থনৈতিক বঞ্চনার কারণে আন্দোলন (যেমন মধ্যপ্রদেশের গন্ডদের আন্দোলন এবং অন্ধ্র প্রদেশে মহারদের আন্দোলন (iii) বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতার কারণে আন্দোলন। (নাগা এবং মিজোদের মত) উপজাতীয় আন্দোলনগুলি তাদের অভিমুখের ভিত্তিতে চার প্রকারে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে: (iv) বন-ভিত্তিক আন্দোলন, (v) সামাজিক-ধর্মীয় আন্দোলন বা সামাজিক-সংস্কৃতি আন্দোলন (vi) রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন এবং রাজ্য গঠনের আন্দোলন (নাগা, মিজোস, ঝাড়খণ্ড) এবং (vii) কৃষি আন্দোলন, নকশালবান আন্দোলন-১৯৬৭ এবং ব্রিসডাল আন্দোলন ১৯৬৮-৬৯। ধরলি আবার শক্তিশালী নেতৃত্বে মুন্ডাদের মধ্যে সংস্কারমূলক আন্দোলন পাওয়া যায়, যারা ধর্মীয় শুদ্ধতা, তপস্বীবাদের হিন্দু আদর্শ প্রচার করেছিলেন এবং পুরোহিতদের উপাসনার সমালোচনা করেছিলেন।

নাগা বিপ্লব ১৯৪৮ সালে শুরু হয়েছিল এবং ১৯৭২ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল যখন নতুন নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় আসে এবং নাগা বিদ্রোহ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশের আদিবাসী সম্প্রদায়ের নকশাল আন্দোলন; মধ্যপ্রদেশে গোন্ড ও ভীলদের কৃষি আন্দোলন এবং গোন্ডদের বন-ভিত্তিক আন্দোলনগুলি মূলত নিপীড়ন ও বৈষম্য, পশ্চাদপদতা এবং এমন একটি সরকার থেকে মুক্তির জন্য শুরু হয়েছিল যা দারিদ্র্য, ক্ষুধা, বেকারত্ব এবং শোষণ দ্বারা চিহ্নিত উপজাতিদের দুর্দশার প্রতি নির্মম ছিল। খনির বিরুদ্ধে আন্দোলন ভূঁইয়া, জুয়াং, মুন্ডা, সাঁথাল এবং কোন্ধের মতো উপদেষ্টাদের মধ্যে জনপ্রিয়। খনির বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রধান স্লোগান ছিল "আমাদের জমি, আমাদের খনিজ এবং আমাদের অধিকার"। অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম জেলার রাল্লাগারুভু গ্রামের গ্রামবাসী এবং আদিবাসী সম্প্রদায় গত কয়েক দশকে বিভিন্ন কোম্পানির অবৈধ খনির বিরুদ্ধে সাহসী প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এলাকায় আন্দোলনের পর উপজাতি চেতনার উত্থান, উপজাতীয় আঞ্চলিকতা, সীমান্ত উপজাতিবাদ ইত্যাদি মুদত্যা লাভ করে।

উপনিবেশীকরণ এবং পূর্বের অন্যায়ের (মন্ডল) প্রভাবকে প্রতিহত করার জন্য উপজাতি সম্প্রদায়ের অবশ্যই উপযুক্ত শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সুযোগের সমান অ্যাক্সেস থাকতে হবে।

10.11 কৃষক আন্দোলন

কৃষক আন্দোলনকে একটি সামাজিক আন্দোলন হিসাবে বিবেচনা করা হয় যা কৃষকদের অধিকারের জন্য লড়াই করার আকাঙ্ক্ষা করেছিল এবং এটি বিদ্যমান কৃষি নীতিকেও চ্যালেঞ্জ করেছিল। কৃষক আন্দোলনের একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে এবং ভারতে এটি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল কারণ ব্রিটিশদের অর্থনৈতিক নীতি ভারতীয় কৃষকদের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছিল। এই অর্থনৈতিক নীতিটি ভূস্বামী এবং মহাজনদের অনুকূলে প্রণীত হয়েছিল এবং কৃষকদের শোষণ করেছিল। অর্থনৈতিক নীতিটি ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্পকে ধ্বংস করার

প্রক্রিয়াকেও ত্বরান্বিত করেছে যার ফলে মালিকানা পরিবর্তন, জমির অত্যধিক ভিড়, ব্যাপক ঋণ এবং কৃষকদের দারিদ্র্য দেখা দিয়েছে। এই সমস্ত কারণগুলি ঔপনিবেশিক আমলে কৃষক বিদ্রোহ এবং উত্তর ঔপনিবেশিক যুগে (প্রিয়া) কৃষক আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করেছিল।

10.12 গান্ধী যুগের আগে কৃষক আন্দোলন

১৮৫৯ সালে, বিখ্যাত আন্দোলন যা ব্রিটিশ সার্বভৌমত্বের ভিত্তিকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল তা ছিল নীল আন্দোলন। ইউরোপীয় চাষীরা দরিদ্র কৃষকদের খাদ্য ফসলের পরিবর্তে নীল চাষ করতে বাধ্য করেছিল কারণ এটি একটি অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা ছিল। কৃষকরা নীলকরদের থেকে সম্পূর্ণরূপে অরক্ষিত ছিল, যারা তাদের কথা মানতে না চাইলে তাদের সম্পত্তি বন্ধক বা ধ্বংসের আশ্রয় নেয়। এই তীব্র নিপীড়নের কারণে কৃষকরা বিদ্রোহের আশ্রয় নেয়।

ব্রিটিশ শাসনামলে কিছু জমির মালিক দরিদ্র কৃষকদের কাছ থেকে উচ্চ খাজনা ও জমির কর আদায় করত এবং ১৮৫৯ সালের আইন X এর অধীনে ভাড়াটিয়াদের অধিকার দখল করা থেকে বিরত রাখত। পাটের খুব কম উৎপাদনের কারণে কৃষকরা দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়। কিন্তু একই সময়ে কিছু ভূস্বামী ভূমি কর বৃদ্ধি করে এবং এটি ভারতে আরেকটি কৃষক বিদ্রোহের সূত্রপাত করে। ১৮৭৫ সালে মহারাষ্ট্রের পুনে, সাতারা, আহমেদনগরের মতো বিভিন্ন জেলার কৃষকদের একটি দল বর্ধিত কৃষি সঙ্কটের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল। আন্দোলনকারীরা মহাজনদের (প্রিয়া) দখলে থাকা বন্ড, ডিক্রি এবং অন্যান্য নথিগুলি অর্জন এবং ক্ষতি করতে চেয়েছিল।

10.13 গান্ধী যুগে কৃষক আন্দোলন

ভারতের বিশিষ্ট কৃষক আন্দোলনগুলির মধ্যে একটি ছিল ১৯১৭ সালের চম্পারন সত্যাগ্রহ। আসলে ইউরোপীয় চাষীরা নীল চাষের জন্য কৃষকদের কারসাজি করার জন্য সমস্ত ধরণের অবৈধ ও বর্বর পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিল। স্থানীয় জমিদাররাও তাদের ইউরোপীয় প্রভুদের খুশি করার জন্য কৃষকদের শোষণ করত। এই পরিস্থিতিতে গান্ধীজি কৃষকদের অধিকারের জন্য লড়াই করার সিদ্ধান্ত নেন এবং বিখ্যাত চম্পারণ সত্যাগ্রহের সূচনা করেন।

ভারতের অন্যান্য বিখ্যাত কৃষক আন্দোলনগুলি হল মোপলা আন্দোলন যা ১৯২১ সালে মালাবারে সংঘটিত হয়েছিল। মোপলা চাষীরা হিন্দু জমিদার ও ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল এবং তারা মেয়াদের নিরাপত্তা, উচ্চ ভাড়া, নবায়ন ফি এবং জমির মালিকদের অন্যান্য অন্যায্য দাবির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল। খেদা কৃষক সংগ্রাম, গুজরাটের বারদোলি আন্দোলন, তেলেঙ্গানায় কৃষক বিদ্রোহ, বাংলায় তেভাগা আন্দোলনের মতো আরও কয়েকটি কৃষক আন্দোলন ভারতের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য অবস্থান অর্জন করেছে। অত্যাচারী বৃটিশ সরকার ও জমিদারদের বিরুদ্ধে এই সমস্ত আন্দোলন শুরু হয়েছিল।

10.14 এই বিদ্রোহের প্রভাব

- এই সমস্ত কৃষক আন্দোলনগুলি কৃষকদের জন্য ন্যায়বিচার পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করেছিল এবং স্থানীয় জমিদার এবং ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে শুরু হয়েছিল কিন্তু এটি জনগণের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করার কারণে ভারত থেকে ব্রিটিশ শাসনকে উৎখাত করার জন্য বিদ্রোহের ভিত্তি স্থাপন করেছিল।

- এই আন্দোলনগুলি কৃষকদের তাদের অধিকার সম্পর্কে একটি শক্তিশালী সচেতনতা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল।
- নির্যাতিত কৃষকরা শোষণমুক্ত একটি উন্নত জীবনের জন্য এই সমস্ত অবৈধ ও অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিল।
- এই সমস্ত আন্দোলনের মাধ্যমে কৃষক সম্প্রদায় কৃষি আন্দোলনের প্রধান শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয় এবং তাদের নিজস্ব অধিকারের জন্য সংগ্রাম শুরু করে।
- একটি সুস্পষ্ট ফলাফল হিসাবে সরকার নীল চাষের সমস্যা তদন্তের জন্য একটি নীল কমিশন নিযুক্ত করে। তার সুপারিশের ভিত্তিতে, সরকার ১৮৬০ সালের নভেম্বরে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে যে কৃষকদের নীল চাষে বাধ্য করা যাবে না এবং এটি নিশ্চিত করবে যে সমস্ত বিরোধ আইনি উপায়ে নিষ্পত্তি করা হবে।
- ডেকান এগ্রিকালচারিস্ট রিলিফ অ্যাক্ট ১৮৭৯ সালে প্রণীত হয়।
- কৃষকদের প্রতি অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য এবং অসহযোগ আন্দোলনের সময় একটি সংগঠিত উপায়ে তাদের দাবি পূরণের জন্য আওয়াজ তুলতে বেশ কয়েকটি কিষাণ সভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
- চম্পারন কৃষি আইন ১লা মে, ১৯১৮ তারিখে ভারতের গভর্নর-জেনারেল দ্বারা সম্মত হয়েছিল। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী কৃষকদের অহিংসার আদর্শ অনেক শক্তি দিয়েছিল। এই আন্দোলন জাতীয়তাবাদের বিকাশেও অবদান রাখে।

এই সমস্ত আন্দোলন স্বাধীনতা-উত্তর কৃষি সংস্কারের জন্য একটি পরিবেশ তৈরি করেছিল যেমন জমিদারি প্রথা বিলুপ্তি। এই আন্দোলনগুলি জমির মালিক শ্রেণীর ক্ষয়েও অবদান রেখেছিল, এইভাবে কৃষি কাঠামোর (প্রিয়া) রূপান্তরকে যুক্ত করেছিল।

10.15 শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে, ভারত দেশের অভ্যন্তরে আধুনিক শিল্পের প্রবেশের সাক্ষী ছিল। রেলওয়ে, কয়লা, এবং তুলা ও পাট শিল্পের উত্থান এবং বিকাশ আধুনিক শ্রমিক শ্রেণীকে উদ্বুদ্ধ করেছিল কারণ রেলপথ নির্মাণে হাজার হাজার শ্রমিক নিযুক্ত হয়েছিল। এবং পরবর্তীকালে শিল্পায়নের সাথে আনুষঙ্গিক শিল্পের বিকাশ ঘটে। তারপর কয়লা শিল্পের বিকাশ ঘটে এবং বিপুল সংখ্যক লোককে কর্মশক্তি হিসাবে নিযুক্ত করে। তারপরে তুলা ও পাট শিল্প আসে এবং ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর উন্নয়নে অবদান রাখে। শ্রমিক শ্রেণী ছিল পুঁজিবাদী অর্থনীতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ যা ১৯ শতকে ভারতে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার অধীনে চালু হয়েছিল। এটা ছিল এক বিদূপাত্মক পরিস্থিতি যেখানে উৎপাদনের সংগঠন ছিল পুঁজিবাদী যেখানে শ্রমবাজার মুক্ত ছিল না (মন্ডল, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন)।

কিন্তু সময়ের সাথে সাথে ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণী শিল্পায়নের সময় ইউরোপে এবং পশ্চিমের বাকি অংশের শ্রমিক শ্রেণী যেমন কম মজুরি, দীর্ঘ কর্মঘণ্টা, অস্বাস্থ্যকর এবং বিপজ্জনক কাজের পরিবেশ, শিশু শ্রমিকের কর্মসংস্থান এবং অভাবের মতো বিভিন্ন শোষণের শিকার হতে শুরু করে। মৌলিক সুযোগ-সুবিধার জন্য প্রবেশাধিকার। এটা স্পষ্ট করা যেতে পারে যে ঔপনিবেশিক ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিকদের জন্য নিয়োগ এবং কাজের অবস্থা অন্যান্য কিছু পুঁজিবাদীভাবে উন্নত দেশগুলির মতো বিনামূল্যে ছিল না। এই সমস্ত কারণগুলি বছরের পর বছর

ধরে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের প্রক্রিয়াটিকে ত্বরান্বিত করেছিল। স্বল্পোন্নত অর্থনীতির পাশাপাশি ঔপনিবেশিক অবস্থাও শ্রমিক আন্দোলনের জন্য দায়ী ছিল। তাছাড়া ঔপনিবেশিকতার অস্তিত্ব ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনকে অন্যান্য শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন থেকে আলাদা করেছে। ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীকে সাম্রাজ্যবাদী রাজনৈতিক শাসন এবং বিদেশী ও দেশীয় পুঁজিবাদী উভয় শ্রেণীর হাতে অর্থনৈতিক শোষণের মতো দুটি মৌলিক বিরোধী শক্তির মোকাবিলা করতে হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন দেশের স্বাধীনতার জন্য রাজনৈতিক সংগ্রামের সাথে জড়িত হয়ে পড়ে।

যদিও কারখানা এবং খনিগুলিতে প্রচুর সংখ্যক শ্রমিক ছিল যারা ব্যাপকভাবে শোষিত হয়েছিল, তবে প্রাথমিক যুগে তাদের অবস্থা খুব বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করেনি কারণ তারা শহরাঞ্চল থেকে অনেক দূরে ছিল, প্রাথমিক সমাজ সংস্কারক, সাংবাদিক এবং জনসাধারণ কর্মীদের নোটিশ থেকে দূরে ছিল। কিন্তু, এই বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও, প্ল্যান্টেশন শ্রমিকরা তাদের নিজস্বভাবে, প্ল্যান্টেশন মালিক এবং ব্যবস্থাপকদের দ্বারা শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ নথিভুক্ত করে। ১৮৮৪ সাল থেকে এই ধরনের প্রতিরোধের রিপোর্ট পাওয়া যায়। ব্যক্তিগত ও সম্মিলিতভাবে কাজ থেকে বিরত থাকা এবং চা বাগান পরিত্যাগ করা ছিল শ্রমিকদের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের রূপ। কারখানা কর্তৃপক্ষের আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত সহিংসতায় প্রতিবাদের আরও সক্রিয় রূপ প্রকাশ করা হয়েছিল।

অন্যদিকে তুলা ও পাট শিল্প এবং রেলওয়ের শ্রমিকরা জনসাধারণের দৃষ্টিতে বেশি ছিল। প্রথম দিকের সমাজসেবক ও সমাজসেবীরাও তাদের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এটি আরও ভাল সাংগঠনিক কাজের পাশাপাশি ভাল রিপোর্টিং এবং জনসমর্থনকে সহজতর করেছে। বোম্বেতে ১৮৭০ সাল থেকে খোলা প্রতিরোধের রেকর্ড পাওয়া যায়। ১৮৮৪ সালে, বোম্বে কটন মিলের শ্রমিকরা একটি বড় সভা করে এবং কম ঘণ্টা কাজের জন্য সরকারের কাছে তাদের দাবি পেশ করে। মিল শ্রমিকদের মধ্যেও ধর্মঘটের খবর পাওয়া গেছে। ১৮৯০-এর দশকে, ধর্মঘটগুলি এত ঘন ঘন হয়ে ওঠে যে কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের মধ্যে একটি 'স্ট্রাইক ম্যানিয়া' সম্পর্কে কথা বলে। এই ধর্মঘট এবং বিক্ষোভ ক্রমবর্ধমানভাবে আরও বেশি সংখ্যক শ্রমিককে জড়িত করতে শুরু করে। ধর্মঘটের ক্রমবর্ধমান সময়কাল এবং বৃহত্তর সংখ্যক শ্রমিকের অংশগ্রহণ বোম্বে মিল মালিক সমিতিকে ১৯১৩ সালে এই দেশে একটি 'শ্রমিক আন্দোলন'-এর অস্তিত্ব উল্লেখ করতে বাধ্য করে।

অন্যান্য শিল্প কেন্দ্র যেমন কলকাতা, আহমেদাবাদ, কানপুর, মাদ্রাজ, নাগপুর এবং সুরাটের অবস্থা প্রায় একই রকম ছিল। শ্রমিকরা তাদের অভিযোগের প্রতিকারের জন্য ধীরে ধীরে প্রতিবাদ করতে এবং একত্রিত হতে শিখছিল। এই সংমিশ্রণগুলি ক্রমবর্ধমান ক্রমবর্ধমান বৃহত্তর বৃহত্তর সংখ্যক কর্মীদের জড়িত ছিল। ধর্মঘটের ঢেউ অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়ে এবং রেলওয়ে, গাছপালা, খনি, বন্দর এবং ডক, ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ, তেল স্থাপনা, সরকারী টাকশাল এবং প্রেস, ট্রামওয়ে, গ্যাস এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের উদ্যোগ এবং এমনকি পৌরসভার শ্রমিকদের মতো অ-কারখানা উদ্বেগকে গ্রাস করে।

এসব শ্রমিকের সঙ্গে অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান জড়িত ছিল। বাংলায়, শশীপদ ব্যানার্জী ১৮৭০ এর দশকের গোড়ার দিকে শ্রমিকদের মধ্যে কল্যাণমূলক কার্যক্রম শুরু করেছিলেন। তিনি তাদের শিক্ষিত করার এবং তাদের অভিযোগের কথা বলার চেষ্টা করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে, তিনি ১৮৭০ সালে 'ওয়ার্কিং মেনস ক্লাব' প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৮৭৪ সালে ভারত শ্রমজীবি নামে বাংলায় একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করা শুরু করেন। ১৮৭৮ সালে কর্মীদের মধ্যে নৈতিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য ব্রাহ্মসমাজ বাংলায় 'শ্রমজীবী পুরুষ মিশন' গঠন করে। এটি ১৯০৫ সালে 'ওয়ার্কিং মেনস ইনস্টিটিউশন'ও প্রতিষ্ঠা করে। বোম্বেতে, এনএম লোখান্ডে ১৮৮০ এর দশক থেকে কটন

মিল শ্রমিকদের মধ্যে কল্যাণ ও সাংগঠনিক কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। ১৮৯০ সালে, তিনি 'বোম্বে মিলহ্যান্ডস' অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৮৯৮ সালে তিনি মারাঠি ভাষায় দিনবন্ধু নামে একটি জার্নাল প্রকাশ করতে শুরু করেন। তিনি ছাড়াও, (Bengali ১৮৭৮ সাল থেকে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির জন্য সক্রিয়ভাবে প্রচার করছিল। বোম্বাই কর্মীদের মধ্যে সক্রিয় কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন হল ১৯০৮ সালে বাল গঙ্গাধর তিলক দ্বারা গঠিত বোম্বে মিলহ্যান্ডস ডিফেন্স অ্যাসোসিয়েশন, ১৯০৯ সালে গঠিত কামগার হিতবর্ধক সভা এবং ১৯১১ সালে প্রতিষ্ঠিত সমাজসেবা লীগ। এই সময়কালে এমন কিছু সংগঠন গড়ে ওঠে যেগুলোকে ট্রেড ইউনিয়নের অগ্রদূত হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। ১৮৯৭ সালে গঠিত রেলওয়ে সার্ভেন্টস অফ ইন্ডিয়া এবং বার্মার একত্রিত সোসাইটি, কলকাতায় প্রিন্টার্স ইউনিয়ন এবং বোম্বেতে পোস্টাল ইউনিয়ন ছিল এর মধ্যে। কিন্তু তারা তাদের কর্মকাণ্ডে কোনো ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারেনি এবং স্বল্প সময়ের জন্যই বিদ্যমান ছিল (আন্দোলন)।

10.16 ট্রেড ইউনিয়ন গঠন

৩১ অক্টোবর, ১৯২০ সালে, অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন লালা লাজপত রায় প্রথম সভাপতি এবং দেওয়ান চমন লাল প্রথম সাধারণ সম্পাদক হন। লালা লাজপত রায়ই প্রথম ব্যক্তি যিনি পুঁজিবাদকে সাম্রাজ্যবাদের সাথে যুক্ত করেছিলেন এবং বিবৃতি দিয়েছিলেন, 'সাম্রাজ্যবাদ ও সামরিকবাদ পুঁজিবাদের যমজ সন্তান'। সিআর দাস, জওহরলাল নেহেরু, সুভাষ চন্দ্র বসু, সিএফ অ্যান্ড্রুস, জেএম সেনগুপ্ত, সৎমূর্তি, ভিভি গিরি এবং সরোজিনী নাইডু ট্রেড ইউনিয়ন গঠনকে সমর্থন করেছিলেন। ১৯১৮ সালে, ট্রেড ইউনিয়ন পুঁজিবাদী সমাজে একটি চাপ গোষ্ঠী হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল কারণ এই বছরে গান্ধী আহমেদাবাদ টেক্সটাইল লেবার অ্যাসোসিয়েশনকে সংগঠিত করতে সাহায্য করেছিলেন এবং তাদের মজুরি বৃদ্ধির দাবিটি ২৭.৫ শতাংশের পরিবর্তে ৩৫ শতাংশে সালিশ করা হয়েছিল। ১৯২৬ সালে, ব্রিটিশ সরকার ট্রেড ইউনিয়ন আইন নিয়ে আসে ট্রেড ইউনিয়নকে একটি আইনি সমিতি হিসাবে আনুষ্ঠানিক করার জন্য। এটি ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমের নিবন্ধন এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য যোগ্যতার মানদণ্ডও নির্ধারণ করেছে। এই আইনটি শুধুমাত্র দেওয়ানী এবং ফৌজদারী উভয়ের জন্যই ট্রেড ইউনিয়ন আইনের বৈধ কার্যকলাপের জন্য বিচার থেকে অনাক্রম্যতা সুরক্ষিত করেনি বরং তাদের রাজনৈতিক কর্মকান্ডের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে।

আধুনিক শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন ছিল ভারতের পুঁজিবাদী অর্থনীতির ফসল। প্রাথমিকভাবে, বেশিরভাগ কারখানা ছিল ব্রিটিশ মালিকানাধীন যখন নির্দিষ্ট কিছু শিল্প যেমন সুতির বস্ত্র এবং লোহা ও ইস্পাত ভারতীয় মালিকানাধীন ছিল। এবং এই উদ্যোগ চালানোর জন্য লক্ষাধিক শ্রমিক নিযুক্ত হয়েছিল। তাদের শোষণ ও বঞ্চনা শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে প্রতিবাদের জন্ম দেয়। ট্রেড ইউনিয়নের উত্থান শ্রমিক শ্রেণীর আরও সংগঠিত সংগ্রামকে প্রকাশ করেছিল যার ফলে তাদের অবস্থার উন্নতি হয়েছিল (আন্দোলন)।

10.17 নকশাল আন্দোলন

নকশাল আন্দোলনকে পশ্চিমবঙ্গে সামন্তবাদী জমিদারদের বিরুদ্ধে নিপীড়িত কৃষকদের বিদ্রোহ হিসাবে স্বীকৃত করা যেতে পারে যা কমিউনিস্ট মতাদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। এটা বলা হয়েছে যে নকশালবাদের প্রজনন ক্ষেত্র ছিল পশ্চিমবঙ্গের (উত্তর) একটি ছোট গ্রাম যার নাম নকশালবাড়ি। ১৯৬৭ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির একটি দল চারু মজুমদার, কানু সান্যাল এবং জঙ্গল সাঁওতালের মতো প্রখ্যাত নেতাদের নেতৃত্বে রাজ্যের

জমির মালিকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহকে উস্কে দিয়েছিল। এই সময়কালে, ভারত গত ২০ বছর ধরে স্বাধীন ছিল, কিন্তু এটি ঔপনিবেশিক জমি প্রজাস্বত্ব ব্যবস্থায় ঝুলে আছে। একটি সুস্পষ্ট ফলাফল হিসাবে এবং ১৯৭১ সালের আদমশুমারি দ্বারা প্রদর্শিত হিসাবে প্রায় ৬০% জনসংখ্যা ভূমিহীন ছিল এবং জমির সিংহভাগ ভূমি মালিকদের দ্বারা দখল করা হয়েছিল। ভূমিহীন কৃষকদের এসব জমিতে বন্ড লেবার হিসেবে কাজ করতে বাধ্য করা হতো এবং তারা চরমভাবে শোষিত হতো। এই শোষণের ফলে একটি বিখ্যাত সামাজিক আন্দোলন—নকশাল আন্দোলন। আন্দোলনকারীরা নকশাল (EFSAS, ২০১৯) নামে পরিচিত ছিল।

১৮ ই মে, ১৯৬৭-এ শিলিগুড়ি কিষাণ সভা সভাপতি হিসাবে জঙ্গল সাঁওতালের নেতৃত্বে নকশাল আন্দোলনের প্রতি তাদের সমর্থন এবং ভূমিহীনদের মধ্যে জমি পুনর্বণ্টনের লক্ষ্যে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার তৎপরতা প্রদর্শন করে। পরের সপ্তাহে জমি সংক্রান্ত বিবাদের কারণে নকশালবাড়ি গ্রামের কাছে এক ভাগ চাষী জমিদারদের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়। তারপর ২৪শে মে যখন পুলিশের একটি দল কৃষক নেতাদের গ্রেফতার করতে গ্রামে পৌঁছায়, তখন জগন সাঁওতালের নেতৃত্বে একদল সাঁওতাল তাদের উপর হামলা চালায় এবং তাদের তীরের আঘাতে গুরুতর আহত হয়ে একজন পুলিশ সদস্য নিহত হয়। এই ঘটনাটি নকশাল আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করে এবং অনেক সাঁওতাল অন্যান্য দরিদ্র লোকদের সাথে এই আন্দোলনে যোগ দেয় এবং জমিদারদের উপর আক্রমণ শুরু করে। চারু মজুমদারের লেখার মাধ্যমে, বিশেষ করে 'ঐতিহাসিক আট দলিলের' মাধ্যমে, যা নকশাল মতাদর্শের ভিত্তি তৈরি করেছিল, শহুরে অভিজাত শ্রেণীর বিপুল সংখ্যক মানুষ এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। কার্যত সমস্ত নকশাল গোষ্ঠীর উৎপত্তি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে পাওয়া যায়, যেটি শ্রেণীহীন সমাজের মার্কসবাদী আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল (PTI, ২০১১)।

কিন্তু ১৯৬৯ সালে সর্বোচ্চ পর্যায়ে, মজুমদার আনুষ্ঠানিকভাবে সিপিআই-এম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি-মার্কসবাদী লেনিনবাদী (সিপিআই-এমএল) গঠন করেন। নাম থাকা সত্ত্বেও, মজুমদার মার্কসবাদী বা লেনিনবাদী মতবাদের চেয়ে মাওবাদী আদর্শে অনেক বেশি অনুপ্রাণিত ছিলেন।

১৯৭০ সালের প্রথম দিকে পশ্চিম ভারত ব্যতীত ভারতের প্রায় প্রতিটি রাজ্যেই নকশালবাদের দ্রুত বিস্তার প্রত্যক্ষ করেছিল। এটি অনুমান করা হয়েছিল যে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত ৩০টি নকশাল গোষ্ঠী প্রায় ৩০,০০০ সদস্যতার সাথে সক্রিয় ছিল। ১৯৭১ সালের দিকে নকশাল আন্দোলন প্রসারিত হয় এবং এটি কলকাতায় উগ্র ছাত্র আন্দোলনের রূপ নেয়। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অনেক মেধাবী ছাত্র নকশাল আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য তাদের গৌরবময় কর্মজীবন উৎসর্গ করেছিল। চারু মজুমদার তার সংগঠনে আরও বেশি ছাত্র ভর্তি করার জন্য বলেছিলেন যে বিপ্লবী কল্যাণ কেবল গ্রামাঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং এটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সর্বত্র প্রসারিত হয়েছিল। তাদের ভিত্তি প্রসারিত করার জন্য, আন্দোলনটি অশিক্ষিত গ্রামীণ ও শ্রমিক শ্রেণীর সম্প্রদায়ের মধ্যে কমিউনিস্ট দর্শন ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এই ছাত্রদের উপর নির্ভর করেছিল। এইভাবে মজুমদার একটি 'বিধ্বংসী রেখা' ঘোষণা করেছিলেন, একটি আদেশ যে নকশালদের উচিত পৃথক 'শ্রেণির শত্রু' (যেমন জমিদার, ব্যবসায়ী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, পুলিশ অফিসার, ডান ও বাম রাজনীতিবিদ) এবং অন্যান্যদের হত্যা করা। কংগ্রেস পার্টির মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় নকশালদের বিরুদ্ধে শক্ত পাল্টা ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। নকশাল ঠেকাতে পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ পাল্টা লড়াই করে। নকশাল আন্দোলনের বড় অংশ মজুমদারের নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করে। ১৯৭১ সালে সিপিআই (এমএল) বিভক্ত হয়ে যায়, কারণ সৎনারায়ণ সিং মজুমদারের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। ১৯৭২ সালে মজুমদার পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন এবং সম্ভবত নির্যাতনের ফলে আলিপুর জেলে মারা যান। তার মৃত্যু আন্দোলনের বিভক্তিকে ত্বরান্বিত করেছে (PTI, ২০১১)।

২০০৪ সালে পিপলস ওয়ার গ্রুপ এবং মাওবাদী কমিউনিস্ট সেন্টারের একীকরণের ফলে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি-মাওবাদী (সিপিআই-মাওবাদী) এবং এর সশস্ত্র শাখা, পিপলস লিবারেশন গেরিলা আর্মি (পিএলজিএ) তৈরি হয় এবং বামপন্থীদের উত্থান ঘটে। চরমপন্থা (LWE) সম্পর্কিত সহিংসতা। এই একীভূতকরণ অনেক ভারতীয় রাজ্যে আগ্রাসনের উত্থান ঘটায় যা ২০০৪ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকে ২০০৬ সালের এপ্রিলে নকশালবাদকে 'আমাদের দেশের একক বৃহত্তম নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ' বলে ঘোষণা করতে প্ররোচিত করেছিল। নকশাল বা মাওবাদী তৎপরতার কারণে বহু মানুষ নিহত হয়েছে। মাওবাদী দলগুলি, আজ অবধি, ভারতের 'রেড করিডোরে' কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, যার মধ্যে অন্ধ্র প্রদেশ, বিহার, ছত্তিশগড়, ঝাড়খন্ড, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, তেলেঙ্গানা, পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর প্রদেশের মতো মধ্য ও পূর্ব রাজ্যগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই রাজ্যগুলির পকেটগুলি কয়েক দশক ধরে দারিদ্র্য এবং অনুন্নয়নে পরিপূর্ণ, যা নকশালরা তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য শোষণ করতে চায়।

নকশাল আন্দোলনের শুরু থেকেই জমিদারদের কাছ থেকে জমি কেড়ে নেওয়ার এবং কৃষকদের মধ্যে পুনর্বণ্টন করার আকাঙ্খা ছিল, কিন্তু আধুনিক দিনে বিদ্রোহ রাজ্য এবং উন্নয়ন শিল্পের বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়। ইতিহাস দেখায় যে অধিকাংশ সামাজিক আন্দোলন শুধুমাত্র সশস্ত্র সংগ্রাম পরিত্যাগ করে মূলধারার রাজনীতিতে যোগ দিয়ে টিকে থাকে। CPI এবং CPI'M উভয়ই বিপ্লবী সশস্ত্র সংগ্রামের লক্ষ্য নিয়ে শুরু করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভারতের মূলধারার রাজনীতিতে যোগ দেয় এবং আজ প্রতিষ্ঠিত, বৈধ রাজনৈতিক দল (EFSAS), ২০১৯)।

10.18 নারী আন্দোলন

নারী আন্দোলন প্রায়শই নারীবাদী আন্দোলনের সমার্থক হয় যা নারীর জীবনকে প্রভাবিত করে এমন চ্যালেঞ্জিং বিষয়গুলির জন্য রাজনৈতিক প্রচারণার একটি সিরিজকে বোঝায় যেমন, প্রজনন অধিকার, গার্হস্থ্য সহিংসতা, মাতৃত্বকালীন ছুটি সমান খেলা, নারীর ভোটাধিকার, যৌন হয়রানি ইত্যাদি। যে বিষয়গুলো নারী আন্দোলনকে উসকে দিয়েছে বিভিন্ন জাতি এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈচিত্র্যময়। এই বিষয়গুলো এক দেশে নারীর যৌনাঙ্গ ছিন্ন করার বিরোধিতা থেকে শুরু করে অন্য দেশে কাঁচের সিলিং-এর বিরোধিতা পর্যন্ত বিস্তৃত।

নারীবাদী আন্দোলন পশ্চিমা সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং এটি তিনটি তরঙ্গ নিয়ে গঠিত। নারীবাদের প্রথম তরঙ্গ ১৯ শতক এবং ২০ শতকের মধ্যে সারা বিশ্বে সংঘটিত হয়েছিল। এই আন্দোলন মূলত মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্বেতাঙ্গ নারীদের ঘিরে গড়ে উঠেছিল এবং প্রধান দিক ছিল ভোটাধিকার এবং রাজনৈতিক সমতা। এর পাশাপাশি নারীবাদী আন্দোলনের প্রথম তরঙ্গ আইনগত সমস্যাগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং মহিলাদের জন্য ভোটাধিকার অর্জনের আকাঙ্ক্ষা করেছিল। প্রথম তরঙ্গের সময়, তাদের অধিকারের জন্য মহিলাদের আন্দোলন দাসপ্রথা বিলুপ্তির আন্দোলনের সাথে দৃঢ়ভাবে যুক্ত ছিল কারণ ফ্রেডরিক ডগলাসের মতে জাতি এবং লিঙ্গের ক্ষেত্রে সংস্কারের সমতা অর্জনের জন্য উভয় আন্দোলনের জন্য একসাথে কাজ করা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল।

প্রথম নারী অধিকার সম্মেলন সেনেকা ফলস, নিউইয়র্ক (এখন সেনেকা ফলস কনভেনশন নামে পরিচিত) ১৯ জুলাই থেকে ২০ জুলাই, ১৮৪৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং নিজেকে 'সামাজিক, নাগরিক, এবং ধর্মীয় অবস্থা এবং অধিকার নিয়ে আলোচনা করার জন্য একটি সম্মেলন হিসাবে বিজ্ঞাপিত করেছিল। মহিলা'। সেখানে থাকাকালীন, ৬৮ জন মহিলা এবং ৩২ জন পুরুষ—প্রায় ৩০০ জন উপস্থিতির মধ্যে ১০০ জন, অনুভূতির ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন, যা অধিকার এবং অনুভূতির ঘোষণা হিসাবেও পরিচিত।

নারীবাদী আন্দোলনের দ্বিতীয় তরঙ্গ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৬০ এর দশকের গোড়ার দিকে সংঘটিত হয়েছিল এবং ধীরে ধীরে এটি সমগ্র পশ্চিমা বিশ্ব এবং এর বাইরেও বিস্তৃত হয়েছিল। দ্বিতীয় তরঙ্গটি ১৯৮০ সাল পর্যন্ত প্রায় ১০ বছর স্থায়ী হয়েছিল। নারীবাদী আন্দোলনের দ্বিতীয় তরঙ্গের সময় যৌনতা, পরিবার, কর্মক্ষেত্র, প্রজনন অধিকার, প্রকৃত অসমতা এবং আইনি বৈষম্য ইত্যাদির মতো সমস্যাগুলি সম্বোধন করা হয়েছিল। এবং হেফাজত এবং বিবাহবিচ্ছেদ আইন পরিবর্তন. ১৯৬০ সালে, ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সম্মিলিত মৌখিক গর্ভনিরোধক পিল অনুমোদন করে, যা ১৯৬১ সালে বাজারজাত করা হয়েছিল। তাই মহিলাদের জন্য তাদের বাহক অনুসরণ করা সহজ হয়ে ওঠে এবং মহিলারা অবাঞ্ছিত গর্ভধারণ সংক্রান্ত সমস্যাগুলি এড়াতে পারে।

নারীবাদের তৃতীয় তরঙ্গটিকে নারীবাদী কার্যকলাপ এবং অধ্যয়নের বিভিন্ন স্ট্রেনের সংমিশ্রণ হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং এটি ১৯৯০ এর দশকের গোড়ার দিকে শুরু হয়েছিল এবং এই তরঙ্গ সমসাময়িক যুগে এখনও অব্যাহত রয়েছে। আন্দোলনটি আংশিকভাবে ১৯৬০, ৭০ এবং ৮০ এর দশকে দ্বিতীয় তরঙ্গের নারীবাদের দ্বারা সৃষ্ট উদ্যোগ এবং আন্দোলনের বিরুদ্ধে অনুভূত ব্যর্থতা এবং প্রতিক্রিয়া হিসাবে আংশিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে উদ্ভূত হয়েছিল, এবং এই উপলব্ধি যে নারীরা 'অনেক বর্ণ, জাতি, জাতীয়তা, ধর্ম, এবং সাংস্কৃতিক পটভূমি' (লুমেন)।

ভারতে নারীবাদী বা নারী আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল ১৯ শতকের মাঝামাঝি সময়ে, যখন অনেক সংস্কারক নারীর সাথে সম্পর্কিত শিক্ষা, প্রথার প্রেক্ষাপটে নারীর অধিকারের পক্ষে তাদের আওয়াজ তুলতে শুরু করেছিলেন। ভারতে নারীবাদ হল ভারতে মহিলাদের জন্য সমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অধিকার এবং সুযোগগুলিকে সংজ্ঞায়িত, প্রতিষ্ঠা এবং রক্ষা করার লক্ষ্যে আন্দোলনের একটি সেট। এটি ভারতের সমাজের মধ্যে মহিলাদের অধিকারের সাধনা। ভারতে নারী আন্দোলনও মহিলাদের সমান অধিকারের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল সমান মজুরির জন্য কাজ করার অধিকার, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সমান অ্যাক্সেসের অধিকার এবং সমান রাজনৈতিক অধিকার। কিন্তু বিশেষ করে ভারতীয় নারীবাদীকেও উত্তরাধিকার আইনের মতো ভারতের পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছিল। ভারতীয় নারী আন্দোলনও একটি পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে যা পশ্চিমা সমাজ থেকে একেবারেই আলাদা। ভারতীয় মহিলারা নিপীড়নমূলক পিতৃতান্ত্রিক পারিবারিক কাঠামোর একটি বিন্যাসের মাধ্যমে বেঁচে থাকার আলোচনা করে বয়স, সাধারণ অবস্থা, বংশের মাধ্যমে পুরুষের সাথে সম্পর্ক, বিবাহ এবং বংশবৃদ্ধি এবং পিতৃতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য।

১৯ শতকের মধ্যে বেশিরভাগ নারী সমস্যা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং সংস্কার শুরু হয়েছিল। এটা বলা যেতে পারে যে ভারতে প্রাথমিক সংস্কারের বেশিরভাগই পুরুষদের সমকক্ষ দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। ভারতের নারীবাদী আন্দোলনের প্রথম পর্যায়টি ১৮৫০ থেকে ১৯১৫ সালের মধ্যে ঘটেছিল। এই পর্বে ভারতীয় সংস্কারকরা প্রধানত পুরুষরা কিছু সামাজিক মন্দকে সমূলে উৎপাটনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন যা শুধু নারীর মর্যাদাই লঙ্ঘন করেনি বরং সতীপ্রথার বিলুপ্তি, বিধবা পুনর্বিবাহ, প্রথা নির্মূলের মতো তাদের জীবন দাবি করেছিল। বাল্য বিবাহ, একাধিক বিবাহ, মহিলাদের মধ্যে নিরক্ষরতা হ্রাস। এর পাশাপাশি উচ্চবর্ণের হিন্দুদের কিছু মহিলা ব্রাহ্মণ ঐতিহ্য দ্বারা তাদের উপর আরোপিত সীমাবদ্ধতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। যাইহোক, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আবির্ভাব হওয়ায় ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থার উন্নতির প্রচেষ্টা কিছুটা ব্যর্থ হয়। এই আন্দোলনগুলি 'লিঙ্গ সম্পর্কের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক হস্তক্ষেপ' প্রতিরোধ করেছিল বিশেষ করে পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে (নেপিয়ার, ১৮৫১)।

ভারতে নারীবাদী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম বেগবান হয়। গান্ধীজি ভারতের নারী আন্দোলনকে অহিংস আইন অমান্য আন্দোলনের সাথে যুক্ত করে বৈধতা দেন। বোরসাদ ও বারদোলির গ্রামীণ সত্যাগ্রহে কৃষক মহিলারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। অল ইন্ডিয়া উইমেনস

কনফারেন্স (এআইডব্লিউসি) এবং ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান উইমেন (এনএফআইডব্লিউ) এর মতো শুধুমাত্র মহিলা সংগঠনগুলি আবির্ভূত হয়েছে। নারীরা নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সুযোগ, নারী ভোটাধিকার, সাম্প্রদায়িক পুরস্কার এবং রাজনৈতিক দলগুলোতে নেতৃত্বের ভূমিকা সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ১৯২০ সালে, নারীবাদ বেশ কয়েকটি মহিলা সমিতি তৈরি করে যা মহিলাদের শিক্ষা, শ্রমজীবী মহিলাদের জন্য জীবিকা নির্বাহের কৌশল ইত্যাদির বিষয়ে তাদের উদ্বেগ উত্থাপন করেছিল। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল যা মহিলাদের গণসংহতিকে ভারতীয়দের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ করে তোলে। জাতীয়তাবাদ (কুমার, ১৯৯৮)।

স্বাধীনতা-পরবর্তী নারীবাদীরা নারীদের কর্মশক্তিতে নিয়োজিত করার অনুমতি দেওয়ার পরিমাণ পুনর্নির্ধারণ করতে শুরু করেন। স্বাধীনতার আগে, বেশিরভাগ নারীবাদীরা শ্রমশক্তির মধ্যে যৌন বিভাজন গ্রহণ করেছিলেন। যাইহোক, ১৯৭০-এর দশকে নারীবাদীরা যে বৈষম্যগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল এবং তাদের বিপরীত করার জন্য লড়াই করেছিল। এই বৈষম্যগুলির মধ্যে রয়েছে মহিলাদের জন্য অসম মজুরি, মহিলাদের 'অদক্ষ' কাজের ক্ষেত্রে নিযুক্ত করা এবং শ্রমের জন্য সংরক্ষিত সেনাবাহিনী হিসাবে মহিলাদের সীমাবদ্ধ করা। অন্য কথায় নারীবাদীদের লক্ষ্য ছিল নারীদের বিনামূল্যের সেবা বাতিল করা যা মূলত সস্তা পুঁজি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল। সমসাময়িক যুগে ভারতীয় নারীবাদী আন্দোলন নারীদেরকে সমাজের উপযোগী সদস্য এবং সমতার অধিকার হিসাবে বিবেচনা করার জন্য লড়াইয়ের মাধ্যমে তার পরিধিকে প্রসারিত করেছে তবে তাদের ব্যক্তিগত জীবন এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাও রয়েছে (কুমার, ১৯৯৮)।

10.19 পরিবেশ আন্দোলন

একটি পরিবেশ আন্দোলনকে পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য বা পরিবেশের অবস্থার উন্নতির জন্য সামাজিক বা রাজনৈতিক আন্দোলন হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। ক্রিস্টোফার রুটসের মতে 'পরিবেশ আন্দোলনগুলি পরিবেশগত সুবিধার অন্বেষণে সম্মিলিত পদক্ষেপে নিযুক্ত ব্যক্তি এবং সংস্থাগুলির বিস্তৃত নেটওয়ার্ক হিসাবে কল্পনা করা হয়। পরিবেশ আন্দোলনগুলি অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় এবং জটিল বলে বোঝা যায়, তাদের সাংগঠনিক রূপগুলি অত্যন্ত সংগঠিত এবং আনুষ্ঠানিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক থেকে ট্র্যাডিক্যাল অনানুষ্ঠানিক পর্যন্ত, তাদের কার্যকলাপের স্থানিক পরিধি স্থানীয় থেকে প্রায় বিশ্বব্যাপী, তাদের উদ্বেগের প্রকৃতি একক সমস্যা থেকে শুরু করে। বিশ্বব্যাপী পরিবেশগত উদ্বেগের সম্পূর্ণ প্যানোপলিতে। এই ধরনের একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ধারণাটি পরিবেশবাদী কর্মীদের নিজেদের মধ্যে শব্দটির ব্যবহারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং আমাদের সক্রিয় করে তোলে বিভিন্ন স্তর এবং কর্মীদের মধ্যে সংযোগগুলি বিবেচনা করতে যা অ্যাক্টিভিস্টরা 'পরিবেশ আন্দোলন' বলে।

ভারতে ট্র্যাস, গাছপালা, বন এবং নদীর উপাসনা করার ঐতিহ্যগত অভ্যাস প্রাকৃতিক এবং সামাজিক ডোমেইন এবং জীবিত এবং নির্জীব বিশ্বে ঐক্যের সন্ধানের আদর্শকে প্রকাশ করে। ভারতের পরিবেশগত আন্দোলনগুলি বর্ণ, শ্রেণী, জাতি, ধর্ম, জাতি এবং জৈব ও অজৈব বিশ্বের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগকে অন্তর্ভুক্ত করে। ভারতে পরিবেশ আন্দোলনের ইতিহাস অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় এবং প্রকৃতির প্রতি উৎসর্গের অনন্য ঘটনাতে পূর্ণ। সমসাময়িক যুগে ভারতে পরিবেশ আন্দোলনগুলি বাঁধ, বাস্তুচ্যুতি এবং পুনর্বাসনের উপর মনোনিবেশ করে এবং এটি বোঝায় যে প্রাকৃতিক সম্পদের কোর্সের সাথে হস্তক্ষেপের মানবিক পরিণতি পরিবেশগত অবক্ষয়ের জন্য দায়ী বাহিনী এবং সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কার্যক্রমকে ইন্ধন দিয়েছে। এর একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পরিবেশ আন্দোলনগুলি নীচে উল্লেখ করা হয়েছে:

বিষ্ণোই আন্দোলন: বিষ্ণোই একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় যা পশ্চিম থর মরুভূমি এবং ভারতের উত্তর রাজ্যে পাওয়া যায়। এটি ভারতের পশ্চিম রাজস্থানের মারওয়ার (যোধপুর) মরুভূমি অঞ্চলে ১৪৮৫ খ্রিস্টাব্দে গুরু মহারাজ জামবাজি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি প্রকৃতি উপাসকদের অহিংস সম্প্রদায়। ১৭০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে ঋষি সোমবাজি বন উজাড়ের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন শুরু করেছিলেন। এরপর আন্দোলন এগিয়ে দেন অমৃতা দেবী। বিক্ষোভে বিষ্ণোই সম্প্রদায়ের ৩৬৩ জন নিহত হয়। এ অঞ্চলের রাজা প্রতিবাদ ও হত্যাকাণ্ডের কথা জানতে পেরে গ্রামে ছুটে আসেন এবং ক্ষমা চান এবং অঞ্চলটিকে সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করেন। এটি উল্লেখযোগ্য যে এই আইনটি আজও বিদ্যমান।

চিপকো আন্দোলন: এটি ১৯৭৩ সালে উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলার গোপেশ্বর থেকে শুরু হয়েছিল। আন্দোলনটি ছিল হিমালয় অঞ্চলে (উত্তরাখণ্ড) বেআইনিভাবে গাছ কাটা প্রতিরোধ করা। সুন্দরলাল বহুগুণা এবং চণ্ডী প্রসাদ ভট্ট ছিলেন এই আন্দোলনের নেতা। এই আন্দোলনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল নারীদের সম্পৃক্ততা।

অ্যাপিকো আন্দোলন: ১৯৮৩ সালে, চিপকো আন্দোলনের আদলে, পান্ডুরং হেগড়ে একটি আন্দোলন শুরু করেছিলেন যা কর্ণাটকে অ্যাপিকো আন্দোলন নামে পরিচিত। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বনায়নের পাশাপাশি উন্নয়ন, সংরক্ষণ এবং সর্বোত্তম পদ্ধতিতে বনের যথাযথ ব্যবহার। 'অ্যাপিকো' এর অর্থ হল একটি গাছকে আলিঙ্গন করে তার প্রতি তার স্নেহ প্রকাশ করা।

নীরব উপত্যকা আন্দোলন: এটি কেরালার গ্রীষ্মমন্ডলীয় চিরহরি বনের একটি এলাকা। এটি জীববৈচিত্র্যে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। পরিবেশবাদী এবং স্থানীয় জনগণ ১৯৭৩ সালে এখানে স্থাপিত জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের তীব্র আপত্তি জানিয়েছিল। চাপের মুখে সরকারকে ১৯৮৫ সালে এটিকে জাতীয় সংরক্ষিত বন হিসাবে ঘোষণা করতে হয়েছিল।

জঙ্গল বাঁচাও আন্দোলা: ঝাড়খণ্ডের সিংভূম জেলার আদিবাসী সম্প্রদায় (পূর্বে, এটি ব্রিটিশ রাজের সময় ভারতের একটি জেলা ছিল, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির ছোট নাগপুর বিভাগের অংশ) ১৯৮২ সালে সরকারের বননীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিল। সরকার উচ্চ মূল্যের সেগুন দিয়ে প্রাকৃতিক মাটি, বন প্রতিস্থাপন করতে চেয়েছিলেন। অনেক পরিবেশবাদীরা এই আন্দোলনকে 'লোভের খেলা পলিটিক্যাল পপুলিজম' বলে উল্লেখ করেছেন।

নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন: পরিবেশবাদী এবং স্থানীয় জনগণ ১৯৮৫ সাল থেকে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নর্মদা নদীর উপর বাঁধ নির্মাণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করে যা নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন নামে পরিচিত ছিল। এই আন্দোলনের নেত্রী মেধা পাটকর যিনি অরুন্ধতী রায়, বাবা আমতে এবং আমির খানের সমর্থন পেয়েছিলেন।

তেহরি ড্যাম দ্বন্দ্ব: ১৯৮০ এবং ১৯৯০ এর দশকে স্থানীয় লোকেরা এই আন্দোলন শুরু করেছিল কারণ বাঁধ প্রকল্পটি ভূমিকম্প সংবেদনশীল অঞ্চলে নির্মিত হবে এবং লোকেরা মনে করে যে এটি তেহরি শহরের সাথে বনাঞ্চলগুলিকে নিমজ্জিত করে। প্রতিবাদ সত্ত্বেও সুন্দরলাল বহুগুণা আমরণ অনশনে বসে থাকায় পুলিশি নিরাপত্তায় বাঁধ নির্মাণের কাজ চলছে। প্রকল্পটি পর্যালোচনা করার জন্য সরকারের আশ্বাসের পর, বহুগুনা তার অনশন শেষ করে কিন্তু নির্মাণ কাজ ধীর গতিতে চলে।

অন্যান্য আন্দোলন: উপরে আলোচিত আন্দোলনগুলি ছাড়াও, আরও কিছু আন্দোলন রয়েছে যেগুলি ঝাড়খণ্ড বাস্টার বেল্ট আন্দোলন, ভোপালের জাহিরিলি গ্যাস মোর্চা, কর্ণাটকের হরিহর পলিফাইবার কারখানার বিরুদ্ধে আন্দোলন, কেরালার চেলিয়ার নদীর বিষক্রিয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলনের মতো শক্তিশালী পরিবেশগত থিম শেয়ার করে। বিষ্ণুপ্রয়াগ বাঁধের বিরুদ্ধে আন্দোলন।

তাই পরিবেশগত ভারসাম্যকে বিপন্ন করে এমন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে তৃণমূলে বেশ কিছু পরিবেশ আন্দোলন শুরু হয়েছে এবং তারা পরিবেশের প্রতি ঝুঁকে পড়া জননীতিতে পরিবর্তন আনতে কিছুটা হলেও সফল হয়েছে (আশরাফ)।

10.20 উপসংহার

এই অধ্যায়টি সামাজিক আন্দোলন সম্পর্কে ধারণাটি স্পষ্ট করেছে। আমরা সামাজিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা, প্রক্রিয়া এবং পর্যায়গুলি বুঝতে পেরেছি। এছাড়াও আমরা এই ইউনিটে বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

10.21 প্রশ্নাবলী

সামাজিক আন্দোলন কি?

দলিত ও উপজাতি আন্দোলন আলোচনা কর।

শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন কাকে বলে।

নকশাল আন্দোলনের ব্যাখ্যা দাও?

নারী আন্দোলন ও পরিবেশ আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর।

10.22 তথ্যসূত্র

- (EFSAS), E. F. (2019, December). *A historical introduction to Naxalism in India*. Retrieved June 26, 2021, from EFSAS: https://www.efsas.org/publications/study-papers/an-introduction-to-naxalism-in-india/
- Aggarwal, M. (n.d.). *Tribal Movements in India* . Retrieved June 26, 2021, from History Discussion: https://www.historydiscussion.net/essay/tribal-movements-in-india/1797
- Ashraf, M. (n.d.). *ENVIRONMENTAL MOVEMENTS ININDIA*. Retrieved June 26, 2021, from patnauniversity.ac.in: https://www.patnauniversity.ac.in/e-content/social_sciences/history/MAHistory4.pdf
- Diani, M. (1992). "The concept of social movement". *The Sociological Review* , 1-25.
- India, D. M. (n.d.). *www.iosrjournals.org*. Retrieved June 26, 2021, from www.iosrjournals.org: https://cbpbu.ac.in/userfiles/file/2020/STUDY_MAT/POL_SC/DALIT%20MOVEMENT-%204th%20semester%20(423),%20Paritosh%20Barman.pdf
- John McCarthy, M. Z. (1977). Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory. *The American Journal of Sociology.* , 1217-1218.
- John Scott, G. M. (2009). *"Social Movements" A Dictionary of Sociology* . Oxford: Oxford University Press .
- Jonathan Christiansen, M. (2009). Four Stages of Social Movements. *EBSCO Research Starters* , 1-7.

- Kumar, R. (1998). *The History of Doing.* New Delhi.
- Lumen. (n.d.). *Reading: The Women's Movement.* Retrieved June 26, 2021, from Lumen: https://courses.lumenlearning.com/alamo-sociology/chapter/reading-the-womens-movement/
- Mani, B. R. (2005). *Debrahmanising History.* New Delhi: Manohar Publishers .
- Mondal, P. (n.d.). *Tribal Movement in India before and after Independence.* Retrieved June 26, 2021, from YOURARTICLELIBRAry: https://www.yourarticlelibrary.com/india-2/tribal-movement-in-india-before-and-after-independence-2796-words/6141
- Mondal, P. (n.d.). *Working Class Movement Against British Rule in India.* Retrieved June 26, 2021, from YOURARTICLELIBRARY : https://www.yourarticlelibrary.com/history/working-class-movement-against-british-rule-in-india/23721
- MOVEMENTS, W. C. (n.d.). Retrieved June 26, 2021, from http://gdcganderbal.edu.in/Files/a8029a93-30ad-4933-a19a-59136f648471/Link/Unit-14_Working_Class_Movement_eb42c7f8-d170-46f3-8633-622a870988c7.pdf
- Napier, W. (1851). *History of General Sir Charles Napier's Administration of Scinde.* London: Chapman and Hall .
- Omvedt, G. (2003). *Buddhism in India : Challenging Brahmanism and Caste.* London/ New Delhi: Thousand Oaks.
- Organization, C. f. (2016, January 12). *A Web of English History* . Retrieved June 26, 2021, from A Web of English History : http://www.historyhome.co.uk/c-eight/18reform/ssbr.htm
- Priya, K. (n.d.). *Peasant Movements: POLIitical and Social Movements.* Retrieved June 26, 2021, from patnauniversity: https://www.patnauniversity.ac.in/e-content/social_sciences/pol_sc/MAPolSc30.pdf

  PTI. (2011, February 9). *History of Naxalism.* Retrieved June 26, 2021, from HindustanTimes.com: https://web.archive.org/web/20110208212611/http://www.hindustantimes.com/News-Feed/nm2/History-of-Naxalism/Article1-6545.aspx
- Skaria, A. (2015). Ambedkar, Marx and the Buddhist Question. *Journal of South Asian Studies* , 450-452.
- Tarrow. (1994).
- Tilly. (2004). 3.
- Tilly, C. (1981). *BRITAIN CREATES THE SOCIAL MOVEMENT.* Michigan: Center for Research on Social Organization.
- Westd, D. (2004). New Social Movements. *Handbook of Political Theory* , 265-276.
- Wikipedia. (n.d.). *Wikipedia.* Retrieved June 26, 2021, from Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Social_movement

ধিকার

ং সমাজকর্মের মধ্যে সম্পর্ক সম্পর্কে জ্ঞান পাবে।

ত অপরিবর্তনীয় মৌলিক অধিকার হিসাবে বোঝানো হয় যেগুলির একজন ব্যক্তি
মানুষ হওয়ার কারণে তার সহজাতভাবে অধিকারী হয়। মানবাধিকার এইভাবে
সমতাবাদী (সকলের জন্য একই) হিসাবে কল্পনা করা হয়। এই অধিকারগুলি হতে
এবং আন্তর্জাতিক আইনে প্রাকৃতিক অধিকার বা আইনি অধিকার হিসাবে বিদ্যমান।
ম্প্রদায়কে সামাজিক কার্যকারিতার জন্য তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি বা পুনরুদ্ধার করতে
জিক পরিস্থিতি তৈরি করতে সহায়তা করার পেশাদার কার্যকলাপ। সমাজকর্ম তার
দের পরিবেশের মধ্যে একাধিক, জটিল লেনদেনকে সম্বোধন করে। এর লক্ষ্য হল
াবনা বিকাশ করতে, তাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করতে এবং কর্মহীনতা প্রতিরোধ
মাজকর্ম সমস্যা সমাধান এবং পরিবর্তনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

ধিকারগুলিকে বোঝায় যা মানবতার জন্য সর্বজনীন বলে বিবেচিত হয়, নাগরিকত্ব,
বা অন্যান্য বিবেচনা নির্বিশেষে। "সমাজকর্ম পেশা হিসাবে সামাজিক পরিবর্তন,
ধান এবং মানুষের ক্ষমতায়ন ও মুক্তিকে উন্নত করে। মানুষের আচরণ এবং
ার করে, সমাজকর্ম সেই স্থানে হস্তক্ষেপ করে যেখানে লোকেরা তাদের পরিবেশের
ার এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলি সমাজকর্মের জন্য মৌলিক।' (আন্তর্জাতিক
র্কার, IFSW: ১৯৮২)

গঠন

11.1 উদ্দেশ্য
11.2 ভূমিকা
11.3 সমাজকর্ম এবং মানবা
11.4 উপসংহার
11.5 প্রশ্নাবলী
11.6 তথ্যসূত্র

11.1 উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীরা মানবাধিকার এবং

11.2 ভূমিকা

মানবাধিকারগুলিকে 'সাধারণ
কেবলমাত্র সে বা সে একজন
সর্বজনীন (সর্বত্র প্রযোজ্য) এবং
পারে স্থানীয়, আঞ্চলিক, জাতীয়
সমাজকর্ম হল ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা স
এবং এই লক্ষ্যের অনুকূল সামা
বিভিন্ন আকারে মানুষ এবং তাদে
সমস্ত মানুষকে তাদের পূর্ণ সম্ভ
করতে সক্ষম করা। পেশাদার স

'মানবাধিকার' শব্দটি সেই অ
বসবাসের অবস্থা, জাতি, লিঙ্গ
মানুষের সম্পর্কের সমস্যা সমা
সামাজিক ব্যবস্থার তত্ত্বগুলি ব্যবহ
সাথে যোগাযোগ করে। মানবাধিক
ফেডারেশন অফ সোশ্যাল ওয়া

11.3 সমাজকর্ম এবং মানবাধিকার

'সমাজকর্মীরা মানবাধিকারের জাতিসংঘের সার্বজনীন ঘোষণা এবং সেই ঘোষণা থেকে প্রাপ্ত অন্যান্য আন্তর্জাতিক কনভেনশনে ব্যক্ত ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর মৌলিক মানবাধিকারকে সম্মান করে' (IFSW:২০০০)। সমাজকর্মীদের উচিত এমন অবস্থার প্রচার করা যা বিশ্বের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বৈচিত্র্যের প্রতি সম্মানকে উৎসাহিত করে। সমাজ কর্মীদের এমন নীতি এবং অনুশীলন প্রচার করা উচিত যা সাংস্কৃতিক জ্ঞান এবং সম্পদের পার্থক্য, সমর্থন এবং সম্প্রসারণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, সাংস্কৃতিক দক্ষতা প্রদর্শন করে এমন প্রোগ্রাম এবং প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে সমর্থন করে এবং অধিকার রক্ষা করে এবং সমস্ত মানুষের জন্য ন্যায় ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে এমন নীতিগুলি প্রচার করে। (NASW, ১৯৯৬: পৃষ্ঠা- ২৭)

মানবাধিকারের উপর ভিত্তি করে সমাজকর্মের অনুশীলন বৈষম্য, অসমতা, দারিদ্র্য এবং অন্যান্য সামাজিক সমস্যার জন্য কোন প্রতিষেধক নয়, মানবাধিকার সম্পর্কে জ্ঞান পেশাটিকে একটি সহায়ক পেশা হিসাবে এর ভূমিকা আরও ভালভাবে বুঝতে সাহায্য করতে পারে। সমাজকর্ম পেশা হিসাবে মানুষকে সাহায্য করার সাথে নিজেকে উদ্বিগ্ন করে। মানবাধিকার একটি মানব সমাজ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক চাহিদাগুলির সম্পূর্ণ পরিসরকে কভার করে। মানবাধিকারের প্রতিষ্ঠিত প্রথা এবং সংস্কার ভিত্তিতে, সমাজকর্মীরা সহজেই মানবাধিকার এবং তাদের পেশার মধ্যে একটি সংযোগ সনাক্ত করতে পারে।

সমাজকর্মকে তার মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং একটি দৃঢ় জ্ঞানের ভিত্তি থাকতে হবে, অন্তত মানবাধিকারের ক্ষেত্রে নয়, এটির অনুশীলন জুড়ে অনেক বিরোধপূর্ণ পরিস্থিতিতে এটি পরিচালনা করতে হবে। যদিও সামাজিক কর্মীরা তাদের ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে ক্লায়েন্টদের অধিকারগুলিকে ভালভাবে শক্তিশালী করতে পারে, ত্রুটিপূর্ণ রায় তাদের সেই অধিকারগুলিকে বিপদে ফেলতে পারে। বৈশ্বিক মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে এর কাজটি দেখা স্থানীয় দৃষ্টিভঙ্গি, পরিস্থিতি এবং প্রয়োজনের দৃষ্টিভঙ্গি না হারিয়ে একতা এবং সংহতির অনুভূতি প্রদান করে পেশাটিকে সহায়তা করে যা সমাজকর্মীরা কাজ করে এমন কাঠামো গঠন করে। সমাজকর্ম মানুষের মৌলিক মানবিক চাহিদা মেটাতে কাজ করে। কিন্তু আজকাল এটি সংগঠনের নীতিতে মানবাধিকার অনুশীলনের বিভিন্ন বিবেচনা অনুশীলন করে 'অধিকার'-এ 'প্রয়োজন' রূপান্তরের জন্য কাজ করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে কাজ করা সমাজকর্মীরা তাদের প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা করার সময় তাদের ব্যক্তি বা সমষ্টিগত ক্লায়েন্টদের অধিকারকে সমর্থন করে এবং রক্ষা করে। তারা প্রায়ই প্রতিষ্ঠিত দ্বারা নিযুক্ত করা হয়, কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুমোদিত; এবং রাষ্ট্রের এজেন্ট বা শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কর্মচারী হিসাবে তাদের অবস্থান, অনেককে একটি অনিশ্চিত ভূমিকায় রেখেছে।

যেসব পরিস্থিতিতে সমাজকর্মীরা সবচেয়ে জটিল কিছু নৈতিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হন সেখানে, উদাহরণস্বরূপ, একটি হস্তক্ষেপ বিবেচনা করতে হবে যার ফলে একজন ব্যক্তিকে নিজের বা অন্যদের নিরাপত্তার জন্য মানসিক স্বাস্থ্য হাসপাতালে আটক করা হতে পারে, আদালতের পরামর্শ সমাজের একজন অপরাধীর কাছ থেকে সুরক্ষার প্রয়োজন হতে পারে কি না, বা ক্ষতি প্রতিরোধ করার জন্য একটি শিশু এবং পিতামাতার আলাদা থাকা উচিত কিনা সে সম্পর্কে। একটি নৈতিক দ্বিধা হল একটি দুর্দশা যেখানে একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই দুটি কার্যকর সমাধানের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যা একই রকম নৈতিক মূল্য আছে বলে মনে হয়। একটি নৈতিক দ্বিধা ঘটতে পারে যখন একজন সমাজকর্মীকে দুটি ভিন্ন নৈতিক দর্শনের উপর নির্ভর করে একটি নৈতিক পদক্ষেপ নিতে হয় যা একে অপরের সাথে বিরোধপূর্ণ।

্যবোধ এবং নীতিশাস্ত্র এবং অনুশীলন থেকে অবিচ্ছেদ্য। মানবিক চাহিদার
রাখতে হবে এবং লালন-পালন করতে হবে এবং সেগুলি সমাজকর্মের
মূর্ত করে। তাই এই ধরনের অধিকারের ওকালতি অবশ্যই সমাজকর্মের
কি যদি কর্তৃত্ববাদী শাসনের অধীনে বসবাসকারী দেশগুলিতে এই ধরনের
রুতর পরিণতি হতে পারে। সমাজকর্ম পেশা মানবাধিকারের সাথে একটি
ম্মান, মর্যাদা এবং আত্ম-সংকল্পের মতো মূল্যবোধকে মেনে চলে—যে
জন্য নৈতিকতার কোডে দৃঢ়ভাবে এমবেড করা হয়। ক্লায়েন্ট-সমাজকর্মী
দুর্বল ব্যক্তিদের অমানবিক আচরণকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য, নিপীড়নবিরোধী
বং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে, দুর্বল ব্যক্তিদের একটি কণ্ঠস্বর নিশ্চিত করার
হয়। মানুষের ভবিষ্যৎ পরিচর্যার প্রয়োজনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়
ভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

শিক সংজ্ঞা মানবাধিকারকে সমাজকর্মের জন্য একটি পথনির্দেশক মূল্য
বের পাশে, বৈচিত্র্য এবং যৌথ দায়িত্বের প্রতি সম্মান (IFSW, ২০১৪;

মানবাধিকার সামাজিক কর্ম তত্ত্ব, মূল্য
সাথে সঙ্গতিপূর্ণ অধিকার যাকে সমুন্নত
ক্রিয়াকলাপের ন্যায্যতা এবং প্রেরণাকে
একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হতে হবে, এমনি
সমর্থন সামাজকর্ম পেশাদারদের জন্য গুরু
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ভাগ করে, কারণ এটি স
মূল্যবোধগুলি সমস্ত অনুশীলনকারীদের
সম্পর্ক দীর্ঘদিন ধরে পালিত হয়ে আসছে।
অনুশীলনকে চ্যালেঞ্জ করার প্রতিশ্রুতি এব
জন্য এই পেশাটিকে অত্যন্ত সম্মান করা হ
মানবাধিকার সমাজকর্মীদের জন্য বিশেষ

সমাজকর্মের সবচেয়ে সাম্প্রতিক বৈ
হিসাবে চিহ্নিত করে, সামাজিক ন্যায়বিচা

গুরুত্বপূর্ণ মূল্য কাঠামো হিসাবে স্বীকৃত
বে—একটি মানবাধিকার পেশা। ইতিমধ্যে,
একটি পুনর্নবীকরণ এবং গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার
০০৮)। ম্যাকফারসন এট আল। (২০১৭),
ন করেছেন যা কে সুবিধাবঞ্চিত এবং কে
ক্ষেত্রে ম্যাক্রো-ফোর্স শনাক্ত করতে সক্ষম
নবাধিকারের বিতর্কমূলক প্রকৃতির উল্লেখ
চে-আপ পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য করে। এর
শুধুমাত্র সম্পূর্ণরূপে সংজ্ঞায়িত করা যায়
গুলির জন্য লিভার হিসাবেও দেখা উচিত
পারে (Dean– 2015; Vandekinderen
মাজকর্মীরা এই আলোচনামূলক প্রক্রিয়ায়
তে পারে এবং মানবাধিকারের জন্য একটি
জন্য গণতান্ত্রিক, অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার
একদিকে, ডিডাকটিভ পদ্ধতিটি শুরু হয়
হিসাবে একটি আনুষ্ঠানিক মর্যাদা রয়েছে
অর্থ কী?' এছাড়াও অন্যান্য লেখকরা এই
আনুষ্ঠানিক অধিকারের অ্যাক্সেসের সমতা
এবং ব্যবহার করার জন্য যোগ্য, ক্ষেত্রে
র্মী প্রতিদিনের ভিত্তিতে এই অধিকারগুলি
ধিকারের মাধ্যমে শ্লপাতলা চাহিদাগ্ন-এর

ঘোষণার উত্থানের পর থেকে, মানবাধিকার সমাজকর্মের জন্য একটি
হয়েছিল। কাঠামোটি জোর দিয়েছিল যে সমাজকর্ম ছিল—এবং সর্বদা থাক
এই ঘোষণাটি সমাজকর্মের জন্য মানবাধিকারের ভূমিকার উপর বৃত্তির এ
দিকে পরিচালিত করে (Ife, ২০০১; Reischert, ২০০৭; Wronka, ২
উদাহরণস্বরূপ, সমাজকর্মে মানবাধিকারের দৃষ্টিভঙ্গির জন্য একটি আবেদ
নয় তা বোঝার জন্য সাহায্য করে, তবে সামাজিক কর্ম সম্প্রদায়কে কর্ম
করে। ম্যাক্রো-স্তরে হস্তক্ষেপের জন্য। সেই শিরায়, Ife (২০০১) মান
করে, সমাজকর্মে মানবাধিকারের জন্য একটি উপরে-নিচে এবং একটি নী
মানে হল যে মানবাধিকারগুলি স্থির বা স্থির নয়, এবং তাই সেগুলিকে
না তবে সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য সংগ্রাম করার জন্য প্রান্তিক গোষ্ঠী
(লিস্টার, ২০০৭)। এইভাবে সমাজকর্মে মানবাধিকারের দুটি ব্যাখ্যা থাকতে
et al., ২০১৯)। সেই অর্থে, Ife (২০০১, p. ১৫২) যুক্তি দেয় যে স
সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসাবে দুটি নির্দিষ্ট উপায়ে নিজেদের অবস্থান কর
অনুমানমূলক এবং প্রবর্তনমূলক পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য করে যা উভয়ের
প্রয়োজন হয়। যেখানে সকল স্টেকহোল্ডারদের ভূমিকা থাকতে পারে।
নাগরিকদের আনুষ্ঠানিক অধিকার থেকে যাদের জাতি রাষ্ট্রে নাগরিক
(লিস্টার, ২০০৭) এবং তারপর জিজ্ঞাসা করেক্স 'অনুশীলনের জন্য এর
ফাংশনটিকে সম্বোধন করেছেন আনুষ্ঠানিক অধিকারের বিষয়ে, কীভাবে
নিশ্চিত করতে পারে যে দুর্বল গোষ্ঠীগুলি তাদের অধিকার দাবি করার
ক্ষেত্রে (ওয়েইস-গাল এবং গাল, ২০০৯)। এই হিসাবে, অনেক সমাজক
নিশ্চিত করার জন্য নিযুক্ত আছেন। সেই শিরায়, ডিন (২০১৫) আ

আনুষ্ঠানিক বা পদ্ধতিগত অধিকার দ্বারা প্রদত্ত সুরক্ষার মাধ্যমে পূরণ করা যেতে পারে, যা অ্যাক্সেস এবং সুযোগের সমতা নিশ্চিত করুন' (ডিন, ২০১৫, পৃ. ২১)। অধিকারের এই আইনত গ্যারান্টিযুক্ত ফাংশনটির উপর একমাত্র ফোকাস তবুও যথেষ্ট নয়, কারণ এটি ঝুঁকিকে অন্তর্ভুক্ত করে যে অধিকারগুলিকে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত বিষয় হিসাবে দেখা হয়। যেমন ম্যাকফারসন এট আল। (২০১৭) যুক্তি, একটি মানবাধিকার লেন্স যদিও মানবাধিকারের একটি আইনগত বোঝার বাইরে যায় এবং মানবাধিকারের একটি সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যাখ্যার সাথে জড়িত থাকে, এই প্রশ্নটি সম্বোধন করে: কীভাবে সমাজকর্ম সমাজকে এমনভাবে গঠন করতে পারে যে মানবাধিকার এবং সামাজিক ন্যায়বিচার। বাস্তবসম্মতভাবে উপলব্ধিকরা হয়? অন্যদিকে, প্রবর্তনমূলক পদ্ধতিটি এইভাবে নাগরিকদের দৈনন্দিন সমাজকর্মের অনুশীলনের পরিস্থিতিতে উদ্ভূত বাস্তবতা এবং জটিলতা থেকে শুরু হয় যারা এক ধরণের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকত্ব অনুভব করে এবং তারপরে জিজ্ঞাসা করেক্স মানবাধিকারের সমস্যাগুলি কী ঝুঁকিতে রয়েছে এবং কীভাবে তারা করতে পারে? উপলব্ধিকরা হবে? (উষ্ণায়ন এবং ফাহনো, ২০১৭)। এই শিরায়, ডিন (২০১৫, পৃ. ২১) যুক্তি দেন যে আমাদের নিশ্চিত করা উচিত যে 'মোটা চাহিদা' মৌলিক অধিকারের মাধ্যমে পূরণ করা হয়, যা মানুষের বিকাশের অধিকারের 'সত্যিকারের পরিপূর্ণতার জন্য কী প্রয়োজন' সম্পর্কিত সর্বজনীন সুরক্ষা নিশ্চিত করে। মানবিক চাহিদা এবং অধিকারের একটি পুরু বোঝাপড়া সামাজিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটকে আলিঙ্গন করে যা আমাদের মানবিক মর্যাদা এবং সমৃদ্ধি বজায় রাখে এবং একটি নাগরিকত্ব বক্তৃতায় এমবেড করা হয় যেখানে সামাজিক নীতি এবং কল্যাণ রাষ্ট্রের লক্ষ্য সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রচার এবং নিশ্চিত করা। এবং সামাজিক সমতা (ডিন, ২০১৫)। মানবাধিকারের সামাজিক-রাজনৈতিক ফাংশন বোঝায় যে সমাজকর্ম পৃথক পরিস্থিতিতে (পুনরায়) মধ্যস্থতাকারী কৌশলগুলির বাইরে পৌঁছেছে, তবে ব্যক্তিগত সমস্যাগুলিকে জনসাধারণের সমস্যাগুলিতে পুনর্নির্মাণ করার জন্য একটি পাবলিক ম্যান্ডেট গ্রহণ করে (লরেঞ্জ, ২০০৮, ২০১৬)।

সমাজ কর্মীদের জন্য, এটি নাগরিকদের জীবনযাত্রার অবস্থার কাঠামোগত দিকগুলিতে হস্তক্ষেপ করার প্রচেষ্টাকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং প্রত্যেককে মানব বিকাশের অধিকার উপলব্ধি করতে সক্ষম করার জন্য উপলব্ধ সামাজিক সংস্থানগুলি সরবরাহ এবং একত্রিত করার প্রচেষ্টাকে অন্তর্ভুক্ত করে (ডিন, ২০১৫; লরেঞ্জ, ২০১৬)। এই জনসাধারণের ভূমিকা এবং সমাজকর্মের আদেশটি ভিন্নভাবে পূরণ করা যেতে পারে, যেমন নীতি পরিবর্তনের পক্ষে সমর্থন করা কিন্তু উদ্ভাবনী সমাজকর্মের অনুশীলনগুলি বিকাশ করা যা বহিষ্কৃত গোষ্ঠীর কণ্ঠস্বর উত্থাপন করে বা যা বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থাকে বিরক্ত করে। অন্য কথায়, সমাজকর্মের এই রাজনৈতিক ভূমিকাটি ম্যাক্রো স্তরে বিভিন্ন ধরণের নীতি অনুশীলন এবং অ্যাডভোকেসি কৌশলগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না, তবে এটি সমাজকর্মের অনুশীলনেও আকার ধারণ করে যা সমাজে সমাজকর্মের অনুশীলন বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য তদন্ত করে। যারা সমাজের প্রান্তে বসবাস করছেন তাদের 'জীবিত নাগরিকত্ব' (Warming & Fahnoe, ২০১৭)। কল্যাণ রাষ্ট্রের সংকট এবং বর্তমান ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট যেখানে সমাজকর্ম সক্রিয় রয়েছে তা মানবাধিকার এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের মূল মূল্যবোধের প্রতি সমাজকর্ম গবেষণার অবস্থান সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করে (মুল্লালি, ২০০৭)। নিরপেক্ষ, প্রযুক্তিগত এবং মূল্যহীন হওয়ার পরিবর্তে সমাজকর্মের বৈশ্বিক সংজ্ঞায় প্রতিফলিত হয়েছে, মানবাধিকার এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের সন্ধানে থাকা সমাজকর্মের গবেষণার অভ্যন্তরীণভাবে একটি আদর্শিক মান অভিযোজন রয়েছে (শ, গ্রেডগ এবং সোমারফেল্ড ২০১২; রুজ এট আল।, ২০১৬)। যাইহোক, আজ অবধি সমাজকর্মের গবেষণার সাথে সর্বদা একটি 'অস্বস্তিকর সম্পর্ক' রয়েছে (লরেঞ্জ, ২০০৮) এবং সমাজকর্ম গবেষণার প্রকৃতি এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিভিন্ন উপলব্ধিবিকশিত হয়েছে, যা সমাজকর্মের প্রকৃতি এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা প্রতিফলিত করে (শ, গ্রেডিগ এবং সোমারফেল্ড, ২০১২; পার্টন এবং

কার্ক, ২০১০; পাওয়েল এবং রামোস, ২০১০)। যেহেতু আমরা ইউরোপীয় সমাজকর্ম গবেষণা সম্প্রদায় একটি নিয়মানুবর্তিতামূলক পরিচয়ের জন্য এই অনুসন্ধানের সাথে কীভাবে মোকাবিলা করে তা নিয়ে অত্যন্ত আগ্রহী, আমরা প্রধানত এই প্রশ্নের উপর ফোকাস করব—এবং কীভাবে—সমাজকর্ম গবেষকরা একটি অবস্থান গ্রহণ করেন এবং মানবাধিকার অনুসরণ করার জন্য একটি সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি রাখেন এবং সামাজিক বিচার। সমাজকর্মের জন্য মানবাধিকার-ভিত্তিক পন্থা কখনও কখনও প্রয়োজন-ভিত্তিক পদ্ধতির সাথে বিপরীত হয় (ম্যাপ, ম্যাকফেরসন, অ্যান্ড্রুফ, এবং গ্যাটেনিও গ্যাবেল, ২০১৯)। প্রয়োজন-ভিত্তিক পন্থাগুলি অনুশীলনের ক্লিনিকাল বা ঘাটতি মডেলগুলির উপর ভিত্তি করে একটি ব্যক্তিবাদী, কেস-ভিত্তিক অভিযোজনের সাথে যুক্ত।

প্রয়োজন-ভিত্তিক পন্থাগুলি সমাজকর্মীদের বিশেষজ্ঞ হিসাবে চিহ্নিত করে যারা প্রয়োজনে মানুষের মঙ্গল প্রচারে হস্তক্ষেপ করে। অন্যদিকে, অধিকার-ভিত্তিক পন্থাগুলি, সমাজকর্মী এবং পরিষেবা ব্যবহারকারীদের সাধারণ মানবতার উপর জোর দেয়। অধিকার-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি সকল মানুষের মর্যাদা এবং মূল্যকে উন্নীত করে এবং ব্যক্তি, পরিবার এবং সমষ্টিকে ক্ষমতায়ন করে এমন তলানি পর্যন্ত অনুশীলনকে উৎসাহিত করে (Ife, ২০১২)। শক্তি-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং অংশীদারিত্বের কাজকে উৎসাহিত করা হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, সমাজসেবা পরিষেবাগুলি ব্যবহার করে এমন ব্যক্তিদের বিবেচনা করা হয়। কিছু সমাজকর্মের ভূমিকা অন্যদের তুলনায় মানবাধিকার কাজের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত বলে মনে হতে পারে। সুতরাং, যেকোন সমাজকর্মী যার প্রধান ক্রিয়াকলাপ ওকালতির সাথে জড়িত তারা প্রায় অবশ্যই মানবাধিকারের ক্ষেত্রে কাজ করছেন। যাইহোক, আমরা যদি সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার ২৯টি নিবন্ধ পড়ি (এবং এগুলি দেশের প্রতিটি সমাজকর্মীর অফিসের দেয়ালে থাকা উচিত), প্রচারের সাথে যুক্ত নয় এমন কোনও সমাজকর্মের ভূমিকা কল্পনা করা কঠিন। এবং মানবাধিকার সুরক্ষা: শিক্ষার অধিকার; জীবন, স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তার অধিকার; নির্যাতন বা নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অবমাননাকর আচরণ বা শাস্তির শিকার না হওয়ার অধিকার; একটি স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ ট্রাইব্যুনাল দ্বারা একটি ন্যায্য এবং জনসাধারণের শুনানির জন্য পূর্ণ সমতা; কাজ করার অধিকার; খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এবং চিকিৎসা পরিচর্যা এবং আরও অনেক কিছু সহ স্বাস্থ্য ও সুস্থতার জন্য পর্যাপ্ত জীবনযাত্রার মান পাওয়ার অধিকার। যারা মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রের খসড়া তৈরি করেছিলেন তাদের উদ্দেশ্য ছিল সর্বজনীন বলে ধরে নেওয়া অধিকারগুলির জন্য একটি মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করা—তারা আমাদের সকলের, বিশ্বের প্রত্যেকের; অবিচ্ছেদ্য; এগুলি আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া যাবে না; এবং অবিভাজ্য এবং পরস্পরনির্ভর; অর্থাৎ, সরকারগুলিকে সম্মান করা বাছাই করতে এবং বেছে নিতে সক্ষম হওয়া উচিত নয়। দুঃখজনকভাবে, সারা বিশ্বের সরকারগুলি নিয়মিতভাবে তাদের জনগণের মানবাধিকারকে উপেক্ষা করে এবং লঙ্ঘন করে যার কারণে আমাদের সার্বজনীন মানবাধিকারের সম্মত বিবৃতি এবং মানবাধিকার রক্ষকদের-সামাজিক কর্মী সহ- যারা তাদের প্রচার ও সুরক্ষার জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ নেবে তাদের প্রয়োজন। মানবাধিকার মানব সভ্যতার মতোই প্রাচীন; কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলিতে তাদের ব্যবহার এবং প্রাসঙ্গিকতা ভালভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে, বিশেষ করে ১৯৪৮ সালে,জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণার (UNDHR) পরে আরও গুরুত্ব পেয়েছে।

বৃহত্তর অর্থে, মানবাধিকার হল 'সেই অধিকার যা বিশ্বের যে কোনও প্রান্তে বসবাসকারী প্রতিটি নর-নারীকে একজন মানুষ হিসাবে জন্ম নেওয়ার কারণে অধিকারী বলে গণ্য করা উচিত' (কাশ্যপ)। অন্য কথায়, মানবাধিকার হল সেই সমস্ত অধিকার যা একটি মর্যাদাপূর্ণ ও শালীন মানব জীবনযাত্রার পাশাপাশি মানুষের অস্তিত্ব এবং মানুষের ব্যক্তিত্বের পর্যাপ্ত বিকাশের জন্য অপরিহার্য। মানবাধিকার সকল মানুষের দ্বারা ধারণ করা হয় এবং যতদিন মানুষ বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ মানবাধিকার বিদ্যমান থাকে। উভয়ই অবিচ্ছেদ্য এবং আলাদা করা যায় না। সুনির্দিষ্টভাবে, মানবাধিকার বলতে বোঝায় 'এমন অবস্থার প্রাপ্যতা যা প্রকৃতি তাকে/একজন মানুষ হিসেবে তাকে দান করেছে

এমন সহজাত বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ বিকাশ ও উপলব্ধির জন্য অপরিহার্য'। মানুষ হিসেবে প্রতিটি মানুষের মর্যাদা নিশ্চিত করার জন্য এগুলো অপরিহার্য।

মানুষ একত্রিত হয় এবং সে একসাথে থাকতে পছন্দ করে। প্রতিটি মানুষ সামাজিক জীব হিসেবে সমাজে একটি গোষ্ঠীতে বসবাস করে। একজন ব্যক্তি হিসাবে, তার বেঁচে থাকার অধিকার এবং একটি শালীন জীবনযাপনের অধিকার রয়েছে। একজন সামাজিক জীব এবং সমাজ/সম্প্রদায়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে তারও অন্যান্য অধিকার রয়েছে, যেমন: বাকস্বাধীনতা, মতপ্রকাশ, চিন্তাভাবনা, বিশ্বাস ও বিশ্বাসের অধিকার এবং স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার। সুতরাং, মানবাধিকার সমাজে মানব ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য অপরিহার্য, যেখানে তিনি বসবাস করেন। ১৬৮৮ সালের গৌরবময় বিপ্লবের আগে ম্যাগনা কার্টা (১২১৫) এবং পরে বিল অফ রাইটস (ইংল্যান্ড) ১৬৮৯-এর উত্থানের সাথে মানবাধিকারের ধারণা আরও শক্তিশালী হয়েছিল। টমাস হবস (১৫৮৮-১৬৭৯) এবং জন লক (১৬৩২-১৭০৪) এর বিপরীতে কথা বলেছেন। কিছু প্রাকৃতিক অধিকারের আংশিক আত্মসমর্পণ; জীবনের অধিকার, স্বাধীনতা এবং সম্পত্তির মতো অধিকারগুলি কখনই ত্যাগ করা যায় না কারণ সেগুলি ছিল অবিচ্ছেদ্য অধিকার। প্রাকৃতিক অধিকারের লকসের তত্ত্বের মূল ধারণাটি ছিল যে নাগরিকদের সর্বদা একটি সরকারকে উৎখাত করার বৈধ অধিকার রয়েছে যদি এটি নাগরিকদের অধিকার রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়। প্রাচীনকাল থেকেই ভারত মানবাধিকারের আদর্শ ও মতবাদের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ। UDHR-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে, ভারতের সংবিধান, তৃতীয় খণ্ডে, ভারতের সকল নাগরিকের জন্য সমতা, ন্যায়বিচার এবং স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য মৌলিক অধিকারের ব্যবস্থা করে।

চতুর্থ খণ্ডে স্থান দেওয়া হয়েছে 'রাষ্ট্র পরিচালনার নীতির নির্দেশমূলক নীতি' সমূহকে যেগুলি আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার ও অধিকার নিশ্চিত করে। ব্রিটিশ শাসকদের খপ্পর থেকে মুক্তির জন্য ভারতের লড়াইকে মানবাধিকারের সংগ্রাম হিসাবেও দেখা হয়। আমাদের ছয়টি মৌলিক অধিকারের মধ্যে রয়েছে ব্যক্তি অধিকার এবং সামাজিক অধিকার উভয়ই, তবে 'প্রতিরক্ষামূলক বৈষম্যের প্রকৃতিতে' সমাজের দুর্বল ও অনগ্রসর অংশের অন্তর্ভুক্ত সকলের জন্য সুযোগের সমতার অধিকারের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। অনুচ্ছেদ ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ২৯, ৩৮, ৪৬, ৩৩০, ৩৩২, ৩৩৪ এবং ৩৩৫ 'প্রতিরক্ষামূলক বৈষম্য' নিয়ে বিশদভাবে মোকাবিলা করে 'একটি সমতাবাদী সামাজিক ব্যবস্থা' নিশ্চিত করে। সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে অস্পৃশ্যতা বিলোপকে একটি সাংবিধানিক পবিত্রতা দেওয়া হয়েছে এবং যে কোনো আকারে এর অনুশীলনকে জনসাধারণের অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ১৫(৪), অনুচ্ছেদ ১৬(৪) এবং অনুচ্ছেদ ৩৩৫ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য আসন সংরক্ষণ এবং সামাজিক নিশ্চিত ও সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা হিসাবে S.C এবং S.Ts-এর জন্য বিভিন্ন পরিষেবায় নিয়োগের জন্য পদ সংরক্ষণের সাথে সম্পর্কিত। অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার। ইউনিয়ন এবং রাজ্যের আইনসভায় আসনগুলি S.C এবং STদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। উড়িষ্যা রাজ্যে, গ্রামীণ এবং শহুরে স্থানীয় সংস্থাগুলিতে মহিলাদের জন্য ৩০% আসন সংরক্ষিত রাখা হয়েছে।

সমাজকর্মের কেন্দ্রবিন্দুতে, মানবাধিকার হল মেটা-ম্যাক্রো (বৈশ্বিক), ম্যাক্রো (সমগ্র জনসংখ্যা), মেজো (ঝুঁকিতে), মাইক্রো (ক্লিনিক্যাল), মেটা-মাইক্রো (দৈনিক জীবন) এর জন্য অন্তর্ভুক্ত নির্দেশক নীতিগুলির একটি সেট। , এবং সামাজিক অস্বস্তি নির্মূল করতে এবং মঙ্গলকে উন্নীত করার জন্য গবেষণা হস্তক্ষেপ। ইউএন হিউম্যান রাইটস ট্রিপটাইচ-এর সাথে এগুলি সবচেয়ে ভালভাবে বোঝা যায়। এটি মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা নিয়ে গঠিত, ক্রমবর্ধমানভাবে কেন্দ্র প্যানেলে প্রথাগত আন্তর্জাতিক আইন হিসাবে উল্লেখ করা হয়; পথনির্দেশক নীতি, ঘোষণা, এবং কনভেনশনগুলি এটি অনুসরণ করে, ডান প্যানেলে; যেমন কনভেনশন অন রাইটস অফ দ্য চাইল্ড (CRC), জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণ (CERD), এবং মহিলাদের বিরুদ্ধে বৈষম্য দূরীকরণ (CEDAW); এবং বাস্তবায়ন

প্রক্রিয়া, বাম প্যানেলে; যেমন কনভেনশনগুলি মেনে চলার বিষয়ে দেশের প্রতিবেদন জমা দেওয়া, সার্বজনীন পর্যায়ক্রমিক পর্যালোচনা, বিশেষ র‍্যাপোর্টারদের দ্বারা বিষয়ভিত্তিক এবং দেশের প্রতিবেদন এবং বিশ্ব সম্মেলন। সংক্ষেপে, এই শক্তিশালী ধারণা, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ছাই থেকে উদ্ভূত, পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণার উপর জোর দেয়: মানুষের মর্যাদা; অ-বৈষম্য; নাগরিক এবং রাজনৈতিক অধিকার; অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার; এবং সংহতির অধিকার। যেখানে এই নিবন্ধটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলির উপর জোর দেয়, এটি অন্যান্য দেশগুলিকে উপযুক্ত হিসাবে স্পর্শ করে, এই আশায় একটি বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গির আহ্বান জানায় যে প্রতিটি ব্যক্তি, সর্বত্র, তাদের মানবাধিকার উপলব্ধি করবে। শুধুমাত্র নির্বাচিত মান সহ্য করে। মুক্ত আলোচনা এবং বিতর্কের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ হল একটি মানবাধিকার সংস্কৃতি তৈরি করা, যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে একত্রিত হয়ে মানুষের মন, হৃদয় এবং শরীরে এই নীতিগুলির একটি জীবন্ত সচেতনতা।

11.4 উপসংহার

শিক্ষার্থীরা হুমসান রাইটস সম্পর্কে একটি বিশদ ধারণা পেয়েছে এবং এখন তারা মানবাধিকারের ধারণাকে সমাজকর্মের সাথে যুক্ত করতে সক্ষম হবে এবং দীর্ঘমেয়াদে একটি অধিকার ভিত্তিক পদ্ধতি অবলম্বন করে কাজ করতে শিখবে।

11.5 প্রশ্নাবলী

মানবাধিকার কি? এর গুরুত্ব আলোচনা কর।

মানবাধিকার ও সমাজকর্মের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর।

'মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা' সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

11.6 তথ্যসূত্র

1. Beddoe, L. (2019, August 17). Time for social work to make a clear stand for abortion law reform [Web log post].
2. Retrieved from http://www.reimaginingsocialwork. nz/2019/08/time-for-social-work-to-make-a-clear-stand- for-abortion-law-reform/
3. Mapp, S., McPherson, J., Androff, D., & Gatenio Gabel, S. (2019). Social work is a human rights profession. *Social Work*, *64*(3), 259–269.
4. Ivory, M. (2017, May). Should human rights top the social work agenda? *The Guardian*. Retrieved from https://www.theguardian.com/social-care-network/2017/ may/24/human-rights-social-work
5. International Federation of Social Workers. (2014). Global definition of social work. Retrieved from https://www.ifsw. org/what-is-social-work/global-definition-of-social-work/
6. Ife, J. (2012). *Human rights and social work: Towards rights-based practice* (3rd ed.). Cambridge, UK: Cambridge University Press

একক 12 ❐ সুশীল সমাজ : উন্নয়নমূলক বেসরকারী সংস্থার ভূমিকা

গঠন

12.1 উদ্দেশ্য

12.2 ভূমিকা

12.3 সংজ্ঞা

12.4 ইতিহাস

12.5 সুশীল সমাজ ব্যবস্থা

12.6 সুশীল সমাজের মূলনীতি

12.7 সুশীল সমাজের বৈশিষ্ট্য

12.7.1 সাধারণ

12.7.2 দপ্তর

12.8 সমিতি

12.8.1 ট্রাস্টিশিপ

12.8.2 সার্বভৌমত্ব

12.8.3 দায়িত্ব

12.8.4 ইক্যুইটি

12.9 বিচার

12.9.1 পারস্পরিকতা

12.10 সুশীল সমাজের ভূমিকা ও গুরুত্ব

12.11 সংজ্ঞা

12.11.1 এনজিওগুলিকে অভিযোজন এবং সহযোগিতার স্তর দ্বারা শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে।

12.12 উপসংহার

12.13 প্রশ্নাবলী

তথ্যসূত্র

12.1 উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীরা সুশীল সমাজ এবং সমাজের উন্নয়নে এনজিওর ভূমিকা সম্পর্কে একটি বোঝাপড়া তৈরি করবে

12.2 ভূমিকা

সিভিল সোসাইটি 'তৃতীয় খাত' হিসাবে স্বীকৃত হতে পারে (সরকার বা সমাজের পরে যা সরকার এবং ব্যবসা থেকে আলাদা এবং এছাড়াও পরিবার বা অন্য কোন বেসরকারী ক্ষেত্র থেকে। অন্যান্য লেখকদের মতে নাগরিক সমাজ শব্দটি ১ অর্থে ব্যবহৃত হয়) বেসরকারী সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠানগুলির সমষ্টি যা নাগরিকদের স্বার্থ এবং ইচ্ছা প্রকাশ করে বা ২) ব্যক্তি এবং সংস্থাগুলি এমন একটি সমাজে যা সরকার থেকে স্বাধীন (সিভিল সোসাইটি কী, ২০০৯)। কখনও কখনও নাগরিক সমাজ শব্দটি আরও সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয় 'বাকস্বাধীনতা, একটি স্বাধীন বিচার বিভাগ, ইত্যাদি উপাদান যা একটি গণতান্ত্রিক সমাজ তৈরি করে' (কলিন্স ইংরেজি অভিধান)।

সিভিল সোসাইটি শব্দটি অ্যারিস্টটলের 'পলিটিক্স' বই থেকে 'কোইনোনিয়া পলিটিকে' শব্দগুচ্ছ থেকে উদ্ভূত হয়েছে যেখানে তিনি নাগরিক সমাজকে 'রাজনৈতিক সম্প্রদায়' হিসাবে উল্লেখ করেছেন, যা গ্রীক 'নগর রাষ্ট্র'-এর সমার্থক এবং 'একটি শেয়ার্ড সেট দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। এবং নৈতিকতা, যেখানে মুক্ত নাগরিকরা সমানভাবে আইনের শাসনের অধীনে বাস করত (জিন এল. কোহেন, ১৯৯৪)। নাগরিক সমাজের ধারণাটি সিসেরোর মতো অনেক রোমান লেখক দ্বারাও ব্যবহৃত হয়েছিল, যেখানে এটি একটি প্রজাতন্ত্রের প্রাচীন ধারণাকে প্রতিফলিত করেছিল (ব্লুমেনফেল্ড, ২০০৪)। 'এটি লিওনার্দো ব্রুনির দ্বারা ল্যাটিন ভাষায় অ্যারিস্টটলের রাজনীতির মধ্যযুগীয় অনুবাদের একটির পরে পশ্চিমা রাজনৈতিক আলোচনায় পুনঃপ্রবিষ্ট হয়েছিল, যিনি প্রথম কোননোনিয়া পলিটিক্সকে সোসিয়েটাস সিভিলিসে অনুবাদ করেছিলেন। রাজতান্ত্রিক স্বায়ত্তশাসন এবং পাবলিক আইনের মধ্যে পার্থক্যের উত্থানের সাথে সাথে, এই শব্দটি তখন রাজপুত্রের দ্বারা প্রয়োগ করা ক্ষমতার বিপরীতে জমির মালিকদের সামন্ত অভিজাতদের কর্পোরেট এস্টেট (Ständestaat) বোঝাতে মুদত্যা লাভ করে' (জিন এল. কোহেন, ১৯৯৪) .উত্তর আধুনিক সমাজে, নাগরিক সমাজের ব্যবহার প্রথম ১৯৭৮-৭৯ সালে আলেকসান্ডার স্মোলারের লেখায় পাওয়া যায় যেখানে এটি রাজনৈতিক বিরোধিতার ধারণাকে নির্দেশ করে (পাওয়েল, ২০০৭)।

এই নির্দিষ্ট শব্দটি ১৯৮০ এর দশকে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আলোচনায় প্রচলিত হয়ে ওঠে। এই সময় থেকে সুশীল সমাজ মধ্য ও পূর্ব ইউরোপ এবং লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন জায়গায় কর্তৃত্ববাদী কমান্ডের মুখোমুখি হওয়া অ-রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের সাথে একই বৈশিষ্ট্যগুলি ভাগ করতে শুরু করে। সিভিল সোসাইটি কোনো না কোনোভাবে নির্বাচিত নীতিনির্ধারক ও ব্যবসায়িকদের কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষমতা ধরে রাখে। কিন্তু এটাও বলা যেতে পারে যে সুশীল সমাজের বৈশিষ্ট্য এবং প্রকৃতি সমাজের মধ্যে দ্রুত প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং পরিবর্তনের সাথে ক্রমাগত বিকশিত হচ্ছে (জেজার্ড, ২০১৮)।

সমসাময়িক যুগে সিভিল সোসাইটি সমস্ত জনহিতৈষী এবং নাগরিক কার্যকলাপের মূল সারাংশ হয়ে উঠেছে, কিন্তু তবুও এই ধারণাটি তার অন্তর্নিহিত জটিলতার কারণে সংজ্ঞায়িত করা কঠিন এবং এটির প্রতিরোধকে একটি নির্জন তাত্ত্বিক লেন্সের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা কঠিন। সংক্ষেপে এটা বলা যেতে পারে যে এই শব্দটি একদিকে ক্রমবর্ধমানভাবে সুপারিশ করে যে কীভাবে জনজীবন সমাজের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে কাজ করা উচিত এবং অন্যদিকে এটি স্বেচ্ছাসেবী সমিতি বা মধ্যস্থতাকারী সংস্থাগুলির কাঠামোর মধ্যে সংঘটিত সামাজিক ক্রিয়াকেও চিত্রিত করে। (Riesman and Glazer– 1950; Van Til, ২০০০)।

12.3 সংজ্ঞা

বিশ্বব্যাংকের মতে: 'সুশীল সমাজ বলতে বিস্তৃত সংগঠনকে বোঝায়:ক্ষ সম্প্রদায় গোষ্ঠী, বেসরকারি সংস্থা (এনজিও), শ্রমিক সংগঠন, আদিবাসী গোষ্ঠী, দাতব্য সংস্থা, বিশ্বাস-ভিত্তিক সংস্থা, পেশাদার সমিতি এবং ভিত্তি' (জেজার্ড) , ২০১৮)।

একইভাবে সিভিল সোসাইটি সংস্থাকে অ-রাষ্ট্রীয়, অলাভজনক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে যা রাষ্ট্র এবং বাজার থেকে পৃথক সামাজিক ক্ষেত্রের লোকেদের দ্বারা গঠিত। CSO গুলি বিস্তৃত স্বার্থ এবং বন্ধনের প্রতিনিধিত্ব করে। তারা সম্প্রদায়-ভিত্তিক সংস্থার পাশাপাশি বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) হতে পারে। ইউএন গাইডিং প্রিন্সিপলস রিপোর্টিং ফ্রেমওয়ার্কের পরিপ্রেক্ষিতে, সিএসওগুলি ব্যবসায়িক বা লাভজনক সংস্থাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে না।

12.4 ইতিহাস

যদি আমরা ইতিহাস জুড়ে সুশীল সমাজের ধারণার বিবর্তন বিশ্লেষণ করি, তবে এটি লক্ষ্য করা যায় যে এর অর্থ সময়ের সাথে সাথে এর মূল ক্লাসিক থেকে দুবার পরিবর্তিত হয়েছে। প্রথম পরিবর্তন ঘটে ফরাসী বিপ্লবের সময় এবং ইউরোপে কমিউনিজমের পতনের সময় দ্বিতীয়বার এর অর্থ পরিবর্তন করা হয়।

পাশ্চাত্য প্রাচীনত্ব: নাগরিক সমাজের প্রাক-আধুনিক ধ্রুপদী প্রজাতন্ত্রের উপলব্ধিতে, ১৮ শতকের আলোকিত যুগে দর্শনের সারাংশ খুঁজে পাওয়া যায়। 'সাধারণত সুশীল সমাজকে একটি রাজনৈতিক সমিতি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে যা নাগরিকদের একে অপরের ক্ষতি করা থেকে বিরত রাখে এমন নিয়ম আরোপের মাধ্যমে সামাজিক সংঘাত পরিচালনা করে' (এডওয়ার্ডস ২০০৪)। ধ্রুপদী যুগে সুশীল সমাজকে একটি ভাল সমাজ হিসাবে উল্লেখ করা হত যা রাষ্ট্রের একটি অংশ ছিল। প্লেটোর জন্য, 'আদর্শ রাষ্ট্র ছিল একটি ন্যায়সঙ্গত সমাজ যেখানে লোকেরা নিজেদেরকে সাধারণ ভালোর জন্য উৎসর্গ করে, প্রজ্ঞা, সাহস, সংযম এবং ন্যায়বিচারের নাগরিক গুণাবলী অনুশীলন করে এবং পেশাগত ভূমিকা পালন করে যার জন্য তারা সবচেয়ে উপযুক্ত ছিল। 'দার্শনিক রাজা'-এর দায়িত্ব ছিল সভ্যতার লোকদের দেখাশোনা করা।' অ্যারিস্টটল বলেছিলেন যে পুলিশকে 'সংঘের সমিতি' হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে যা নাগরিকদের শাসন এবং শাসিত হওয়ার পুণ্যপূর্ণ কাজে অংশীদার হতে সক্ষম করে' (উইকিপিডিয়া)।

রোমান দার্শনিক সিসেরো 'সোসিয়েটাস সিভিলিস' ধারণাটি তুলে ধরেন। ধ্রুপদী যুগে, রাজনৈতিক দৃশ্যপট একটি ভাল সমাজের ধারণাকে তুলে ধরে যা অবশেষে সাধারণ মানুষের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত করে। ধ্রুপদী যুগে রাষ্ট্র এবং সমাজের মধ্যে কোন সীমাবদ্ধতা তৈরি করা হয়নি। এই যুগের দার্শনিকরা মতামত দিয়েছিলেন যে রাষ্ট্র সমাজের নাগরিক রূপের প্রতিনিধিত্ব করে এবং সভ্যতা ভাল নাগরিকের প্রয়োজনীয়তা প্রতিফলিত করে। এই মতামতটি বোঝায় যে ধ্রুপদী রাজনৈতিক চিন্তাবিদরা প্রকৃত অর্থে সুশীল সমাজের উৎসকে সমর্থন করেছিলেন। মধ্যযুগে ধ্রুপদী নাগরিক সমাজের ধারণা মূলধারার আলোচনা (উইকিপিডিয়া) থেকে বাষ্পীভূত হয়।

আধুনিক ইতিহাস: G.W.F. হেগেল সুশীল সমাজের একটি আধুনিক উদার ধারণার পথপ্রদর্শক এবং আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে এটিকে অরাজনৈতিক সমাজের একটি রূপ হিসাবে উপস্থাপন করেছিলেন। ধ্রুপদী যুগে সিভিল সোসাইটি ছিল রাজনৈতিক সমাজের সমার্থক, কিন্তু হেগেল রাজনৈতিক রাষ্ট্র এবং সিভিল সোসাইটির মধ্যে একটি রেখা আঁকেন এবং এটিকে মার্কস এবং টথনিস দ্বারা পুনরাবৃত্ত নাগরিক ও রাজনৈতিক

সমাজ এবং সমিতিগুলির মধ্যে টকভিলের পার্থক্য অনুসরণ করে। হেগেল সুশীল সমাজকে এমন একটি চাহিদার ব্যবস্থা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন যা পরিবার ও রাষ্ট্রের মধ্যে হস্তক্ষেপ করে। শিল্প পুঁজিবাদী সমাজে সুশীল সমাজ অর্থনৈতিক সম্পর্ক লালন করে এবং এটি ব্যক্তিগত অধিকার এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির মতো তার স্বার্থও পরিবেশন করে। কার্ল মার্কস বিশ্বাস করতেন যে আধুনিক রাষ্ট্র নাগরিক সমাজের জন্য একটি স্থান তৈরি করেছে যা সমাজকে একে অপরের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ব্যক্তিগত স্বার্থে হ্রাস করেছে (উইকিপিডিয়া)।

উত্তর-আধুনিক ইতিহাস: নাগরিক সমাজের উত্তর-আধুনিক ধারণাটি ১৯৮০-এর দশকে রাজনৈতিক বিরোধিতার দ্বারা প্রাক্তন সোভিয়েত ব্লক পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলিতে আবির্ভূত হয়েছিল বলে বিশ্বাস করা হয়েছে। কল্যাণ ব্যবস্থার পুনর্গঠন তত্ত্ব অনুসারে, সুশীল সমাজের ধারণা একটি আদর্শে পরিণত হয়েছে এবং এটি কল্যাণ রাষ্ট্রের বিকল্প হিসাবে তৃতীয় খাতের বিকাশকে বৈধতা দিয়েছে। ফলস্বরূপ তৃতীয় সেক্টরের ধারণা গড়ে উঠেছে। এটি বলা হয়েছে যে নাগরিক সমাজের ধারণার উত্তর-আধুনিক ব্যবহার দুটি প্রধান ধারায় বিভক্ত হয়েছে - রাজনৈতিক সমাজ এবং তৃতীয় খাত হিসাবে। ১৯৯০ এর দশকের শেষের দিকে সুশীল সমাজ প্রধানত তার গণতান্ত্রিক প্রমাণপত্রাদি বৈধ করতে ব্যবহৃত হয়। এর ফলে জাতিসংঘ সুশীল সমাজের ওপর একটি উচ্চ পর্যায়ের প্যানেল তৈরি করেছে। এই যুগে, বেসরকারী সংস্থার উত্থান এবং বৃহৎ পরিসরে নতুন সামাজিক আন্দোলনের সাথে, নাগরিক সমাজও একটি তৃতীয় খাত হিসাবে বেরিয়ে এসেছে যা এখন একটি বিকল্প সামাজিক ও বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য একটি কৌশলগত পদক্ষেপে পরিণত হয়েছে।

12.5 সুশীল সমাজ ব্যবস্থা

সিভিল সোসাইটি সহ সমস্ত সমাজ অর্থনৈতিক বিনিময়, রাজনৈতিক শাসন এবং সামাজিক সম্পর্ক সহ যৌথ মানব অভিজ্ঞতার সংগঠিত ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে। অর্থনৈতিক আদান-প্রদানের এই ব্যবস্থার সাথে সাথে নাগরিক সমাজ গঠনেও অবদান রাখে যা বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের সন্তুষ্ট জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক ও সামাজিক সম্পদের টেকসই প্রাপ্যতা এবং ন্যায়সঙ্গত ব্যবহারের উপর নির্ভর করে।

সিভিল সোসাইটি গঠন সাধারণত রাজনৈতিক শাসনের একটি শনাক্তযোগ্য ব্যবস্থার সাথে অংশীদার হয়, যা সরকারী কাঠামোর মাধ্যমে সমস্ত সম্প্রদায়ের সদস্যদের জন্য উন্মুক্ত, জনসাধারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের দ্বারা চিহ্নিত করা হয় যা (১) নাগরিক স্থান এবং সংস্থানগুলিতে বৈধ অ্যাক্সেস এবং ব্যবহারের অনুমতি দেয় এবং (২) জনগণের কল্যাণের প্রচার ও সুরক্ষার মাধ্যমে বিদ্যমান রাজনৈতিক ও বিচার ব্যবস্থার মধ্যে ন্যায্যতা বজায় রাখা, বিশেষ করে ভোটাধিকার বঞ্চিতদের জন্য বিশেষ উদ্বেগ।

একটি সুশীল সমাজের মধ্যে সামাজিক সম্পর্কগুলি শক্তিশালী, সক্রিয়, প্রাণবন্ত, বিভিন্ন সম্প্রদায়-ভিত্তিক গোষ্ঠী এবং নেটওয়ার্কগুলির দ্বারা চিহ্নিত করা হয় যা (১) উন্মুক্ত, স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণের সুবিধা দেয়; (২) নীতিগত সিদ্ধান্তের ফলাফলের জন্য অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অভিনেতাদের দায়বদ্ধ রাখতে সম্প্রদায়ের স্টেকহোল্ডারদের সক্ষম করে; (৩) পারস্পরিক সুবিধা এবং বিনিময়ের জন্য একটি প্রসঙ্গ প্রদান; এবং (৪) বর্তমানে প্রান্তিক ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য একটি বিশেষ উদ্বেগের সাথে 'সাধারণ ভালো' প্রচার করতে চাই। সুশীল সমাজ ব্যবস্থা সিভিল সোসাইটি সহ সমস্ত সমাজ অর্থনৈতিক বিনিময়, রাজনৈতিক শাসন এবং সামাজিক সম্পর্ক সহ যৌথ মানব অভিজ্ঞতার সংগঠিত ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে। অর্থনৈতিক আদান-প্রদানের এই ব্যবস্থার সাথে সাথে নাগরিক সমাজ গঠনেও অবদান রাখে যা বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের সন্তুষ্ট জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক ও সামাজিক সম্পদের টেকসই প্রাপ্যতা এবং ন্যায়সঙ্গত ব্যবহারের উপর নির্ভর করে।

সিভিল সোসাইটি গঠন সাধারণত রাজনৈতিক শাসনের একটি শনাক্তযোগ্য ব্যবস্থার সাথে অংশীদার হয়, যা সরকারী কাঠামোর মাধ্যমে সমস্ত সম্প্রদায়ের সদস্যদের জন্য উন্মুক্ত, জনসাধারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের দ্বারা চিহ্নিত করা হয় যা (১) নাগরিক স্থান এবং সংস্থানগুলিতে বৈধ অ্যাক্সেস এবং ব্যবহারের অনুমতি দেয় এবং (২) জনগণের কল্যাণের প্রচার ও সুরক্ষার মাধ্যমে বিদ্যমান রাজনৈতিক ও বিচার ব্যবস্থার মধ্যে ন্যায্যতা বজায় রাখা, বিশেষ করে ভোটাধিকার বঞ্চিতদের জন্য বিশেষ উদ্বেগ।

একটি সুশীল সমাজের মধ্যে সামাজিক সম্পর্কগুলি শক্তিশালী, সক্রিয়, প্রাণবন্ত, বিভিন্ন সম্প্রদায়-ভিত্তিক গোষ্ঠী এবং নেটওয়ার্কগুলির দ্বারা চিহ্নিত করা হয় যা (১) উন্মুক্ত, স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণের সুবিধা দেয়; (২) নীতিগত সিদ্ধান্তের ফলাফলের জন্য অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অভিনেতাদের দায়বদ্ধ রাখতে সম্প্রদায়ের স্টেকহোল্ডারদের সক্ষম করে; (৩) পারস্পরিক সুবিধা এবং বিনিময়ের জন্য একটি প্রসঙ্গ প্রদান; এবং (৪) বর্তমানে প্রান্তিক ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য একটি বিশেষ উদ্বেগের সাথে সাধারণ ভালো প্রচার করতে চাই।

12.6 সুশীল সমাজের মূলনীতি

সাহিত্যে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে তিনটি নীতি—অংশগ্রহণমূলক সম্পৃক্ততা, সাংবিধানিক কর্তৃত্ব এবং নৈতিক দায়িত্ব - সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট নির্বিশেষে সমস্ত নাগরিক সমাজে পাওয়া যায়।

অংশগ্রহণমূলক সম্পৃক্ততা নির্দেশ করে যে সমাজের সদস্যরা (১) সাধারণ কল্যাণের জন্য ব্যবহৃত সংস্থানগুলিতে অ্যাক্সেস এবং পরিচালনা উপভোগ করে, (২) নাগরিক কর্ম এবং সামাজিক পরিবর্তনে জড়িত থাকার জন্য স্বাধীন, এবং (৩) গোষ্ঠীভুক্তিতে অংশগ্রহণের জন্য স্বাধীন। যা একটি সম্প্রদায়ের স্তরে অন্তর্গত অনুভূতি প্রদান করে।

সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষ নাগরিক সমাজে নাগরিকদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা রক্ষা করে। আইনের শাসনের অধীনে, নাগরিক এবং সামাজিক গোষ্ঠীগুলিকে সাংবিধানিকভাবে বৈধ করা হয়েছে এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অভিনেতাদের সম্প্রদায়ের সেবক এবং ট্রাস্টি হিসাবে তাদের কাজের জন্য দায়বদ্ধ রাখার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় এবং জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা, স্ব-স্বার্থের পরিবর্তে সাধারণ ভালোর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে জনসাধারণের নীতিগুলি তৈরি এবং বাস্তবায়নের আশা করা হয় যা সম্প্রদায়ের জীবনীশক্তি এবং কল্যাণকে শক্তিশালী করে।

এই সামাজিক প্রেক্ষাপটে, সমস্ত সম্প্রদায়ের সদস্যদের তাদের নাগরিক স্বাধীনতাকে এমনভাবে ব্যবহার করার নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে যা অন্যের মানবাধিকার লঙ্ঘন করে না। ইক্যুইটি, ন্যায়বিচার এবং পারস্পরিকতার অনুশীলন সামাজিক শৃঙ্খলা এবং স্থিতিশীলতা তৈরি করে।

12.7 সুশীল সমাজের বৈশিষ্ট্য

এই তিনটি ব্যবস্থা এবং তিনটি নীতি সুশীল সমাজের নয়টি পরিমাপযোগ্য বৈশিষ্ট্যকে একত্রিত করে।

12.7.1 সাধারণ

সুশীল সমাজ উন্নত হয় যখন নাগরিকরা একটি সম্প্রদায় এবং একটি সমাজের মাধ্যমে প্রাকৃতিক ও সামাজিক অর্থনীতির মাধ্যমে উৎপাদিত, ব্যবহৃত এবং বিনিময় সম্পদের কমনওয়েলথ অ্যাক্সেসের সামাজিক অধিকার ভাগ করে নেয়। অ্যাক্সেস, এই প্রেক্ষাপটে, সম্পদগুলিতে অবদান রাখার এবং সেগুলি থেকে উপকৃত হওয়ার ক্ষমতা

উভয়ই অন্তর্ভুক্ত করে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বিস্তৃত, সম্প্রদায়-ভিত্তিক নাগরিক সম্পৃক্ততা গ্রীক অ্যাগোরা এবং ইংরেজি বাজারে যেমন ঐতিহাসিকভাবে 'কমন্স' বলা হয় সেই অঙ্গনে ঘটে। যেহেতু নাগরিকরা কমনওয়েলথ সম্পদের উন্মুক্ত বিনিময়ে অংশগ্রহণ করে, তারা অন্যদের সাথে সামাজিক সংযোগ এবং নেটওয়ার্ক গঠন এবং শক্তিশালী করতে পারে।

12.7.2 দপ্তর

সুশীল সমাজ তখন উন্নত হয় যখন নাগরিকরা বিকেন্দ্রীভূত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রদর্শন করে এমন রাজনৈতিক কাঠামোতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের স্ব-শাসনের নাগরিক দায়িত্ব পালন করতে পারে। রাজনৈতিক শাসনে সম্প্রদায়-ভিত্তিক নাগরিক সম্পৃক্ততা বিদ্যমান থাকে যখন সম্প্রদায়ের সদস্যরা জনসাধারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং নেতৃত্বের পদ বা 'অফিস' রাখার সুযোগ পান।

12.8 সমিতি

সুশীল সমাজ উন্নত হয় যখন নাগরিকরা স্ব-শাসন এবং সামাজিক রূপান্তরের জন্য বিভিন্ন সামাজিক অনুষঙ্গ, গোষ্ঠী, নেটওয়ার্ক এবং কাঠামোতে প্রকাশ্যে এবং স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করতে পারে। 'অ্যাসোসিয়েশন' বলতে সেই সামাজিক স্থানগুলিকে বোঝায় যেখানে লোকেরা জড়ো হয় এবং অন্যদের সাথে ধারনা বিনিময় করতে, সমর্থনের প্রস্তাব দেয় এবং একত্রিত হওয়ার অনুভূতি লাভ করে। সামাজিক বিনিময় ব্যবস্থায় সম্প্রদায়-ভিত্তিক নাগরিক ব্যস্ততা বিদ্যমান থাকে যখন বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী এবং সমাবেশ উপস্থিত এবং প্রবেশযোগ্য হয়।

12.8.1 ট্রাস্টিশিপ

সুশীল সমাজ উন্নত হয় যখন নাগরিকরা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ধারণ করে, স্থানীয় ও আঞ্চলিক অর্থনীতিকে শক্তিশালী ও উন্নত করার জন্য কাজ করে এবং সামাজিক সম্পদের (যেমন, মানব, সামাজিক, বস্তুগত এবং পরিবেশগত) টেকসই ও সামাজিকভাবে স্বচ্ছ স্টুয়ার্ডশিপ ব্যবহার করে ভাল। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যবস্থায় নাগরিক দায়িত্বের সম্প্রদায়-ভিত্তিক কার্যক্রম বিদ্যমান যখন নাগরিকরা সম্পদ ট্রাস্টিশিপের বৈধ কর্তৃত্ব উপভোগ করে।

12.8.2 সার্বভৌমত্ব

সুশীল সমাজ তখন উন্নত হয় যখন নাগরিকদের রাজনৈতিক শাসনের সকল দিকের সাথে জড়িত থাকার অধিকার থাকে এবং জনজীবনের প্রতিষ্ঠানগুলিকে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর স্বার্থের দ্বারা 'বন্দী' না করে জনজীবনের সকল স্তরকে প্রভাবিত করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার এবং কর্ম সম্পাদনের ক্ষমতা থাকে। বা ব্যক্তি। রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্প্রদায়-ভিত্তিক নাগরিক কর্তৃপক্ষের উপস্থিতি এবং বৈধতা নাগরিকদের নীতি ও কর্মসূচির উপর সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে যা তাদের জীবন এবং তাদের সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মানকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

12.8.3 দায়িত্ব

সুশীল সমাজ উন্নত হয় যখন নাগরিকরা, সম্প্রদায়-ভিত্তিক গোষ্ঠী এবং সমিতির মাধ্যমে কাজ করে মৌলিক নাগরিক স্বাধীনতা এবং অধিকারগুলি ব্যবহার করতে সক্ষম হয় (যেমন, সুষ্ঠু নির্বাচন, বাকস্বাধীনতা, তথ্যের

অ্যাক্সেস প্রদানকারী একটি মুক্ত প্রেস, গোষ্ঠীতে সংগঠিত হওয়ার স্বাধীনতা) অর্থনৈতিক ধারণ করতে। এবং রাজনৈতিক অভিনেতারা নীতি, কর্মসূচী এবং সম্পদ বণ্টনের ধরণ এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগের ফলাফলের জন্য দায়ী।

12.8.4 ইক্যুইটি

সুশীল সমাজ উন্নত হয় যখন প্রতিটি নাগরিককে একটি সন্তোষজনক জীবন গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের সমান অ্যাক্সেস এবং ব্যবহার দেওয়া হয়। ইক্যুইটির একটি নৈতিক অবস্থা ক্রিয়াকলাপের ভিত্তি তৈরি করে যা সমস্ত সম্প্রদায়ের সদস্যদের জন্য অর্থনৈতিক অবস্থাকে প্রসারিত এবং শক্তিশালী করে। সমস্ত মানুষের, বিশেষ করে দরিদ্রদের জন্য উন্নত জীবনমানের উৎপাদন ও টেকসই করার জন্য সম্পদের অর্থনৈতিক সমতা প্রয়োজন।

12.9 বিচার

সুশীল সমাজ উন্নত হয় যখন নাগরিকরা সামাজিক ন্যায়বিচার অনুসরণ করে (১) তাদের নাগরিক বাধ্যবাধকতা পূরণে 'আইনের শাসন' ব্যবহার করে ধারাবাহিকভাবে এবং সহানুভূতিশীলভাবে এবং (২) রাজনৈতিক প্রক্রিয়া থেকে বাদ পড়া এবং অন্যায় আইন দ্বারা ক্ষতিগ্রস্তদের পক্ষে সমর্থন করে।

12.9.1 পারস্পরিকতা

সুশীল সমাজ উন্নত হয় যখন নাগরিকরা (১) অন্যদের সাথে পারস্পরিক, পারস্পরিকভাবে নির্ভরশীল সহযোগিতার মাধ্যমে সামাজিক রূপান্তর সাধন করে এবং (২) শান্তিপূর্ণ, অহিংস উপায়ে দরকষাকষি, মধ্যস্থতা এবং সমাধান করে। নাগরিক পরিবেশের প্রকৃতির জন্য প্রয়োজন যে সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক সীমিত এবং শর্তাধীন। একটি সমাজে প্রত্যেককে একটি বৈধ সদস্য হিসাবে দেখা হয় না এবং এর সম্পদগুলিতে সমান অ্যাক্সেস দেওয়া হয়। পারস্পরিক সম্পর্ক শব্দটি সামাজিক সম্পর্কের দুটি আন্তঃসম্পর্কিত নৈতিক বিষয়কে তুলে ধরেক্স লোকেরা কীভাবে একে অপরের সাথে আচরণ করবে, বিশেষ করে যখন বিরোধ বিদ্যমান থাকে এবং কীভাবে গোষ্ঠীর সীমানা সংজ্ঞায়িত এবং অতিক্রম করা হয় (টিমোথি জে. পিটারসন, ২০০৪)।

12.10 সুশীল সমাজের ভূমিকা ও গুরুত্ব

সুশীল সমাজকে ব্যাপকভাবে এমন একটি স্থান হিসাবে উল্লেখ করা হয় যা পারিবারিক বাজার এবং স্থান বাদ দেয় এবং সমসাময়িক যুগে এটি সংগঠিত এবং জৈব গোষ্ঠীর একটি বিস্তৃত বর্ণালী অন্তর্ভুক্ত করে যার মধ্যে রয়েছে বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) ট্রেড ইউনিয়ন সামাজিক আন্দোলন এবং তৃণমূল সংগঠন, অনলাইন নেটওয়ার্ক এবং সম্প্রদায় এবং বিশ্বাস। গ্রুপ সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন (সিএসও), গ্রুপ এবং নেটওয়ার্ক আকার, গঠন এবং প্ল্যাটফর্ম থেকে পরিবর্তিত হয়

আন্তর্জাতিক বেসরকারী সংস্থাগুলি (যেমন অক্সফাম) এবং গণ সামাজিক আন্দোলন (যেমন আরব বসন্ত) থেকে ছোট, স্থানীয় সংস্থাগুলি (যেমন জলের বিরোধিতাকারী জাকার্তার বাসিন্দাদের জোট বেসরকারীকরণ) (কুপার, ২০১৮)।

সুশীল সমাজ সংস্থাগুলি স্বাস্থ্য, পরিবেশ এবং অর্থনৈতিক অধিকার সহ কিন্তু সীমাবদ্ধ নয় জনগণের অধিকার এবং জনগণের ইচ্ছার সমর্থন করার দায়িত্ব বহন করে। একদিকে তারা গণতন্ত্রের ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ চেক রাখে এবং সিস্টেমের মধ্যে একটি ভারসাম্য তৈরি করে। নাগরিক সমাজগুলি দেশের শাসক সরকারকে রাজি করাতে পারে এবং তাদের কর্মের জন্য তাদের জবাবদিহি করতে পারে। সুতরাং এটা বলা যেতে পারে যে মুক্ত ও সক্রিয় নাগরিক সমাজ একটি সুস্থ অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রতিফলিত করে। সুশীল সমাজের সংগঠনগুলোও সারা বিশ্বে ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করেছে।

সিভিল সোসাইটি সংস্থাগুলি নিম্নলিখিত ভূমিকাগুলির মাধ্যমে মানবতার সেবা করতে চায়, যেমন

ত পরিষেবা প্রদানকারী (উদাহরণস্বরূপ, প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা এবং মৌলিক সম্প্রদায় স্বাস্থ্য সেবা প্রদান)

- অ্যাডভোকেট/প্রচারক (উদাহরণস্বরূপ, আদিবাসী অধিকার বা পরিবেশ সহ বিভিন্ন বিষয়ে সরকার বা ব্যবসায় লবিং)
- ওয়াচডগ (উদাহরণস্বরূপ, মানবাধিকার চুক্তির সাথে সরকারের সম্মতি পর্যবেক্ষণ করা)
- সক্রিয় নাগরিকত্ব তৈরি করা (উদাহরণস্বরূপ, স্থানীয় পর্যায়ে নাগরিক সম্পৃক্ততাকে অনুপ্রাণিত করা এবং স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং জাতীয় শাসনের সাথে জড়িত)
- বৈশ্বিক শাসন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা (উদাহরণস্বরূপ, সুশীল সমাজ সংস্থাগুলি বিশ্বব্যাংকের জলবায়ু বিনিয়োগ তহবিলের উপদেষ্টা বোর্ডে কাজ করে) (কুপার, ২০১৮)।

সিভিল সোসাইটি হল প্রধানত সেসব সংগঠন যা সরকারের সাথে যুক্ত নয় যেমন স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়, অ্যাডভোকেসি গ্রুপ, পেশাদার অ্যাসোসিয়েশন, গীর্জা এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। সুশীল সমাজের অনেক ভূমিকা আছে। একদিকে তারা উল্লেখযোগ্য সম্পদ যারা সরকার এবং নাগরিক উভয়কেই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করতে পারে। এই সিভিল সোসাইটিগুলি সরকারী নীতি এবং কর্মের জন্য একটি পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থাও স্থাপন করে এবং সরকারের কাছে ব্যাখ্যা চাইতে পারে। তারা অ্যাডভোকেসি প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত এবং সরকারী, বেসরকারী সেক্টর এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্য বিকল্প কৌশলগুলির সুপারিশ করতে পারে। সিভিল সোসাইটিগুলি সমাজের সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর জন্য পরিষেবা প্রদানের আকাঙ্ক্ষাও করে। এছাড়াও তারা নাগরিককে তাদের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন থেকে রক্ষা করে এবং পরিবর্তনের জন্য এবং নীতিহীন সামাজিক রীতিনীতি এবং আচরণকে সমর্থন করার জন্য ডিজাইন কার্যক্রম (Ingram, ২০২০)।

উন্নয়নমূলক খাতে বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা:

12.11 সংজ্ঞা

একটি বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) হল একটি আইনিভাবে গঠিত সংস্থা যা প্রাকৃতিক বা আইনী ব্যক্তিদের দ্বারা তৈরি করা হয় যা যে কোনও সরকার থেকে স্বাধীনভাবে কাজ করে এবং একটি শব্দ সাধারণত সরকার দ্বারা ব্যবহৃত সত্ত্বাকে বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয় যেগুলির কোনও সরকারী মর্যাদা নেই। কিছু ক্ষেত্রে যেখানে এনজিওগুলি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে সরকার দ্বারা অর্থায়ন করা হয়, সংস্থার বোর্ডে কোনও সরকারী প্রতিনিধি না রেখে বেসরকারী সংস্থা হিসাবে তার মর্যাদা বজায় রাখতে পারে। এনজিওগুলি বৃহত্তর সামাজিক লক্ষ্য ভাগ করে যা রাজনৈতিক দিক ধারণ করতে পারে, তবে তারা স্পষ্টভাবে রাজনৈতিক সংগঠন নয়।

এনজিওগুলিকে বিশ্বব্যাংক দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে 'ব্যক্তিগত সংস্থাগুলি যেগুলি দুর্ভোগ থেকে মুক্তি, দরিদ্রদের স্বার্থ প্রচার, পরিবেশ রক্ষা, মৌলিক সামাজিক পরিষেবা প্রদান বা সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করে'।

এনজিও শব্দটি বেসরকারী সংস্থার জন্য দাঁড়িয়েছে এবং এতে 'বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা', 'সুশীল সমাজ সংস্থা' এবং 'অলাভজনক সংস্থা' (ম্যাকগান এবং জনস্টোন, ২০০৬) এর মতো বিভিন্ন সংস্থা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এনজিও শব্দটি ওয়াচডগ অ্যাক্টিভিস্ট গ্রুপ এবং সাহায্য সংস্থা থেকে শুরু করে উন্নয়ন এবং নীতি সংগঠন পর্যন্ত বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং সংস্থাকে বর্ণনা করে। সাধারণত, এনজিওগুলিকে এমন সংস্থা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় যেগুলি বাণিজ্যিক স্বার্থের পরিবর্তে জনস্বার্থের এজেন্ডা অনুসরণ করে (হল-জোনস, ২০০৬)।

এটা বিশ্বাস করা হয় যে প্রথম আন্তর্জাতিক এনজিও সম্ভবত দাসবিরোধী সোসাইটি ছিল, যা ১৮৩৯ সালে গঠিত হয়েছিল। তবে এনজিও শব্দটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে উদ্ভূত হয়েছিল যখন জাতিসংঘ বেসরকারি সংস্থা এবং আন্তঃসরকারি বিশেষায়িত সংস্থাগুলির মধ্যে পার্থক্য করতে চেয়েছিল (হল-জোনস) , ২০০৬)। এনজিওগুলি জোট এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার সমন্বয়ে গঠিত একটি জটিল মিশ্রণ; ব্যবসা এবং দাতব্য; রক্ষণশীল এবং মৌলবাদী। তহবিল বিভিন্ন উৎস থেকে আসে এবং যদিও এনজিওগুলি সাধারণত অলাভজনক সংস্থা হয়, তবে কিছু আছে যা লাভের জন্য কাজ করে (হল-জোনস, ২০০৬)।

এনজিওগুলি সারা বিশ্ব থেকে উদ্ভূত এবং বিভিন্ন স্তরের সংস্থানগুলিতে অ্যাক্সেস রয়েছে। কিছু সংস্থা এইডস-এর একটি একক নীতিগত উদ্দেশ্যের উপর ফোকাস করে যখন অন্যরা দারিদ্র্য দূরীকরণের বৃহত্তর নীতি লক্ষ্যে লক্ষ্য রাখে (হল-জোনস, ২০০৬)।

বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বায়ন ঘটে যা এনজিওগুলির গুরুত্বকে বাড়িয়ে তোলে কারণ এটি একটি জাতির মধ্যে সমস্ত সমস্যা সমাধান করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এই সময়ের মধ্যে বেশ কয়েকটি সংস্থা পুঁজিবাদী উদ্যোগের স্বার্থ রক্ষার জন্য তাদের কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে। এখন এই প্রবণতাকে প্রতিহত করার জন্য, এনজিওগুলি মানবিক সমস্যা, উন্নয়নমূলক সহায়তা এবং টেকসই উন্নয়নকে তুলে ধরার জন্য আবির্ভূত হয়েছে (ডেভিস, ২০১৪)।

এনজিওর প্রকারভেদ:

12.11.1 এনজিওগুলিকে অভিযোজন এবং সহযোগিতার স্তর দ্বারা শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে।

অভিযোজন দ্বারা এনজিও প্রকার:

- দাতব্য অভিযোজন;
- সেবা অভিযোজন;
- অংশগ্রহণমূলক অভিযোজন;
- অভিযোজন ক্ষমতায়ন;

সহযোগিতার স্তর অনুসারে এনজিও প্রকার

- সম্প্রদায়-ভিত্তিক সংস্থা;
- সিটি ওয়াইড অর্গানাইজেশন;
- জাতীয় এনজিও;

- আন্তর্জাতিক এনজিও;

'এনজিও' ছাড়াও, প্রায়শই বিকল্প শব্দগুলি ব্যবহার করা হয় যেমন: স্বাধীন সেক্টর, স্বেচ্ছাসেবক সেক্টর, সুশীল সমাজ, তৃণমূল সংগঠন, আন্তর্জাতিক সামাজিক আন্দোলন সংগঠন, ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, স্ব-সহায়তা সংস্থা এবং অ-রাষ্ট্রীয় অভিনেতা (NSA's)।

বেসরকারী সংস্থাগুলি একটি ভিন্নধর্মী গোষ্ঠী। 'এনজিও' শব্দটিকে ঘিরে সংক্ষিপ্ত শব্দগুলির একটি দীর্ঘ তালিকা তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে:

- বিঙ্গো: ব্যবসা-বান্ধব আন্তর্জাতিক এনজিও বা বড় আন্তর্জাতিক এনজিওর জন্য সংক্ষিপ্ত
- CSO: সুশীল সমাজ সংগঠনের জন্য সংক্ষিপ্ত
- ডোঙ্গো: দাতা সংগঠিত এনজিও
- ENGO: পরিবেশগত এনজিওর জন্য সংক্ষিপ্ত, যেমন গ্রিনপিস এবং ঢঢচ
- GONGO: হল সরকার-চালিত এনজিও, যেগুলি সরকার দ্বারা এনজিওগুলির মতো দেখতে বাহ্যিক সাহায্যের জন্য যোগ্যতা অর্জনের জন্য বা প্রশ্নবিদ্ধ সরকারের স্বার্থের প্রচার করার জন্য সরকার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।
- আইএনজিও মানে আন্তর্জাতিক এনজিও; অক্সফাম একটি আন্তর্জাতিক এনজিও
- QUANGO হল আধা-স্বায়ত্তশাসিত বেসরকারি সংস্থা, যেমন ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন (ISO)।
- ট্যাঙ্গো: প্রযুক্তিগত সহায়তা এনজিওর জন্য সংক্ষিপ্ত
- TNGO: ট্রান্সন্যাশনাল এনজিওর জন্য সংক্ষিপ্ত
- GSO: তৃণমূল সমর্থন সংস্থা
- আম: বাজার সমর্থনকারী এনজিওর জন্য সংক্ষিপ্ত

এনজিওর অন্যান্য শ্রেণীবিভাগও রয়েছে। বিশ্বব্যাংকের মতে দুই ধরনের এনজিও আছে-অপারেশনাল এবং অ্যাডভোকেসি। মৌলিক পার্থক্য তাদের উদ্দেশ্য নিহিত। একটি কর্মক্ষম এনজিওর মূল উদ্দেশ্য হল উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রকল্পের নকশা এবং বাস্তবায়ন করা। অন্যদিকে একটি অ্যাডভোকেসি এনজিওর প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল একটি নির্দিষ্ট কারণকে রক্ষা করা বা প্রচার করা।

উন্নয়নমূলক খাতে এনজিওগুলোর ভূমিকা:

এনজিওগুলির চারটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এবং সেগুলি নিম্নরূপ:

ক) সামাজিক উন্নয়ন: একটি বেসরকারী সংস্থা যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা হল বিশ্বব্যাপী সামাজিক উন্নয়নের প্রক্রিয়াকে উন্নত করা যা অবশেষে জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন সূচক (HDI) দ্বারা পরিমাপ করা মানব উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে সহজতর করতে সহায়তা করেছে। এনজিওগুলোর ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য হল তাদের প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা বজায় রাখার ক্ষমতা এবং রাজনৈতিক নিরপেক্ষতার প্রতি তাদের অবস্থান। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে এনজিওগুলিকে সমাজের বঞ্চিত অংশকে প্রয়োজনীয় পরিষেবা প্রদানের জন্য সরকারী সংস্থাগুলির সাথে সহযোগিতা করতে হতে পারে। যদি একটি সরকারী সংস্থা রাজনৈতিক আনুগত্য দাবি করে, তাহলে এনজিওগুলি তাদের নিরপেক্ষ অবস্থান লঙ্ঘন করার বা দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে প্রয়োজনীয় পরিষেবা থেকে বঞ্চিত করার দ্বিধাগ্রস্ততার

সম্মুখীন হতে পারে। এই কারণে মাঝে মাঝে এনজিওগুলিকে রাজনৈতিকভাবে অস্থির দেশগুলি থেকে তাদের প্রকল্প প্রত্যাহার করতে হয়।

এনজিওগুলি 'নমনীয়তা, উদ্ভাবনের ক্ষমতা এবং তৃণমূল অভিযোজন, মানবিক বনাম বাণিজ্যিক লক্ষ্য অভিযোজন, অলাভজনক অবস্থা, উৎসর্গ এবং প্রতিশ্রুতি, এবং নিয়োগ দর্শন' এর মতো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য প্রবর্তন করে এই ভূমিকাটিকে ন্যায্যতা দিয়েছে। কিন্তু এনজিওগুলোর কিছু অসুবিধাও রয়েছে যা এনজিওগুলোর এই নির্দিষ্ট ভূমিকাকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করতে পারে। এই অসুবিধাগুলি হল 'অতি উদ্যোগীতা, সীমিত স্থানীয় অংশগ্রহণ, অপর্যাপ্ত সম্ভাব্যতা অধ্যয়ন, হোস্ট অংশীদারের সাথে দ্বন্দ্ব বা ভুল বোঝাবুঝি, নিয়োগ এবং পদ্ধতিতে নমনীয়তা, টার্ফ যুদ্ধ, অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত কর্মী, প্রকল্পগুলি সম্পূর্ণ করতে অর্থের অভাব, স্বচ্ছতার অভাব, ফলাফল প্রতিলিপি করতে অক্ষমতা, এবং সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতা"।

খ) টেকসই সম্প্রদায় উন্নয়ন: এনজিওগুলি সম্প্রদায় স্তরের উন্নয়নের প্রচারে তার নেতৃত্বের গুণাবলী প্রমাণ করেছে। এনজিওগুলি এই ধরনের আদর্শ এবং মূল্যবোধ দ্বারা চালিত হয়, যাতে তারা তাদের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য সমাজের দুস্থ শ্রেণীর মধ্যে তাদের কার্যক্রম ছড়িয়ে দিতে পারে। এনজিওগুলির কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের কারণে তারা সহজেই বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য জনসমাগম করতে পারে। তারা এই বিভাগগুলির ক্ষমতায়নে অগ্রগামী হয়েছে যাতে তারা তাদের জীবনকে মূলধারায় ফিরিয়ে আনার জন্য নির্দিষ্ট কিছু বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এনজিওগুলো তৃণমূল পর্যায়ে স্থানীয় সংগঠনগুলোকে শক্তিশালী করার দায়িত্বও বহন করে। এনজিওগুলি সরকারী সংস্থাগুলির তুলনায় খুব কম খরচে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিশেষজ্ঞ এবং সর্বাধিক উল্লেখযোগ্যভাবে টেকসই সম্প্রদায়ের উন্নয়নকে সহজতর করতে পারে। টেকসই সম্প্রদায় উন্নয়নের পাঁচটি প্রধান বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং সেগুলি নিম্নরূপ:

- স্থানীয় অর্থনৈতিক বৈচিত্র্য বৃদ্ধি
- স্বনির্ভরতা: স্থানীয় বাজারের উন্নয়ন, স্থানীয় উৎপাদন, স্থানীয় প্রক্রিয়াকরণ, স্থানীয় অর্থনৈতিক সত্ত্বাগুলির মধ্যে বৃহত্তর সহযোগিতা।
- বর্জ্য পণ্যের পুনর্ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনার সাথে মিলিত শক্তির ব্যবহার হ্রাস।
- জৈবিক বৈচিত্র্যের সুরক্ষা এবং বর্ধিতকরণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের স্টুয়ার্ডশিপ।
- সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতি টেকসই সম্প্রদায়ের প্রতিশ্রুতি। (ব্রিজার এবং লুলফ, ১৯৯৯)

যেহেতু এনজিওগুলোতে মানুষের দুর্ভোগ কমানোর জন্য পেশাদার সমাজকর্মী থাকে, তাই তারা নারী, পুরুষ, পরিবার এবং সম্প্রদায়কে সমর্থন করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই জাতীয় এনজিওগুলির ভূমিকার মধ্যে রয়েছে 'কাউন্সেলিং এবং সহায়তা পরিষেবা, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং অ্যাডভোকেসি, আইনি সহায়তা এবং ক্ষুদ্রঋণ' (দেসাই, ২০০৫)। এই এনজিওগুলি সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং স্বনির্ভরতা গড়ে তোলার মতো কার্যক্রমের মাধ্যমে টেকসই সম্প্রদায়ের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে আকাঙ্খা করেছে। এই প্রক্রিয়ায় এনজিওগুলি বিভিন্ন গোষ্ঠীর সচেতনতা এবং স্ব-সংগঠনের প্রচারে অবদান রাখার জন্য প্রকল্পে অর্থায়নে নিজেদের জড়িত করে (Baccaro, ২০০১)।

এটি স্পষ্ট করা যেতে পারে যে এনজিওগুলি তিনটি মৌলিক কাজের মাধ্যমে টেকসই সম্প্রদায়ের উন্নয়নের প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে: ১) পরিষেবা সরবরাহ (ত্রাণ, কল্যাণ) (২) শিক্ষা এবং (৩) পাবলিক পলিসি অ্যাডভোকেসি (স্ট্রমকুইস্ট, ২০০২)। এনজিওগুলি ক্ষুদ্রঋণ, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সম্প্রদায়ের স্বনির্ভরতার মাধ্যমে

টেকসই সম্প্রদায়ের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে পারে। এনজিওগুলি স্থানীয় পণ্য এবং স্থানীয় বাজারের প্রচার করে, সামাজিক, পুঁজি এবং মানবসম্পদ প্রসারিত করে, তাদের জন্য ডিজাইন করা বেশ কয়েকটি ক্রিয়াকলাপে অংশ নিতে লোকেদের উৎসাহিত করে এবং নেটওয়ার্ক যোগাযোগ হিসাবে সম্প্রদায় এবং সিস্টেমের মধ্যে ব্যবধান পূরণ করার চেষ্টা করে। এই পদ্ধতিতে, টেকসই সম্প্রদায় উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য অর্জিত হবে (Nikkhah & Redzuan, ২০১০)।

গ) টেকসই উন্নয়ন: এনজিওগুলি শুধুমাত্র স্থানীয় সম্প্রদায় পর্যায়েই নয়, আন্তর্জাতিক পর্যায়েও টেকসই উন্নয়নের প্রচার করে। সমসাময়িক যুগে সরকারী কর্মকান্ডে মনোযোগ দেওয়ার পাশাপাশি, এনজিওগুলি তাদের কার্যক্রমের পরিধি প্রসারিত করেছে এবং তারা বৃহত্তর কর্পোরেশনগুলিতে মনোনিবেশ করা শুরু করেছে। এনজিওগুলি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অগ্রগতির দ্বারা সমর্থিত ব্যবসায়িক কার্যকলাপের সামাজিক এবং পরিবেশগত প্রভাবগুলি মূল্যায়নে জড়িত হয়েছে। বেশ কিছু বহুজাতিক কর্পোরেশন কর্পোরেশনের শ্রম, পরিবেশগত এবং মানবাধিকার রেকর্ডের যথাযথ রেকর্ড রাখার জন্য দায়বদ্ধ হয়ে উঠেছে। একটি সুস্পষ্ট পরিণতি হিসাবে বর্তমানে, অনেক কর্পোরেশন গ্রাহক, কর্মচারী, সম্প্রদায় এবং অন্যান্য আগ্রহী গোষ্ঠীর উপর তাদের ব্যবসায়িক কার্যকলাপের প্রভাবের যত্ন নিচ্ছে। এই উদ্যোগগুলি সামাজিক এবং পরিবেশগত বিষয়গুলিকে হাইলাইট করা, তাদের কর্মের জন্য দায়বদ্ধ হওয়া এবং তাদের ক্রিয়াকলাপের প্রভাব সম্পর্কে নথিবদ্ধ করা এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে টেকসই উন্নয়ন উদ্বেগকে অন্তর্ভুক্ত করে এমন ব্যবস্থাপনা কাঠামোর খসড়া তৈরির মতো বেশ কয়েকটি ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে উদ্ভাসিত হয় (হল-জোনস, ২০০৬)।

এসব প্রবণতা তৈরিতে এনজিওগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিছু এনজিও সম্প্রদায়ের উপর তাদের কার্যকলাপের প্রভাবগুলি মূল্যায়ন করতে কোম্পানিগুলির ব্যর্থতা নিরীক্ষণ, প্রচার এবং সমালোচনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করে। এনজিওগুলি কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার (CSR) জন্য তাদের কিছু সম্পদ বরাদ্দ করতে ইচ্ছুক।

ঘ) টেকসই খরচ: টেকসই খরচের প্রচারে এনজিওগুলির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা শিল্পগুলির সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। কিছু উদাহরণ যেখানে এই অংশীদারিত্ব সফল হয়েছে তা হল পণ্য উন্নয়ন, টেকসই আবাসন, লেবেলিং, ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ডলাইফ ফান্ড (ডব্লিউ), সবুজ ক্রয়, সামুদ্রিক স্টুয়ার্ডশিপ ইত্যাদি বিভাগে। বিভিন্ন প্রকল্পে, এটি প্রকাশ করা হয়েছে যে এনজিওগুলি বিভিন্ন আকর্ষণীয় পদ্ধতির মাধ্যমে টেকসই ব্যবহারকে উন্নীত করার জন্য ব্যবসায় জড়িত করছে।

- সমস্যাগুলি নির্দেশ করার জন্য কৌশলগত উপায় ব্যবহার করা
- পণ্যের পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন
- পণ্য এবং পরিষেবার সরবরাহকে সবুজ করা
- মার্কেট ফোর্সেসের উপর ফোকাস করা
- বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের বিস্তৃত নেটওয়ার্ক গঠন।

12.12 উপসংহার

বিশ্বব্যাপী অসংখ্য সংখ্যক এনজিও রয়েছে এবং এই সংস্থাগুলি সামাজিক উন্নয়ন, টেকসই সম্প্রদায়ের উন্নয়ন এবং টেকসই ভোগের প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ব্যবসায়িক কর্পোরেশনগুলি যারা তাদের

স্টেকহোল্ডারদের স্বার্থের যত্ন নিতে চায় তারা এনজিওগুলির সাথে একটি উৎপাদনশীল সম্পর্ক থেকে উপকৃত হতে পারে (সরকার এবং বেসরকারি সংস্থাগুলির ভূমিকা)।

12.13 প্রশ্নাবলী

সুশীল সমাজ কাকে বলে। উন্নয়ন খাতে সুশীল সমাজের ভূমিকা আলোচনা কর।

উন্নয়ন খাতে এনজিওর ভূমিকা ও গুরুত্ব আলোচনা কর।

সুশীল সমাজের বৈশিষ্ট্য লেখো।

এনজিওর সংজ্ঞা দাও। বিভিন্ন ধরনের এনজিও আলোচনা কর।

12.14 তথ্যসূত্র

- Blumenfeld, B. (2004). *The Political Paul: Democracy and Kingship in Paul's Thought.* Sheffield Academic Press.
- Cooper, R. (2018, October 15). *What is Civil Society, its role and value in 2018?* Retrieved June 15, 2021, from Helpdesk Report: https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/14242/488_What_is_Civil_Society.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Davies, T. (2014). *NGOs: A New History of Transnational Civil Society.* New York: Oxford University Press.
- Ingram, G. (2020, April 6). *Civil Society: An essential ingredient of developmet.* Retrieved June 26, 2021, from Brookings : https://www.brookings.edu/blog/up-front/2020/04/06/civil-society-an-essential-ingredient-of-development/
- Jean L. Cohen, A. A. (1994). *Civil Society and Political theory* . Cambridge: MIT press.
- Jezard, A. (2018, April 23). *Who and What in ' Civil Society'*. Retrieved June 26, 2021, from World Economic Forum: https://www.weforum.org/agenda/2018/04/what-is-civil-society/
- Powell, F. W. (2007). *The Politics of Civil Society: Neoliberalism Or Social Left?* Bristol: Policy Press .
- *Role of Governments and Nongovernmental Organizations.* (n.d.). Retrieved from https://www.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/52625_ch_9.pdf
- Timothy J. Peterson, J. V. (2004). The Pacific, and Challenges Facing American Nonprofits:Defining Characteristics of Civil Society. *The International Journal of Not-for-Profit Law* .
- *What is Civil Society* . (2009, May 2). Retrieved June 26, 2021, from Civilsoc.org : https://en.wikipedia.org/wiki/Civil_society
- Wikipedia. (n.d.). *Civil Society.* Retrieved June 26, 2021, from Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Civil_society

Notes

Notes